ভারতীয় নাট্যমঞ্চ

(১৫২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ)

গিরিশ নাট্য-সংসদের সহযোগিতায়

লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক, দেশবন্ধু-স্মৃতি,
গিরিশ-প্রতিভা, বঙ্কিমচন্দ্র, Indian Stage প্রভৃতি
বহু গ্রন্থ লেখক এবং বঙ্গভাষা সংস্কৃতি
সম্মেলনের মূল সভাপতি

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

প্রণীত

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন

১২৩।৫বি, রসা রোড

কলিকাতা

১৯৪৫

শ্রীমণীন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এ,
১২৪।৫বি, রসা রোড, কলিকাতা।
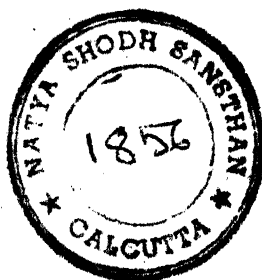
মূল্য—৬৲

মুদ্রাকর—
শ্রীসুধাংশু রঞ্জন সেন বি-এল,
ট্রুথ প্রেস
৩, নন্দন রোড,
কলিকাতা।

নটগুরু, নাট্যসম্রাট, মহাকবি, রঙ্গমঞ্চ-স্রষ্টা স্বর্গীয়

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীচরণে—

হে ভৈরব,

নীলকণ্ঠরূপে তুমি যে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অমর নাটকরাজি রচনা করিয়া জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছ, সে ঋণ অপরিশোধনীয়। আজ 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া (সে ঋণভার কথঞ্চিৎ রকমেও শোধ দিবার স্পর্দ্ধা না রাখিয়া) হৃদয়ভার কথঞ্চিৎ রকমে লাঘব করিলাম মাত্র। হে স্বর্গবাসী, বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ তোমার আশীর্ব্বাদে আবার এই আত্মবিস্মৃত জাতির শিক্ষায়তনে পরিণত হোক, দীনের এই অকিঞ্চন প্রার্থনা যেন বিফল না হয়।

দীন সেবক—

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

এম, এ, বি, এল, স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, সংগৃহীত কিছু কিছু তত্ত্ব বাহির হয়। এই অগ্রগামীগণকে শ্রদ্ধানতভাবে আমি অভিবাদন করি।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, চাংড়ীপোতা লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, অর্দ্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার প্রভৃতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার, ফরওয়ার্ড, ইণ্ডিয়ান মীরার, নাচঘর, ঢাকাপ্রকাশ, শিশির, আর্য্যদর্শন, নাট্যমন্দির ও গীতি বিতান প্রভৃতি কাগজ হইতেও আমি যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী আমার অন্তরঙ্গবন্ধু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, (বঙ্গীয় প্রতিনিধিসভার সদস্য ও এডভোকেট) অবসর জীবনেও আমাকে সহায়তা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

আমার বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীমান অমূল্য ভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সেন বি, কম্ গত দশ বৎসর যাবৎ আমার সাহিত্য জীবনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহাদের নিকটেও আমি বিশেষ ঋণী।

গুপ্ত প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন সেন গুপ্তের নিকটও তাঁহার অমায়িকতায় ও সহযোগিতায় আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

একমাত্র ভগবানের কৃপায়, পিতৃপিতামহগণের ও বঙ্কিমচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি মহাপ্রাণ স্বর্গগামীগণের আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা এবং জননীর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বঙ্গভাষা সংস্কৃতিমূলক এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহসী হইয়াছি। পাঠকের কিঞ্চিৎমাত্রও সহায়তা হইলে শ্রম সার্থক হইবে।

বিনীত—**শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত**

১২।১বি রসা রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।

গিরিশ নাট্য-সংসদ ও জাতীয় সাহিত্য

রঙ্গপীঠ ও নাটক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান পরিচায়ক। জাতীয় নাটক লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চ গঠন করিয়া যাঁহারা জাতির কল্যাণবিধান করিয়াছেন, আজীবন সাধনায় ইহার গৌরববর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনাখ্যা বাহির না হওয়া জাতির ঘোরতর কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতা।

দ্বিতীয়তঃ, জাতিগঠনে যে সকল মনীষী ও মনস্বী দেহপাত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও দধীচিতুল্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই দুই মহামানবের সাধনার কাহিনী, তাঁহাদের ত্যাগের গাথা জাতির সমক্ষে উপস্থিত করা জাতীয় ঋণ। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত জাতি এবিষয়ে একান্ত উদাসীন, মোহাচ্ছন্ন—ঘোর নিদ্রাবিষ্ট। বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বন্দেমাতরমের শ্রেষ্ঠ সাধক চিত্তরঞ্জনের জীবন চরিত অপ্রকাশিত থাকিবে, ইহা জাতির পক্ষে ঘোরতর কলঙ্কের কথা।

"গিরিশ নাট্য-সংসদ" এই জাতীয় কলঙ্কোপনোদনে অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র ও দেশবন্ধু প্রমুখ দেশব্রত মহাপুরুষগণের জীবন কাহিনী এবং জাতীয় ও নাট্য-ইতিহাসমূলক জাতীয় সাহিত্য প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। দেশবাসী কি জাতীয় ঋণ পরিশোধকল্পে সর্ব্ববিষয়ে এই সংসদকে সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইবেন?

বিনীত—

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

ডিরেক্টার ও সেক্রেটারী, গিরিশ নাট্য-সংসদ

কলিকাতা

১৪৪।৫বি, রসা রোড।

সূচীপত্র

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভারতের নাট্যমঞ্চ

অবতরণিকা।

নাট্যকলা প্রাচীন ভারতবর্ষে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। নাট্যকলার উন্নতি গ্রীস দেশেও হইয়াছিল, কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবর্ষ কাহারও নিকট ঋণী নয়। ভারতীয় নাট্যকলা একেবারে অকৃত্রিম এবং জগতের ইতিহাসে উহাকে আদি বলাও চলে। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি শূদ্রক প্রভৃতি মহাকবি জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার; ভারতের বেদ ও উপনিষদে, রামায়ণ ও মহাভারতে, জাতক ও পুরাণে নাটকীয় বীজ—কি কথোপকথনে, কি সঙ্গীতে—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ ভরত-নাট্যশাস্ত্রে, রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন আকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সেইরূপ একটী নাট্যশালা অল্পদিন পূর্ব্বে রামগড় পাহাড়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর উহা রাজা অশোকের সময়ের রঙ্গমঞ্চ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীনকালের হিন্দুগণ নাট্যকলা সম্বন্ধে সমধিক উন্নতিশীল ছিলেন।

নাট্যকলার অবনতি হয় মুসলমান নৃপতিগণের সময়। নাট্যচর্চ্চা মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত নয় বলিয়া, তাঁহারা উহাতে কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করেন নাই। কিন্তু সে সময়েও একমাত্র বঙ্গদেশই নাট্যকলার গৌরব রক্ষা করিয়াছে। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পার্ষদগণসহ অভিনয় করিতেন, পুরীতে রূপগোস্বামী চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নাটক প্রণয়ণ করেন, চৈতন্যদেবের সহচর রায় রামানন্দের নাটক-গীতি ও অভিনয়-কলার তিনি সশ্রদ্ধভাবে আলোচনা ও আদর করিতেন, মহাপ্রভুর সম্মুখে পুরীর মন্দিরে অভিনয় হইয়াছিল;—এ সমস্ত কথাই প্রমাণ সম্মত।

রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ নাটক' ও পরমানন্দ সেনের "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাধর নামক গৌড় (বঙ্গদেশ) দেশস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ রচিত "পারিজাত মঞ্জরী নাটক" প্রস্তর গাত্রে খোদিত দেখা যায়।

নাট্যকলার উৎকর্ষ আরম্ভ হয় আবার ইয়োরপীয় বণিকগণের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। ইংরাজগণ নিজেদের আমোদের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেই লালবাজারে "Play House" যে

হাউসে অভিনয় হইত। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে ইংরাজ বণিকগণ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকটে জমির বন্দোবস্ত নিয়া রাইটার্স্ বিল্ডিংসের পশ্চাৎভাগে লায়ন্স্ রেঞ্জ (ভূতপূর্ব্ব থিয়েটার ষ্ট্রীট) ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮৯ সন হইতে কয়েকটী মহিলাও অভিনয় করিবার জন্য যোগদান করেন। এই থিয়েটারটীর নাম ছিল "নিউ প্লে হাউস" অথবা ক্যালকাটা থিয়েটার। আর ইহার অনুকরণেই রুশীয় ভাগ্যান্বেষী লেবেডফ্ ২৫ নম্বর ডোমটলায় (এজরা ষ্ট্রীটে) ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় করেন। নাটকের নাম ছদ্মবেশ (ডিস্‌গাইস্ নাটকের বঙ্গানুবাদ) আর ইহাতে বাঙ্গালী মেয়ে অভিনয় করিয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা থিয়েটারটী উঠিয়া যায়।

চৌরঙ্গী রোড্ ও থিয়েটার রোডের মোড়ে দক্ষিণ দিকে ১৮১৩ সন হইতে "চৌরঙ্গী থিয়েটার" নামে একটী প্রসিদ্ধ থিয়েটার খোলা হয়। থিয়েটারের নামেই পরে রাস্তার নাম হয়। ইহাতে ডাঃ উইলসন, কাপ্তেন রিচার্ডসন, মেসার্স পার্কার, ইবকোয়েলার প্রভৃতি বিখ্যাত লোক ছিলেন, কিন্তু একবার দুরবস্থায় পতিত হইলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায়ই রঙ্গালয়টীর পুনরুদ্ধার হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে থিয়েটারটী আগুনে পুড়িয়া যায়। এই থিয়েটারের আদর্শেই বাঙ্গালীদের মধ্যে থিয়েটার করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের শুঁড়োর উদ্যানে "হিন্দু থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয় হইত ইংরাজী ভাষায়, কিন্তু বিষয় ছিল 'উত্তর রাম চরিত'। তবে সেই সময়েই শ্যামবাজারে নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ঠিক বাঙ্গালীভাবে যে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়, তাহাই বাঙ্গালীর প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়, আর ইহার তারিখ ১৮৩১-৩২। পুকুর, ঘাট, উদ্যান, সুরম সবই ঠিক ঠাক্ দেখান হইত, আবার ঝড়, বিদ্যুতের দৃশ্যও দর্শকের চিত্তবিনোদন করিত। থিয়েটার করিয়া নবীনবাবু বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

১৮৩৯ হইতে 'সাঁসুচি থিয়েটার' আরম্ভ হয়। আজ যেখানে পার্ক ষ্ট্রীটের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিদ্যমান, থিয়েটারটীও সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার অনেক অভিনেতাদের সাহায্যে বাঙ্গালী ছেলেরা কলেজ ও স্কুলে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করেন। এইরূপ একটী থিয়েটার ওরিয়েণ্টল সেমিনারীতে ছিল, উহার নাম ওরিয়েণ্টল থিয়েটার। ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত মার্চেণ্ট অব ভেনিস্ প্রভৃতির অভিনয় হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় (পরে মহারাজা), এই ছাত্রবন্ধুগণকে বাঙ্গলায় থিয়েটার করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু অধ্যাপকগণ তাহাতে অনুমোদন না করায়, ছাত্রগণ

বাহিরে আসিয়া বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নামে একখানি বাংলা নাটক ছিল। তখন কুলীনগণ বহু বিবাহে রত থাকায় সমাজে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা ভিত্তি করিয়াই হরিনাভির পণ্ডিত, সুবিখ্যাত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই নাটক রচনা করেন। বাঙ্গালায় ইহাকেই প্রথম খাঁটি নাটক বলা যায়, আর অভিনয় হিসাবেও ইহাই প্রথম। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চরকডাঙ্গা রোডের জয়নারায়ণ বসাকের বাড়ী মধ্যবিত্ত যুবকগণের উৎসাহে ইহার উদ্বোধন। ইতিহাসে এই অভিনয়ের মূল্য অপরিসীম। ইহার আদর্শেই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ও ঐ সনেই (১৮৫৬ সনে) 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপরে ছাতুবাবুর বাড়ীতে, সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে, পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া উদ্যানে, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে, শোভাবাজার রাজবাড়ী, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, কয়লাহাটার হেমেন্দ্র মুখুয্যের বাড়ী অভিজাত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিস্তর অর্থব্যয়ে যে অভিনয়ের আয়োজন হয়, সেই সমস্ত বড় লোকের থিয়েটারে কেবল সহরের বড় লোকেরাই যাইতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণের জন্য এই সমস্ত সিংহদরজা সংযুক্ত বাড়ীর দ্বার একেবারে রুদ্ধই ছিল। যদি কোন ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া থিয়েটার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত, তাহার অদৃষ্টে জুটিত অর্দ্ধচন্দ্র*। যিনি কৌশলে বা নানারূপ চেষ্টায় টিকেট জোগাড় করিতেন, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল তাঁহার অদৃষ্টই সুপ্রসন্ন হইত। মধ্যবিত্ত গিরিশের, এই সমস্ত ব্যাপারের কথা কর্ণগোচর হইলে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হন। আত্মসম্মানে আঘাত পড়িত বলিয়া তিনি নিজে কখনও এইসব থিয়েটার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতেন না। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য তিনি অগ্রণী হইলেন। দীনবন্ধু রচিত "সধবার একাদশী" নাটকের অভিনয় এই সম্মানবোধ ও ব্যথার ফল। এই নাটকের অভিনয়ে কোন পোষাক পরিচ্ছদের দরকার হইত না। আর অভিনয়ে বড়ই সুযশ হয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখ হইতেই গিরিশচন্দ্রের নটগুরুর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু বলেন—

"— যবে মত্ত পদটলে
নিমেদত্ত স্বরূপে
প্রথমে দেখিল বঙ্গ
নবনট গুরু তার—"

---

* ১২৮০, ৪ঠা অগ্রহায়ণ 'সুলভ সমাচার' হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—"পটলডাঙ্গা মল্লিক পরিবারে জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকটী ভদ্রলোককে দ্বারবানের গলা ধাক্কা খাইতে হইল।"

ইহা ১৮৬৯ সনের কথা। পরে আরও কয়েকটী অভিনয় হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় "ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম দিয়া একটী স্থায়ী [illegible] ষ্টেজ করেন। 'লীলাবতী' অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রই দলপতি। কিন্তু অতি বৃষ্টিতে ষ্টেজটী নষ্ট হইয়া যায়।

এই ন্যাশনাল থিয়েটারই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে যোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ী "নীলদর্পণ" নাটক অভিনয় করে। গিরিশ কিন্তু পাবলিক থিয়েটার করিবার ব্যাপারে এতটুকু পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু সকলেরই ভিন্ন মত। মতভেদ হওয়ায় তিনি দল ছাড়িয়া যেন। তবে আড়াই মাস মধ্যেই সকলে তাঁহাকে আনিয়া কৃষ্ণকুমারী নাটকের 'ভীমসিংহ' ভূমিকা প্রদান করেন। বৃষ্টির জন্য থিয়েটার বেশী দিন চলে না, পরে দুইদলে বিভক্ত হইয়া, ঢাকায় অভিনয় করে এবং পরে আসিয়া উভয় দল মিলিত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর "গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, ঐখানেই উহা ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রথমে অভিনেত্রী লওয়া হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হয়। এখানে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কয়েকটী চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

'শরৎ সরোজিনী' নাটকে গোলাপ নামে একটী অভিনেত্রী, সুকুমারীর ভূমিকায় এত সুখ্যাতি লাভ করেন যে অতঃপরে কি থিয়েটারে কি বাহিরে ইনি সুকুমারী নামেই পরিচিত হইতেন। নাটক রচয়িতা উপেন্দ্র দাসই থিয়েটারের ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ঐ নাটকে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছিলেন—সেই গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। অতঃপরে এই অভিনেত্রীকে লোকে মিসেস্ সুকুমারী দত্ত বলিয়া জানিতেন।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র কয়েকটী দৃশ্য এবং কোন কোন কথাও গভর্ণমেণ্টের নিকট দোষনীয় বিবেচিত হয়। ১৮৭৬ সনের প্রথম দিকে ভারত ও ইংলণ্ডেশ্বরী, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতায় পদার্পণ করিলে, ভবানীপুরের উকীল, বাবু জগদানন্দ মুখার্জ্জির বাড়ীতে মহিলারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। চারিদিক হইতে এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ হয়। গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটার হইতেও গজদানন্দ, হনুমান চরিত্র, পুলিশ অব পীগ এণ্ড শীপ প্রভৃতি প্রহসনে, জগদানন্দ বাবুকে বিদ্রূপ করা হয়। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল এই অপরাধে উপেন্দ্র দাস ও ম্যানেজার অমৃত বসু মহাশয় ধৃত হন, বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স তাঁহাদিগের প্রতি একমাসের কয়েদের হুকুম করিলেন, হাইকোর্টের আপিলে তাঁহারা নিরপরাধী সাব্যস্ত হন। এই কারণেই 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ

আইন' Dramatic Performances Act পাশ হয় (১৮৭৬); [illegible]
দেওয়া হয় তাহার প্রধান ছিল গজদানন্দ বাবুর প্রতি অথবা [illegible]
আর "চাকর দর্পণ" নামে আর একটী নাটক। এই নাটকখানি [illegible]
চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন এবং 'সংবাদ চন্দ্রিকা' মুদ্রাযন্ত্র হইতে উহা [illegible]
খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। চা-কর সাহেব ম্যাকফিন সাহেবের প্ররোচনায় দেশীয় [illegible]
চাষা সারদা, বরদা ও তাহাদের স্ত্রী নিত্যকালী ও সুরমার প্রতি বিষম
অন্যায় ও অসদ্ব্যবহার করে,—ইহাই দেখান হয়। নাটকখানি অভিনীত
হয় নাই, অভিনীত হইলে ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত বলিয়া গভর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিয়া
বিলটী কাউন্সিলে উপস্থিত করেন। অবশ্য নাটকখানি সুলিখিত নয়, তবে
আমাদের মনে হয়, নীলদর্পণের অপেক্ষা ইহাতে বেশী অত্যাচার প্রদর্শিত হয়
নাই। সুলভ সমাচার, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদপত্র এই থিয়েটারের
উদ্দেশে সুকুমারীর বিবাহ ও অভিনেতৃগণের পানাধিক্যদোষ প্রভৃতি লইয়া
তীব্র মন্তব্য করিত। এই সব মন্তব্য থিয়েটারের বিরুদ্ধে লোকমত গঠনে যে কিছু
সুবিধা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিনয়, মামলা মোকদ্দমা ও রাজরোষ-
হেতু নাটকের সত্বাধিকারী ভুবনমোহন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অভিনেতা
অভিনেত্রীরা ভয় পান, দর্শকও এখানে আসিতে শঙ্কান্বিত হইয়া পড়েন।
ন্যাশনাল থিয়েটার একরকম উঠিয়া যাইবারই উপক্রম হয়।

সেই অন্ধকার-যুগে গিরিশ ঘোষই আসিয়া থিয়েটারের কর্ণধার হইলেন। তিনি পূর্ব্বেও আসিতেন যাইতেন, পরামর্শ দিতেন কিন্তু সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। গজদানন্দ প্রহসনের ২।১টী গানও তিনিই রচনা করিয়াছেন। এবারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে মিলিয়া 'আগমনী', 'মেঘনাদ বধ', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি অভিনয় করেন। কিন্তু 'দুর্গেশ নন্দিনী'র অভিনয়ের পরে, ষ্টেজে [illegible] পরিত্যক্ত গাছের উপর পা পিছলাইয়া যাওয়ায় তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি থিয়েটার ছাড়িয়া দেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারী এই বাড়ী কিনিয়া থিয়েটার করেন এবং গিরিশ ঘোষকে ম্যানেজার করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন হন। জহুরীর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র লাভবান চাকুরী ছাড়িয়া থিয়েটারের কার্য্যে ষোলআনা ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। মতভেদ হওয়ায় ১৮৮৩তে তিনি জহুরীর সংস্রব ছাড়িয়া দেন।

গিরিশবাবু আবার ১৮৮৩ তে গুর্মুখ রায়ের সহায়তায় বীডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার খুলিয়া 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী' প্রভৃতি অভিনয় করেন। [illegible]

ছাড়িয়া দিলে গিরিশ অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, দাসু নীয়োগী ও হরি বসুকে সত্বাধিকারী করেন। এখানেই 'চৈতন্যলীলা,' প্রভৃতি যুগান্তরকারী নাটকের অভিনয় হয় ও রামকৃষ্ণদেব এখানে পদধূলি দেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গোপাল শীল ঐ বাড়ী কিনিয়া এমারেল্ড থিয়েটার খোলেন। গিরিশবাবুকে তিনি ২০০০০৲ বোনাস ও ৩০০৲ মাহিনা দিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারীগণ বাড়ী বেচিয়া যে টাকা পান ও গিরিশ ঘোষ তাহার বোনাস হইতে যে ১৬০০০৲ দেন তাহা দ্বারাই হাতীবাগানে নূতন ষ্টার থিয়েটার খোলেন। ষ্টার এখনও সেইখানেই আছে। গিরিশ টাকা দিয়াই কেবল সাহায্য করেন নাই, আবার উদ্বোধনের রাত্রিতে অভিনয়ের জন্য "নসীরাম" নাটকও লিখিয়া দেন। গোপাল শীল জিদ করিয়াছিলেন গিরিশ না আসিলে তিনি ষ্টার ভাঙ্গিয়া দিবেন। গিরিশ চাকুরী স্বীকার করিয়া ষ্টারেরও সাহায্য করেন, শীল মহাশয়েরও জিদ্ রক্ষা করেন। এমারেল্ডে তিনি 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' নাটক রচনা করিয়া দেন; কিন্তু এমারেল্ড বড় ভাল চলেনা, গোপালও থিয়েটার অন্যের হাতে দেন, তাই গিরিশ একবৎসর মধ্যেই ষ্টারে চলিয়া যান। এমারেল্ড ইহার পরে বছর সাতেক চলিয়াছিল বটে, কিন্তু কেবল ক্ষতিই হইতেছিল।

গিরিশ যখন ষ্টারে আসেন, 'সরলা' অভিনীত হইতেছিল। অতঃপর তিনি 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'চণ্ড' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া দেন। কিন্তু ১৮৯১ সনে ষ্টার তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। সহানুভূতি দেখাইয়া নীলমাধব প্রমুখ বহু অভিনেতা অভিনেত্রী ষ্টার ছাড়িয়া সিটি থিয়েটার খোলেন। মোকদ্দমাও হয়, ষ্টারই উহা উপস্থিত করে, কিন্তু মোকদ্দমায় ষ্টার হারিয়া যায়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গিরিশ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া 'ম্যাকবেথ', 'জনা', প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৯৬ সনে ষ্টারে গিয়া তিনি 'কালাপাহাড়' ও 'মায়াবসান' নাটক রচনা করিয়া দেন। ১৮৯৭তে এমারেল্ড ষ্টেজে অমরেন্দ্র নাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন। গিরিশ মাঝে সেখানে যান এবং ১৯০৪ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া 'পাণ্ডব গৌরব', 'মনের মতন', 'ভ্রান্তি ও সৎনাম' প্রভৃতি—দেশ, ধর্ম্ম ও জনসেবা মূলক নাটক—রচনা করেন। ১৯০৬তে ক্লাসিক উঠিয়া যায়।

১৯০৪ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত গিরিশ মিনার্ভায় ছিলেন এবং এখানে 'হরগৌরী', 'বলিদান', 'সিরাজদ্দৌলা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তপোবন' 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। তবে মাঝে একবৎসর তিনি, প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কোহিনূরে ছিলেন (১৯০৭ আগষ্ট হইতে ১৯০৮ জুলাই পর্য্যন্ত)। শরৎ রায়

[illegible] স্টেজ খরিদ করিয়া কোহিনূর খোলেন। 'চাঁদবিবি' দিয়া ইহা আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্বামিত্রে' সমাপ্তি হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী গিরিশ মহাপ্রস্থান করেন। গিরিশের মৃত্যুর পরে মিনার্ভা থিয়েটার চালান প্রথমে মহেন্দ্র মিত্র এবং তাঁহার লোকান্তরে মনোমোহন পাণ্ডে ও পরে উপেন্দ্র কুমার মিত্র। উভয়ের মধ্যে মোকদ্দমা হয়। উপেন্দ্রবাবু ১৯১৫ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত ইহা চালান। পাণ্ডে মহাশয় কোহিনূর স্টেজ কিনিয়া মনোমোহন থিয়েটার খোলেন। ১৯২৪ পর্য্যন্ত দানিবাবুর সহায়তায় তিনি উহা চালান, পরে শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী মহাশয়কে ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত ভাড়া দেন। শিশির বাবু 'সীতা', 'পুণ্ডরীক', 'জনা', 'পাষাণী' প্রভৃতি অভিনয় করেন। পরে শ্রীযুক্ত শিশির মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'মিত্র থিয়েটার' কিছুদিন চালান, পরে ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত বাবু অনাদি বসু ও প্রবোধ গুহ উহা পরিচালনা করেন। 'কারাগার' অভিনয়ের পরে প্রবোধ বাবু নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চলিয়া যান। বাড়ীটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের হাতে পড়ে। বর্ত্তমানে এবাড়ীর অস্তিত্ব নাই।* চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ইহার উপর দিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইখানেই প্রথম ষ্টার খোলা হয়।

মিনার্ভা থিয়েটারে উপেন বাবু 'সিংহলবিজয়' দিয়া আরম্ভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত চালান; তার পরে হেমেন মজুমদার কিছুদিনের জন্য লিজ নেন। পরে শ্রীযুক্ত লেজোয়ার হোসেন এবং চণ্ডী গাঙ্গুলী মহাশয় চালান। এখন ইহা একটি লিমিটেড কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে এবং উহার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত। গত আগষ্ট মাস হইতে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' অভিনীত হইতেছে। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ছিলেন।

ষ্টার থিয়েটার ১৮৮৭ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত মালিকেরাই চালান। শেষ ৩।৪ বৎসর [illegible] আসিষ্টান্ট ম্যানেজার ছিলেন—কিছুদিন ম্যানেজারও হন। ১৯১২তে [illegible] প্রেটিস্থাপনের নিয়া 'কাশীনাথ' খোলেন, সেই বৎসরই ষ্টারে লিজ লইয়া ১৯১৬ পর্য্যন্ত পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অনন্ত হালদার ও গিরিমোহন মল্লিক যথাক্রমে লেসি হন। পরে ১৯২২ পর্য্যন্ত অপরেশ মুখোপাধ্যায়, তারাসুন্দরীর সহায়তায় ষ্টার চালান। ১৯২৩ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' চালায়। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত উহা লিজ লইয়া "নবনাট্যমন্দির" খোলেন।

ইহার পরে উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সলিল কুমার থিয়েটার চালাইতেছেন। এখানে কয়েকখানি জাতীয় নাটকের অভিনয়

হইয়াছে। 'টিপু সুলতান' প্রশংসনীয় জাতীয় নাটক। একমাত্র ইহারই 'জাতীয় নাট্যশালার' গৌরব রক্ষা করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত এম, এ, এখানকার নাট্যকার ও প্রযোজক।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে—গ্রেট ন্যাশনেলেরও পূর্ব্বে। কিন্তু ইহা ছিল খোলার ঘরে, আর অপরটী পাকা বাড়ীতে। দুইটীই স্থায়ী নাট্যশালা; তবে বেঙ্গলে, খোলার আমল হইতেই স্ত্রী অভিনেত্রী লওয়া হয়। ১৮৭৩ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত প্রবীণ অভিনেতা ও নাট্যকার বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা বেশ চলে কিন্তু বেহারীবাবুর মৃত্যুতে উহা উঠিয়া যায়। ১৯০১ সন হইতে অরোরা এবং ১৯০৩ হইতে ইউনিক অভিনয় করে। ১৯০৬ হইতে চুনীবাবু চালান। তিনি নাম রাখেন "ন্যাশনাল"। ১৯১১তে অমরবাবু গ্রেট ন্যাশনাল খোলেন, পরে ১৯১৪ পর্য্যন্ত চুনীবাবু আবার গ্রাণ্ড ন্যাশনাল নাম দিয়া 'জয়দেব' প্রভৃতি অভিনয় করেন। পেসপিয়ান টেম্পল ও প্রেসিডেন্সি থিয়েটার কিছুদিন চলে। এখন উহাতে পোষ্টাফিস রহিয়াছে।

নাট্যনিকেতন শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই বৎসর চালাইবার পরে তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। এখন সেখানে শ্রীরঙ্গম, অভিনয় করিতেছে। শিশির ভাদুড়ী মহাশয় উহার সত্বাধিকারী। সুপ্রসিদ্ধ শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাস" শ্রীরঙ্গমকে প্রচুর অর্থ দিয়াছে। "বন্দনার বিয়ে" এখানকার শেষাভিনীত নাটক। "বিন্দুর ছেলে" ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে খোলা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

রঙমহল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রঙমহলে অনেক উত্থান পতন হইয়াছে। তবে যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় অভিনেতারা গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রবর্ত্তিত স্বাভাবিক অভিনয়ের অনেকটা অনুবর্ত্তী হইয়াছে। অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় থিয়েটারের পরিচালক এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও রঙমহলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। "অধিকার" ১৪ই অক্টোবর হইতে অভিনীত হইতেছে। "সন্তান"ও অভিনীত হইবার কথা ছিল।

৯১ নম্বর হ্যারিসন রোডে পুরাতন আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে যে কার্জ্জন থিয়েটার ছিল, তাহাতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং চুনীলালদেব মহাশয় গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খোলেন। পূর্ব্বে হিন্দি থিয়েটার ছিল, পরেও হিন্দী থিয়েটার হয়। ১৯২৩ ও ১৯২৪এ কিছুদিন শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করেন, পরে মিনার্ভা আসিয়া অভিনয় করে। ১৯২৬ সনে মিত্র থিয়েটার কিছুদিন অভিনয়

করে। বহুদিন পরে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে 'নাট্যভারতী' অভিনয় করে এবং ১৯৪৪ তারিখের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাহাদের শেষ অভিনয় হয়। বর্ত্তমানে এখানে দীপক সিনেমা চলিতেছে।

১৯৪৩, ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে 'গিরিশ পরিষদ' প্রসিদ্ধ অভিনেতা ক্ষেত্র-মোহন মিত্র কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইয়া, উক্ত তারিখে, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ৬ই মার্চ্চ ও ৭ই জুলাই ১৯৪৪, 'বলিদান' নাটকের যে কলাসম্মত অভিনয় করে, স্বাভাবিকতায় এ যুগে ইহার তুলনা হয় না। বহু প্রসিদ্ধ এমেচিয়ার অভিনেতা এবং প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী যোগদান করিয়া গিরিশ নাটকের সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহনের আকস্মিক মৃত্যুতে 'পরিষদ' এক রকম বন্ধই হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে সম্প্রতি 'গৃহলক্ষ্মী' অভিনয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটী বিবরণ দিলাম। বিস্তৃত ইতিহাস ২০ কুড়ি পচিশখানি পুস্তকেও সমাধা হইবে না। গ্রন্থকারের জীবনে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই সাধারণের জ্ঞাতার্থ ১৭৯৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক একটী বিবরণী প্রদান করিলাম। কোন্ সময়ে কোন্ থিয়েটার ছিল, কোন্ নাটক কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিশিষ্ট অভিনেতৃমণ্ডলী তাহাতে যোগদান করিয়াছেন, সমস্ত বিষয়ই ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই সূত্র ধরিয়া ভবিষ্যতে কেহ ইচ্ছা করিলে, রঙ্গালয় বা অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে নানারূপ পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন।

একসময়ে বাঙ্গলার রঙ্গালয় জাতিগঠনে সহায়তা করিয়াছে এবং আশা হয় আবার তাহা করিবে। রঙ্গালয় কেবল আমোদ নিকেতন নয়, জাতীয়তা বল, ধর্ম্মশিক্ষা বল, সমাজ-সংস্কার বল, রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়া সবই সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। গিরিশ মন্দির গড়িয়াছেন, আবার তাহা নিষ্প্রভ হইলে দেশব্যাপী জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট তাঁহার বাসনা অপূর্ণ রাখিয়াছে। কবে আবার ভারতের সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে জাতীয় মন্দির স্থাপিত হইয়া মহাপুরুষের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবে, আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায়ই রহিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়—১৫২৫—১৮৫৬

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ধারাবাহিক ইতিহাস ও বাঙ্গলা নাটকের পরিপুষ্টি

খৃঃ ১৫২৫ "রুক্মিণী সংবাদ" (চন্দ্রশেখরের গৃহে)

শ্রীচৈতন্যদেব—আদ্যাশক্তি, নিত্যানন্দ—ঐ বড়াই, হরিদাস—কোটাল, শ্রীবাস—নারদ, অদ্বৈত—সূত্রধর, শ্রীরাম—স্নাতক, রামাই পণ্ডিত—নারদের শিষ্য,

সাজঘর, চাঁদোয়া, পোষাক নৃত্য, গীত ও কথোপকথন সবই ছিল। শঙ্খ, কাঁচুলী, বালা, দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতির অভাব হয় নাই।

১৭৩৯—দিল্লীতে নাদির শাহের আক্রমণের সময়, নগরী যখন অবরুদ্ধ, অনাহার ও পীড়নে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু "টুকী" নামক বিদেশীয় অভিনেতা কোন নাটকের অভিনয় দেখাইয়া নাদীর শাহকে এতই মুগ্ধ করেন যে, তিনি উঁহার প্রার্থনাক্রমে নগরদ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হয়। *

১৭৫৫-৫৬—প্লে হাউস— লালবাজার ষ্ট্রীটে (ইংরাজীতে)

১৭৬০—চণ্ডী (ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর) বিমিশ্র নাটক। সূত্রধর কথা বলেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়, নটী বলেন প্রাকৃতে, আর চণ্ডী, মহিষাসুর প্রভৃতি বলেন বাঙ্গলায়। নাটকাভিনয়ের প্রমাণ নাই।

১৭৬০—বিক্রমপুরে রাজনগরস্থ রাজা রাজবল্লভের বাড়ীতে "রাজবিজয়" নাটকের অভিনয়। অধিকাংশ কথাই সহজ সংস্কৃতে,

১৭৭৬—"ক্যালকাটা থিয়েটার" অথবা "দি নিউ প্লে হাউস" (থিয়েটার ষ্ট্রীটে) ১৮০৮ পর্য্যন্ত ইংরাজরা অভিনয় করেন।

১৭৭৮—"চিত্রযজ্ঞ" (নিত্যবোধ বাচস্পতি) কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অভিনীত হয়। বিমিশ্র নাটক, সংস্কৃত কথাই বেশী, বাঙ্গলা কথাও ছিল।

১৭৮৯—"মিসেস্ ব্রিষ্টোর থিয়েটারে" ও ক্যালকাটা থিয়েটারে ইংরাজ অভিনেত্রী লওয়া হয়।

---

* "ডো" সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত।

১৭৯৫—বেঙ্গলী থিয়েটারে "ছদ্মবেশ" ২৫ নম্বর ডোমটলীতে রুশীয় ভাগ্যান্বেষী লেবেডফের উদ্যোগে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ কর্ত্তৃক প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়।

১৮০৯—সেক্সপিয়রের Tempest নাটকের অনুবাদ হয় Mr. Monkoton কর্ত্তৃক। অভিনয়ের প্রমাণ নাই।

১৮১৩-১৮৩৯—চৌরঙ্গী থিয়েটার (থিয়েটার রোডে) ইংরাজ অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করে।

১৮২১—"কলিরাজার যাত্রা" * নাটক

জনৈক ফিরিঙ্গির চটাগ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা মূলক প্রহসন।

১৮২২—৯ মার্চ্চ "কামরূপ যাত্রা নাটক" (ভবানীপুর শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়ীতে অভিনীত হয়)। †

১৮২২—কবি জগদীশ বিরচিত "হাস্যার্ণব" প্রহসনে লোভী রাজা, দুরাকাঙ্খী মন্ত্রী, নির্ব্বোধ চিকিৎসক ও ভীরু সেনানীর কথা আছে।

"ধূর্ত্তনর্ত্তক" প্রহসন }
ধূর্ত্ত সমাগম" } সংস্কৃত প্রহসনের বঙ্গানুবাদ

এবম্বিধ আরও প্রহসন অশ্লীলতাদুষ্টাবধায় ইহাদের প্রহসন বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হয়। vide Asiatic Journal, Sept 1822.

১৮২২—"আত্মতত্ত্ব কৌমুদী"—ষড়ঙ্ক নাটক।

[কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি কর্ত্তৃক প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ] অভিনয়ের প্রমাণ নাই।

১৮২৮—"কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক"

গোপীনাথ বিরচিত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন হরিনাভির রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার।

---

* রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত "সম্বাদ কৌমুদী" ইহাকে যথার্থই নাটক আখ্যা দেন। কিন্তু শ্রীরামপুরের ইংরাজ পাদ্রী পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' 'যাত্রা' কথাটি শুনিয়া অজ্ঞতাবশতঃ ইহাকে 'যাত্রা' নামে অভিহিত করিয়াছে। 'গোপাল উড়ের যাত্রার' অনুবাদ যাহারা করে Gopal's flying visit, তাহাদের এরূপ করা বিচিত্র নয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশীয় কোন কোন লেখকও ইহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-যাত্রা বা নলদময়ন্তী যাত্রার সঙ্গেও ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

† ইহাও যাত্রা নয়, নাটক, (Comedy) vide Cal. Journal No 76309, 1822

১৮৩০—প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক [১৮৩১, ২রা মে সমাচার চন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য]

এই সমস্ত প্রহসনাদি ও তদানীন্তন যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এবং ইংরাজী নাটকাভিনয়ের আদর্শানুপ্রাণিত হইয়া অনেকে এই সময়ে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের প্রতি অনুরাগী হন।

১৮৩১—শুঁড়োর উদ্যানে (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের)।

উত্তররামচরিত (উইলসন কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত)

১৮৩১—১৮৩৫ শ্যামবাজারে "বিদ্যাসুন্দর"

সুন্দর—বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যা—রাধামণি (মণি), রাণী ও মালিনী—জয়দুর্গা, বিদ্যারসখী—রাজকুমারী।

১৮৩৭—গভর্ণর হাউসে—বাঙ্গালী ছাত্রগণ কর্ত্তৃক

২৯, মার্চ্চ The King & Miller, Court scene of Merchant of Venice.

১৮৩৯-১৮৪৯—সাঁসুচি থিয়েটারে (ইংরাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী নাটকের অভিনয়)—মিসেস্ লীচই প্রধান অভিনেত্রী।

১৮৫২-৫৩—মেট্রপলিটন একাডেমী ও ডেভিড্ হেয়ার একাডেমিতে বাঙ্গালী ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সেক্সপিয়ারের নাটকের অভিনয়।

১৮৫৩-১৮৫৫—ওরিয়েণ্টল থিয়েটারে (২৬৮ চীৎপুর রোডস্থ) বিদ্যালয়ের (প্রাক্তন ও বর্ত্তমান) ছাত্রগণ অভিনয় করে—

১৮৫৩ ওথেলো, ১৮৫৪, মার্চ্চেণ্ট অব্ ভেনিস ১৮৫৫ হেনরী দি ফোর্থ

প্রিয়নাথ দত্ত—সায়লক, ইয়েগো, ফলষ্টাফ

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়—হেনরী ও মেজর ক্রস

রাধাপ্রসাদ বসাক—এমেলিয়া ও পোর্সিয়া

ইঁহারাই পরে জয়রাম বসাকের বাড়ীর ও বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রধান চালক ছিলেন।

১৮৫৬—"কুলীনকুল সর্ব্বস্ব নাটক" (রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত) চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের বাড়ী, নূতন বাজারের পশ্চিম-উত্তর কোণে বাড়ীটী অবস্থিত। মধ্যবিত্ত যুবকগণ অভিনয় করে।

কুলপালক—মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিতগণ—জগদ্দুর্লভ বসাক ও রাজেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, রাধাপ্রসাদ বসাক উদর পরায়ণ ও ঘটকের ভূমিকা এবং বেহারী লাল চট্টোপাধ্যায় (পরবর্ত্তী বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার) একটী স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইহাই প্রথমাভিনীত বাঙ্গলা নাটক। ইহার অনুপ্রেরণায় কালী প্রসন্ন সিংহ

মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েকমাস পরে ছাতু বাবুর বাড়ীতেও 'শকুন্তলা' অভিনীত হয়।*

---

* অভিনীত না হইলেও ইহার পরবর্ত্তী কয়েকখানি নাটকের উল্লেখ আবশ্যক—

১৮৪৮—'শকুন্তলা' (রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত)

১৮৪৯—'রত্নাবলী' (নীলমণি পাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের পদ্যানুবাদ)

১৮৪৮—'প্রেমনাটক' (শ্যামপুকুরের পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত)। রমণী নাটক (১৮৫৩) ঐ

এই দুইখানি নাটক নামধেয় হইয়াও নাটক নহে, পাঁচালী মাত্র।

১৮৫১—মহানাটক (রামগতি ন্যায়রত্ন)

পূর্ব্বোক্ত কয়খানি মূল নাটক নহে। প্রথম মূল বাংলা নাটক "কীর্ত্তিবিলাস" সুতরাং একমাত্র "কীর্ত্তিবিলাস"ই সেই খ্যাতি লাভের যোগ্য। ইহা ১৮৫২ সনে বিরচিত, ১৮৫২, ২৮ মে তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" ইহার উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠায় ১৮৫২ রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা পঞ্চাঙ্ক নাটক, ৭২ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ইহা যোগেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত।

ইহাই প্রথম ট্রাজেডি (করুণ রসাত্মক নাটক) এবং ইহাতে কোন অশ্লীলতা-দোষ নাই। রাজা, চন্দ্রকান্ত পত্নী বিয়োগের পরে দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হন। পুত্র কীর্ত্তিবিলাস ছিল নিস্পৃহ ও ধর্ম্মপরায়ণ। এই রাজা যুবতী পত্নীর মিথ্যা অভিযোগে পুত্রের প্রাণবিনাশের আদেশ দেন।

নাটকে অনেক সদুপদেশ আছে, যেমন 'পরিণামে সকলি যৌবন যায়'। নাগরী ভাষাও আছে—যেমন 'অকিঞ্চনের সংসার মুক্তায় যথার্থ আত্মবিস্মৃত হইয়া মিথ্যা কালহরণ করিতেছি'। লং সাহেব বলেন, 'It shows considerable talent'

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পৌরাণিক নাটক 'ভদ্রার্জ্জুন' বিরচিত। কীর্ত্তিবিলাসের পরে প্রকাশিত হইলেও নাট্যকার তারাচরণ শীকদার সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট বর্জ্জন করিয়াছেন। সূত্রধর, নান্দী বা বিদূষক নাই। কথাবার্ত্তা সরলতাপূর্ণ, কিন্তু কিছু গ্রাম্যদোষ আছে। নাটকে কবিতা—পয়ার ও ত্রিপদী খুব বেশী।

১৮৫৩—"ভানুমতী চিত্তবিলাস" হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত।

১৮৫৩—চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রেমদাস কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনূদিত।

১৮৫৩—গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক "বোধেন্দু বিকাশ নাটক"।

"কলি"ও গুপ্তকবির অসমাপ্ত নাটক।

কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব’ নাটকই প্রথমাভিনীত নাটক বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইলেও, সম্প্রতি ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অলীক প্রমাণে সাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন বলিয়াই এইখানে পাঠকের নিকট একটু বিস্তৃতালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি বলেন ‘শকুন্তলা’ অভিনীত হইবার পরে ‘কুলীন কুল সর্ব্বস্ব’ অভিনীত হয়। শকুন্তলার অভিনয়ের তারিখ যে ১৮৫৭, ৩০ জানুয়ারী, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তিনি বলেন কু-ক-স অভিনীত হয় ১৮৫৭ মার্চ্চ, আমরা বলি উহা হয় ১৮৫৬ সনে। এ বিষয়ে সেই সময়কার বিশেষজ্ঞগণই সর্ব্বাপেক্ষা ছিলেন অধিক অবহিত। কারণ মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীতে অভিনয় হয় বলিয়া কোন সংবাদপত্রে উঠে নাই। গৌরদাস বসাক মহাশয়ই এই সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ‘অথরিটী’। গৌরদাস বাবুর আত্মীয়ের বাড়ীতে এবং এক পাড়ায়ই উহা অভিনীত হয় এবং তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাট্যশালার যে একটা ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা বরাবরই সাধারণ কর্ত্তৃক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। গৌরদাস বাবু নিজেও সে সময়ে অভিনেতা ছিলেন। মধুসূদনের জীবনচরিতের ভিতরে গৌরদাস বাবুর এই স্মৃতিকথাটুকুও অমূল্য।

তিনি একখানি দীর্ঘপত্রে (মে, ১৮৯৯, ৩ নং, বসাক লেন) লিখিয়াছেন—

"—Next in 1853-54 some of the ex students of the Oriental Seminary who formed a dramatic corps under the drilling of Messrs. Clinger and Roberts who belonged to the Sansouci Theatre and opened a stage, called the "Oriental Theatre" in the premises of the Seminary, where they acted the plays of Othello etc. It was Babu (since Maharaja) Jatindra Mohon Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce native dramatic representations and organise a native Orchestra on the basis of our native instruments. Acting upon this hint they produced the sensational play of Kulin Kula-Sarvasva and the theatre abruptly became defunct in 1856.

"—The novel amusement received a temporary encouragement from the late Kali Prasanna Sinha and the grandsons of the late Babu Ashutosh Dev, who set up a stage in

their respective mansions on which were given some performances in our national style."

এই কথাই যে প্রকৃত, তৎকালীন কয়টী থিয়েটারে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যিনি অভিনয় করিয়াছিলেন তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন। তিনিও বলেন—"জয়রাম বসাকের বাড়ী কুলীনকুলসর্বস্ব থিয়েটারের প্রথম পর্ব্ব। এই অভিনয়ের পূর্ব্বে আর একবার মাত্র শ্যামবাজারে (১৮৫৪) অভিনয় হইয়াছিল। ছাতুবাবুর বাড়ীতে তাহার পরে অভিনয় হয়। উহা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্ব্ব। আমি উভয় বাড়ীতেই ভূমিকা লইয়াছিলাম।"

অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিং, স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি সকলেই এই সত্য স্বীকার করিয়া পুস্তকে বা পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিতকার মহাশয়ও পুস্তকের মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে শকুন্তলার অভিনয় কু-কু-স এর পরে। তবে গৌরদাসবাবুর স্মৃতিকথার পূর্ব্বে কোথায় তিনি একটী ভুল করিয়াছেন,—উভয় অভিনয়ই ১৮৫৭ সালে হয়, এরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতেই ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন "এখানে কুলীনকুলসর্বস্বের তারিখ মার্চ মাসে দেওয়া আছে, আর শকুন্তলার তারিখ সন ১৮৫৭, ৩০ জানুয়ারী, তখন নিশ্চয়ই শকুন্তলার পরে উহা অভিনীত হইয়াছে।" যোগীন্দ্রবাবুর এই ভুলেই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, আর ইহাই ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রমাণ।

যোগেন্দ্রবাবু প্রণীত মধুসূদন জীবনীর তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে আর একটী অমার্জনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুরও সেই ভুলটাই হইয়াছে মজার। পাঠককে একটু খুলাইয়া বলি। গৌরদাসবাবুর স্মৃতিকথার যে ইংরাজী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তিনি তাহা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়া পাঠান এবং মধুসূদনের জীবনীর (১ম সংস্করণে) পরিশিষ্টে উহা দেওয়া আছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ মে তারিখে গৌরদাসবাবু মানবলীলা সম্বরণ করেন (তাঁহার একমাত্র পুত্র কাশীবিহারী বসাকের পারিবারিক ডায়েরীতে আছে)। অতঃপরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রবাবুর উক্ত জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতেও ঠিক ঐ কথাই আছে।

'মধুসূদন জীবনীর' তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৯০৫ সনে, গৌরদাসবাবুর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে। এই সংস্করণেই স্মৃতিকথাটী পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ১৮৫৬ স্থানে যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকের অংশানুরূপ '১৮৫৭ সনে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব এবং তৎপরে শকুন্তলা মার্চ মাসে অভিনীত হয়'—এরূপ লেখা আছে। নিশ্চয়ই যোগেনবাবু বসাক মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার (যোগেনবাবুর) পুস্তকে

লিখিতাংশ নির্ভুল দেখাইবার জন্য নিজের এই পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছেন। আর ইহাই গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। ১৮৯২এর চিঠি ১৯০৫ তো আর লেখকের মৃত্যুর পরে ভিন্নাবয়ব ধারণ করিতে পারে না! যদি গৌরীদাসবাবু পরিবর্ত্তন করিতেন, তিনি একখানি চিঠি দিয়া করিতেন, আর যোগীন্দ্রবাবুও তখন সেরূপ একটা কৈফিয়ত দিতেন। যাহা হউক পাঠককে অনুরোধ করি, শাঁস ছাড়িয়া খোসা লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব বাঙ্গলার প্রথমাভিনীত নাটক। এবং সেই গৌরব একমাত্র তর্করত্ন মহাশয়েরই প্রাপ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় (১৮৫৭—১৮৭১)

"ধনী গৃহে থিয়েটার"

১। ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ীতে

১৮৫৭—৩০ জানুয়ারী নন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক অনুদিত

শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ

দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, শকুন্তলা—শরৎ ঘোষ (পরবর্তী বেঙ্গল থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী) অনুসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (পরে হাইকোর্ট এক্সিকিউটার), ঋষিকুমার—মহেন্দ্র মুখার্জি, প্রিয়ম্বদা—বিহারী চট্টোপাধ্যায়, দুর্ব্বাসা—অন্নদা মুখোপাধ্যায় (পরে পুলিশ ইন্সপেক্টার)

১৮৫৭—সেপ্টেম্বর "মহাশ্বেতা" নাটক (মণিমোহন সরকার বিরচিত)

Published Sept. 16, 1857

২। বিদ্যোৎসাহিনী কর্ত্তৃক (কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত)

[বাবু প্রহসন অভিনয় হইবার কথা হয়, কিন্তু অভিনয়ের প্রমাণ নাই]

১৮৫৭—১১ এপ্রিল বেণী সংহার (রামনারায়ণ তর্করত্ন)

ভানুমতী—কালীপ্রসন্ন (লক্ষটাকাধিক বহুমূল্য পোষাকে)

সেপ্টেম্বর, বিক্রমোর্ব্বশী নাটক (কালীপ্রসন্ন)

রাজা পুরূরবা—কালীপ্রসন্ন।

১৮৫৮—৫ই জুন—সাবিত্রী সত্যবান (কালীপ্রসন্ন)

১৮৫৯ মালতী মাধব

৩। বেলগাছিয়া থিয়েটার—(স্থায়ী নাট্যশালা)

১৮৫৮—৩১ জুলাই, 'রত্নাবলী' (শ্রীহর্ষ হইতে রামনারায়ণ কর্ত্তৃক অনুদিত)

রাজা উদয়ন—প্রিয়নাথ দত্ত পরে অ্যাসিষ্টান্ট কনট্রোলার জেনারেল, বসন্তক (বিদূষক)—কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী—কন্‌ট্রোলার জেনারেল আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, কঞ্চুকী—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যৌগন্ধারণ (মন্ত্রী) বাবু গৌরদাস বসাক—পরে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে দীননাথ ঘোষ ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার রায় বাহাদুর, দর্ভব্যা—নবীন মুখার্জ্জি, বসুভূতি—গিরিশ চ্যাটার্জ্জি, বাসবদত্তা—মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী, রত্নাবলী—হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি, সুসঙ্গতা অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া, বাজীকর—শ্রীনাথ সেন, দরওয়ান—যদুনাথ ঘোষ, পুত্রেশ্বর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, চোপদার—দ্বারকানাথ, কৃষ্ণগোপাল বসু, নটী—রমানাথ সাহা, নর্ত্তকী—কালিদাস সান্যাল, কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জ্জি কাঞ্চনমালা—শ্রীরামপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ, সঙ্গীত শিক্ষক—যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, ঐক্যতানবাদক—ক্ষেত্রমোহন পাল, যদুনাথ গোস্বামী।

১৮৫৮—সেপ্টেম্বর "মহাশ্বেতা" (মণিমোহন সরকার) চারুচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে।

রাজা—অন্নদা মুখার্জ্জি, কপিঞ্জল গ্রন্থকার। রাণী—ভুবন মোহন ঘোষ ছত্রধারিণী—মহেন্দ্র লাল মুখার্জ্জি, কাদম্বরী—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, তরলিকা—শরৎ চন্দ্র ঘোষ। *

১৮৫৯—৩রা সেপ্টেম্বর শর্ম্মিষ্ঠা। † (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) সেপ্টেম্বর মাসেই ৬ বার অভিনয় হয়।

১৮৬০—একেই বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ ও পদ্মাবতী বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য রচিত হয় কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব্বেই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়।

---

* কুলীনকুলসর্ব্বস্বের প্রথমাভিনয় ১৮৫৬, ও দ্বিতীয় অভিনয় ১৮৫৭ মার্চ্চ—জয়রাম বসাকের বাড়ী, তৃতীয় ২২ মার্চ্চ ১৮৫৮ গদাধর শেঠের বাড়ীতে। চতুর্থ ঐ ৩রা জুলাই ১৮৫৮ চুঁচুড়া ৺নরোত্তম পালের বাড়ীতে।

† যযাতি—প্রিয়নাথ দত্তের অসুখ হওয়ায় মতু চ্যাটার্জ্জি, মাধব্য—কেশব গাঙ্গুলী, মন্ত্রী—নবীন মুখার্জ্জি, শুক্রাচার্য্য—দীননাথ ঘোষ, কপিল—শরৎ ঘোষ (পরে বেঙ্গলে) বকাসুর—ঈশ্বর সিং হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তারাচাঁদ গুহ, সভাসদ—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইত্যাদি, দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি (নাগরিকা), শর্ম্মিষ্ঠা—কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, পূর্ণিকা—কালিদাস সান্যাল, দেবিকা—অঘোর দিঘরিয়া, নটী—তুষী বসু, নট—প্রসন্ন [illegible]।

মাইকেল ১৮৬০ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য কৃষ্ণকুমারী নাটকও রচনা করেন কিন্তু অভিনয় হয় না।

১৮৬১, ২৯ মার্চ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পরলোক গমন করেন। বেলগাছিয়া থিয়েটারেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দ্বারা।

১৮৫৮-৬১ খৃষ্টাব্দে দুইখানি নাটকের অভিনয়।

(১) ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পাড়ায় পাড়ায় অভিনীত হয়। ইহাতে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। ১৮৬০—১৮৬১

(২) কলিকাতায় সিঁদুরিয়া পটীর বাটীতে (চিৎপুর রোড) গোপাল লাল মল্লিকের বাড়ীতে কেশব সেন মহাশয়ের উদ্যোগে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটক। ১৮৫৯ ২৩এ এপ্রিল মেট্রোপলিটান থিয়েটারে। কীর্ত্তিরাম ঘোষ—মহেন্দ্র সেন, মন্মথ—প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, রামকান্ত—কৃষ্ণবিহারী সেন, শুকমহাশয়—কানাই মজুমদার, বামদেব—অক্ষয় মজুমদার, সুলোচনা (বিধবা)—বেহারী চট্টোপাধ্যায়, সুখময়ী (পুত্রবধূ) নরেন্দ্রনাথ সেন, রসবতী—রাখাল সেন। কেশববাবু [illegible] পূর্বে অভিনয় করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার ধনীর প্রাসাদে।

১। **পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার** (১৮৬৫—১৮৬৬) (মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ী)।

১৮৫৯ খৃঃ সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের চেষ্টায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অভিনীত হইয়াছিল।

কঞ্চুকী—সৌরীন্দ্র মোহন, বিদূষক—মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৬, ৬ জানুয়ারী বিদ্যাসুন্দর (যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর) (নেপালের রাজার উপস্থিতিতে)

রাজা বীরসিংহ—রাধা প্রসাদ বসাক (ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের) সুন্দর—মহেন্দ্র মুখার্জ্জি, বিদ্যা—মদন বসাক, হীরা—কৃষ্ণধন ব্যানার্জ্জি, গঙ্গাভাট—গিরিশ চ্যাটার্জ্জি, প্রহরী—ব্রজদুলাল দত্ত, মালী—হরিমোহন কর্ম্মকার, বিমলা—নারায়ণ বসাক। (১৮৬৫ ৩০ ডিসেম্বর—ড্রেস রিহার্সেল)।

ঐ—যেমন কর্ম্ম তেমন ফল (রামনারায়ণ)

১৮৬৬, ১৫ ডিসেম্বর—বুঝলে কিনা (প্রিয়মাধব বসু)

১৮৬৯, ৬ ফেব্রুয়ারী—মালতী মাধব (রামনারায়ণ)

মাধব — মহেন্দ্র মুখো, মালতী — ক্ষেত্র সেন, অঘোরঘণ্ট — হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭০, উভয় সঙ্কট (যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও রামনারায়ণ)

চক্ষুদান ঐ

১৮৭২, ১৩ জানুয়ারী রুক্মিণী হরণ (রামনারায়ণ)

১৮৭৩, ২৫ ফেব্রুয়ারী গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের সম্মুখে রুক্মিণী হরণ ও উভয় সঙ্কট অভিনীত হয়।

২। জোড়াসাঁকো থিয়েটার—১৮৬৫ (পূর্বে ছোট খাট কোনো ১৮৫৯ খৃঃ হইতে অভিনয় করিত) ঠাকুরবাড়ীতে

১৮৬৭, ৫ জানুয়ারী নবনাটক (রামনারায়ণ)

গবেশবাবু—অক্ষয় মজুমদার, সুধীর—সারদা প্রসাদ মুখার্জি, বিনয় [illegible] —আনন্দ ভট্টাচার্য, চিত্ততোষ—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible]—ঈশ্বর ঠাকুর, নীলকমল মুখার্জি, গঙ্গাগতি—কৃষ্ণ ব্যানার্জি, [illegible]—অক্ষয় চক্রবর্তী, [illegible]—বিনোদ গাঙ্গুলী, সাবিত্রী (বড় গিন্নী)—সারদা প্রসাদ গাঙ্গুলী, চন্দ্রলেখা (ছোট গিন্নী)—অমৃত গঙ্গোপাধ্যায়, নটী—নীলকমল মুখার্জি, নটী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইস্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রণীত 'মানময়ী' এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'ও অভিনীত হয়।

৩। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার

(দেবীকৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে) রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট

১৮৬৫, ১১ জুলাই একেই কি বলে সভ্যতা ? (মধুসূদন)

কালীবাবু—কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণদেব, নববাবু—মণিমোহন সরকার, বুড়ী ও কমলা—কুমার উদয়কৃষ্ণ, কর্তা, জমাদার ও মহী—কিশোরী বৈষ্ণব, মালী—প্রিয়মাধব বসু, হরকামিনী—কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রসন্নময়ী—কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ, নৃত্যকালী ও বাবু—গোপাল চন্দ্র দক্ষিত।

১৮৬৭, ৮ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণকুমারী নাটক (মধুসূদন)

ভীমসিংহ—বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (পরে বেঙ্গলের ম্যানেজার), বলেন্দ্র সিং—প্রিয়মাধব বসু, সত্যদাস—কুমার আনন্দ কৃষ্ণ, জগৎ সিং—কুমার উপেন্দ্র

* কবি বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি"।

কৃষ্ণ, নারায়ণ মিশ্র—বেণীমাধব ঘোষ, ধনদাস—মণিমোহন সরকার, সূত্রধার—ক্ষেত্রমোহন বসু, কৃষ্ণকুমারী—কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, অহল্যা—কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ, তপস্বিনী—উমরকৃষ্ণ দত্ত, বিলাসবতী—হরলাল সেন, মদনিকা—জীবনকৃষ্ণদেব।

মদনিকার ভূমিকা লওয়ার কথা ছিল মণিমোহন সরকারের। কিন্তু প্রিয়নাথ বৈষ্ণবের অনুপস্থিতিতে তিনি ঐ ভূমিকা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার ত্যক্ত মদনিকা ভূমিকায় জীবনবাবু নামেন। জীবনবাবু একবার পদ্মাবতীতে কলিও হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সম্বন্ধে গান চলিত "জীবন্ বাঙ্গের মদনিকা কলি অবতার"।

১৮৬৭, ২ নভেম্বর, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাপক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কিছু কিছু বুঝি" নামক একখানি প্রহসন, জোড়াসাঁকোর কয়লা ঘাটায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী অভিনীত হয়। অভিনয় খুবই ভাল হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "মুক্তিকারে বাবা মুক্তিকে"। এইখানে স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ঢণ্ডবক্র ও চন্দন বিলাসের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। প্রশংসা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে খবর দিয়া নিয়া যান। সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের দাঁতের অসুখ ছিল, তাঁহাকে ব্যঙ্গ করা হয়, এবং বালক অভিনেত্রী সম্বন্ধে কটাক্ষ করা হয়। প্রহসনখানি এবং ইহার অভিনয় শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

প্রহসনের মুখবন্ধে লেখা ছিল—

"সুরাসেবন, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণকে নাট্যাভিনয়ে লইয়া নষ্ট করায় এই প্রহসন রচিত"—

প্রহসনের দুইটী গান উল্লেখযোগ্য

(১) ওরে নেশাতে চুলুচুলু ক'রে দুনয়ন
রাবণ মারিল রামে, কাঁদে দুর্য্যোধন
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রৈল পেশা
এলোকেশে এলো কেশা করিবারে রণ
হনুমন্তী জন্মে জেঠো
পুত্রিকে পেয়েছে পেঁচো
[illegible] ঠাকুরের শিষ্য
শিকেয় তুলে [illegible] মেরে।

১৮৬৭—শকুন্তলা কাঁশারী পাড়ায়, ইহার পূর্ব্বে ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের বাড়ীতে, সেখানে 'সীতার বনবাস'ও হয়।

১৮৬৭—ঊষা—অনিরুদ্ধ (মণিমোহন সরকার)

নলদময়ন্তী (কালিদাস সান্যাল) মদনমোহন তলায় বাগবাজার নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত—

নল—গোপাল চক্রবর্ত্তী, দময়ন্তী—শিবু চট্টোপাধ্যায়, পরে একটী মুগীর ছেলে, বিদূষক—কালিদাস সান্যাল।

এই সময়ে অভিনয় যেরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্য্যবসিত হয় এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ থিয়েটার দেখিতে প্রয়াস পাইয়া লাঞ্ছিত হন, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর গিরিশ সম্প্রদায় অভিনীত—দীনবন্ধু প্রণীত **১৮৬৯ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত—** "সধবার একাদশী"

নিমচাঁদ—গিরিশ, অটল—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেনারাম—অর্দ্ধেন্দুশেখর, রামমাণিক্য—নীলকমল গাঙ্গুলী, কুমুদিনী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, জীবন—ঈশান নীয়োগী, সৌদামিনী—মহেন্দ্র নাথ দাস, কাঞ্চন—রাধামাধব কর, নকুড়—মহেন্দ্র বন্দ্যো, নটী—নগেন্দ্র পাল, পঞ্চমাভিনয়ের সময়ে দীনুবন্ধুর "বিয়ে পাগলা বুড়ো"ও অভিনীত হয়। রাজীব মুখুয্যে—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী।

সধবার একাদশী অভিনয়ের গুরুত্ব খুবই বেশী এবং ইহাই ক্রমে [illegible] এবং ক্রমে পাবলিক থিয়েটারে পরিণত হয়। কিন্তু সেই অধ্যায়ে [illegible] আমরা কলিকাতা ও মফঃস্বলের কয়েকটী প্রধান [illegible] বহুবাজার অভিনয়ে খুব শীলতা ও গুরুত্ব ছিল [illegible] আলোচনা করিব।

(১) বহুবাজার নাট্যসমাজ *

১৮৬৮, ফেব্রুয়ারী, রামাভিষেক নাটক (মনোমোহন বসু)

দশরথ—অম্বিকা ব্যানার্জ্জি, রাম—উমাচরণ ঘোষ, লক্ষ্মণ—বলদেব ধর, বশিষ্ঠ—হৃদয় ব্যানার্জ্জি, সুমন্ত্র—প্রতাপচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, বিদূষক—মতিলাল বসু, বন্দীদ্বয়—জহরী দাস ও কানাই দে, রাজদূত—কালী তালুদার, নট—নন্দলাল ধর, কৌশল্যা—চুণিলাল বসু, সুমিত্রা—চন্দ্র মুখার্জ্জি, সীতা—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঊর্ম্মিলা—কেদারী ধর, মন্থরা—ক্ষেত্র ঘোষ, কৈকেয়ী—নন্দ ঘোষ।

১৮৭২—সতী নাটক (মনোমোহন বসু)

---

* শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র প্রদত্ত বিবরণ হইতে [illegible] বঙ্গবাণী মাঘ ১৩৩০, Indian Athnaum Sept, 1923.

দক্ষ ও শিব—চুণিলাল বসু, শান্তিরাম—মতিলাল বসু, নারদ—প্রশান্তিচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, সভাপাল—নিত্যানন্দ ধর, নগরপাল—বলদেব ধর, নন্দী—কুঞ্জবিহারী ধর, বৈষ্ণব—বেণীমাধব দে, শৈব—ক্ষেত্রমোহন দে, নট—নন্দলাল ধর

প্রসূতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সতী—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনী—চন্দ্র মুখার্জ্জি, অলকা—বেহারী ধর, মনা—কালী চ্যাটার্জ্জি; মায়া নটী ও মনকা নন্দ ঘোষ, বিজয়া—কালী চ্যাটার্জ্জি।

১৮৭৪ ডিসেম্বর হরিশচন্দ্র—মনোমোহন বসু।

হরিশচন্দ্র—চুণিলাল বসু, বিশ্বামিত্র—প্রতাপ ব্যানার্জ্জি, শৈব্যা—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, রোহিতাশ্ব—ননীলাল দাস, পাতঞ্জল—[illegible] বসু।

(২) ১৮৬৮ ঠনঠনিয়া নাট্যালয়—[illegible] অভিনীত হয়।

১৮৬৬ এপ্রিল মহাশ্বেতা পরে শকুন্তলা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

„ ৯ মে, "এঁরাই আবার বড় লোক" ([illegible]) প্রহসন।

"সুরাপানের দোষোল্লেখ আছে। অঙ্গভঙ্গী, [illegible] প্রভৃতির অনুরূপ। "মাষ্টার ক্ষেত্রকিশোর" চমৎকার অভিনয় করেন। রাজাবাবুই প্রধান অভিনেতা। ডাক্তার বাবুর উচ্চারণ অতিকটু। ঐকতানবাদ্য ও তানলয় শুদ্ধ ও মধুর।" সোমপ্রকাশ ৩০শে বৈশাখ ১২৭৫

মফঃস্বলে

১৮৫৬ স্বর্ণশৃঙ্খল—বরিশালে

১৮৫৮ জানুয়ারী (১৮ পৌষ) [illegible] (যশোহরে) শকুন্তলা

„ ২৯ মে জনাই পূর্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী

শকুন্তলা (নন্দবাবু প্রণীত)

„ ৩রা জুলাই চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

১৮৬৫, ২১শে ডিসেম্বর সেরপুর (ময়মনসিংহ) একেই কি বলে সভ্যতা গোবিন্দ কুমার চৌধুরীর প্রাসাদে।

১৮৬৬, ২৩শে ডিসেম্বর—আগড়পাড়ায় 'বিদ্যাসুন্দর'।

---

* ক্রমে এই নাট্যালয়টী ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুকরণে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নাম দিয়া মালতী মাধব ও মনোরমা নাটক অভিনয় করে। কিন্তু ইহা মাসাধিক কাল পাবলিক ভাবে থাকিয়া উঠিয়া যাওয়ায় ইহার নাম বড় কেহ জানেনা; এখানেই প্রথমে স্ত্রীলোক, অভিনেত্রী স্বরূপে লওয়া হয়।

১৮৬৮ ইন্দুপ্রভা (গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)
[চটাবক্সেলতলায় বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক]

১৮৭০, মার্চ্চ—"জামায়ের শ্বেরি বাপ্" (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়)
অনাইর মুখোপাধ্যায় বাড়ীতে।

১৮৭০, ১৭ই জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' গোয়াড়ি "বঙ্গনাট্যাভিনয় সভায়" ইহাই প্রথম বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় দীনবন্ধু ২০০৲ সাহায্য করেন

১৮৭০, ১৫ই অক্টোবর হুগলী খুটিয়াবাজারের নব নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে ভাবতী (নিমাইশীল)।

১৮৭১, হাবড়া ব্যাট রায়—প্রভাবতী।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যাশনাল থিয়েটার (অবৈতনিক)

১৮৭১ মে—লীলাবতী (দীনবন্ধু মিত্র) [শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে স্থায়ী ষ্টেজে সধবার একাদশী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক]

ললিত—গিরিশ, হরবিলাস ও ঝি—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, নদের চাঁদ—যোগেন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচাঁদ, মতিষুয়ে মেজো খুড়ো, সারদাসুন্দরী বেলবাবু, ভোলানাথ চৌধুরী—মহেন্দ্র বসু, লীলাবতী—সুরেশ মিত্র, রাজলক্ষ্মী কৃষ্ণ গাঙ্গুলী, শ্রীনাথ—শিব চ্যাটার্জ্জি, ক্ষীরোদবাসিনী—রাধামাধব কর, রঘু উড়ে—হিঙ্গন খাঁ, যোগজীবন—যদু ভট্টাচার্য্য।

---

* লীলাবতীর তারিখ ১৮৭১এর মে, ১৮৭২ মার্চ্চ নয়। বাবু ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় শেষোক্ত তারিখ ধরিয়াছেন। ঐ তারিখে শ্যামবাজার নাট্য সমাজ নামে অপর এক সম্প্রদায় অভিনয় করে বটে, ইহার সঙ্গে গিরিশ অর্দ্ধেন্দুর কোন সম্বন্ধ ছিলনা। 'শ্যামবাজার নাট্য সমাজ' নামে কোন সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে গিরিশ অর্দ্ধেন্দু অমৃতলাল ইহার নাম করিতেন, কিন্তু কেহই করেন নাই। অর্দ্ধেন্দুবাবু স্পষ্টই বিস্তৃত বিবরণ দিয়া, স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "লীলাবতীর দেড় বৎসর পরে নীলদর্পণ অভিনীত হয়।" এই তারিখ লইয়া আমি পঞ্চপুষ্পে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তকাদিতে অনেক আলোচনা করিয়াছি। তবে ১৮৭১ কি ১৮৭২, ইহাতে ইতিহাসের কোন লাভ লোকসান নাই, তাই এখানে আলোচনায় বিরত হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায় ১৮৭২—১৮৮০

ন্যাশনাল থিয়েটার (পাব্লিক)

[জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ী]

১৮৭২—৭ই ডিসেম্বর * নীলদর্পণ (দীনবন্ধু)

গোলক বসু, উড সাহেব, জনৈক রাইয়ত ও সাবিত্রী—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, নবীন মাধব—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিন্দুমাধব—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোরাপ, রাইচরণ, গোপ এবং নীলকরদিগের মোক্তার—মতিলাল সুর, সাধুচরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদীময়রাণী—মহেন্দ্রলাল বসু, সৈরিন্ধ্রি—অমৃতলাল বসু, রোগ সাহেব—অবিনাশ কর, গোপী দেওয়ান—শিব চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার ও আদুরী—গোপাল দাস, কবিরাজ—শশী দাস, সরলতা—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, রেবতী—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, লাঠিয়াল—পূর্ণ মিত্র, রাখাল—মতি ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমণি—গোলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

[গিরিশ কর্ম্মী দৃশ্যপটাদি লইয়া থিয়েটার পাবলিক করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মতভেদ হওয়ায় চলিয়া যান ও পরেই গাজোর দল করেন। "লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধারে"—গানটী পাবলিক সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করিয়া গিরিশ রচনা করেন। গানটী বিদ্বেষ-ভাব শূন্য।]

১৮৭২—১৪ ডিসেম্বর জামাই বারিক (দীনবন্ধু), পদ্মলোচন—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী।

(২) ইংরাজী লুইস্ থিয়েটার ময়দানে ২০ নবেম্বর খোলা হয়, এণ্ডারসন, লিওনার্ড প্রভৃতি আর্টিষ্ট ছিলেন।

১৮৭৩—

ন্যাশনাল (সান্যাল বাড়ীতে)

৪ঠা জানুয়ারী—নবীন তপস্বিনী (দীনবন্ধু)

জলধর—মুস্তফী, মল্লিকা—বেলবাবু, বিজয়—অমৃত বসু, কামিনী—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী।

৮ ফেব্রুয়ারী—নয়শো রূপেয়া (শিশির ঘোষ)

সাকুলাল—মুস্তফি, রঞ্জন—অমৃত, সুরধা—ক্ষেত্র।

---

* ১৮৭২, ৩০ মার্চ্চ ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় করিবা প্রসঙ্গে অর্থ সংগৃহীত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী—ভারতমাতা, মাতা—মহেন্দ্র বসু, সন্তান—অমৃতবসু প্রভৃতি।

২২ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণকুমারী নাটক (মধুসূদন)

ভীমসিংহ—গিরিশ, বলেন্দ্র—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনদাস—মুস্তফী, জগৎ সিংহ—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী—গোপাল দাস, সত্য দাস—মতিসুর, মদনিকা—মহেন্দ্র বসু, কৃষ্ণকুমারী—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বিলাসবতী—বেলবাবু, তপস্বিনী—আশু বসু।

২০ মার্চ্চ—নীল দর্পণ, উড—গিরিশ ঘোষ, সৈরিন্ধ্রি—রাধাগোবিন্দ কর, Acting exceedingly good—Englishman, 31-3-73.

ন্যাশনাল (রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে)

১০ মে কপালকুণ্ডলা (গিরিশ কর্ত্তৃক বঙ্কিমের উপন্যাস নাটকান্তরিত)

নব কুমার—মহেন্দ্র বসু, কাপালিক—মতি সুর।

একদল হিন্দু ন্যাশনাল নামে ঢাকায় চলিয়া যায়। অর্দ্ধেন্দু, অমৃত, নগেন্দ্র, কিরণ, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি ছিলেন। ন্যাশনালও অনুবর্ত্তী হয়। কলিকাতা আসিয়া উভয় দল সম্মিলিত হয়। ১০ জুলাই সম্মিলিত দল কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করেন। ইহার পর ন্যাশনাল দিনাপাতিয়া যায়। ফিরিবার মুখে বহরমপুরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু কর্ত্তৃক উৎসাহিত হয়।

১৩ ডিসেম্বর—হেমলতা (হরলাল রায়) সান্ন্যাল বাড়ীতে।

২০ " কমলে কামিনী (দীনবন্ধু)

গ্রেট ন্যাশনাল (৬ বীডন ষ্ট্রীটে পাকা ষ্টেজ)

৩১ ডিসেম্বর—কাম্যকানন, নায়ক—অমৃত বসু।

বেঙ্গল থিয়েটার *

১৬ আগষ্ট—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (মধুসূদন) শর্ম্মিষ্ঠা—সুকুমারী দেবযানী—এলোকেশী, দেবিকা—জগত্তারিণী, সাগরিকা—জগত্তারিণী, যযাতি—শরৎ ঘোষ, শুক্রাচার্য্য—বেহারী চট্টোপাধ্যায়।

---

* কেহ কেহ ভুলবশতঃ বলেন যে মায়াকানন ১৮৭৪ সনে প্রথমে অভিনীত হইয়াছে।

৩০ আগষ্ট—মায়াকানন (মধুসূদন)

৮ সেপ্টেম্বর—মোহান্তের এই কি কাজ ?

২৯ নভেম্বর—কৃষ্ণকুমারী (মধুসূদন)

২০ ডিসেম্বর—দুর্গেশনন্দিনী।

অভিরাম—বেহারী চট্টোপাধ্যায়, জগৎ সিংহ—শরৎ ঘোষ, ওসমান—হরি বোষ্টম, বিমলা—সুকুমারী।

বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৪)

১০ জানুয়ারী—কাদম্বরী, (লক্ষ্মী) ঐ ১৭, অপূর্ব্ব কারাবাস।

২৭ জানুয়ারী—এরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব।

ইহার পরে রামনারায়ণ ও মধুসূদনের নাটকও অভিনীত হয়।

২২ আগষ্ট পুরুবিক্রম (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

পুরু—শরৎ ঘোষ, আলেকজাণ্ডার—হরিদাস দাস, রাণী ঐলবিলা—গোলাপ।

১৮ সেপ্টেম্বর—আজমীর কুমারী, অশ্বপৃষ্ঠে কুমারী—গোলাপ।

১৪ নভেম্বর—বঙ্গের সুখাবসান (হরলাল রায়)

২৬ ডিসেম্বর—মণিমালিনী।

গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৪)

দ্রষ্টব্য—ন্যাশনাল 'আমি তো উন্মাদিনী' (শ্রীনাথ চৌধুরী) 'কুসুম কুমারী', 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক' (মনোমোহন বসুর) আর গ্রেটন্যাশনালও এরূপ নাটক ও ১১ই ফেব্রুয়ারী তারপরে শিশির ঘোষের 'বাজারের লড়াই' করায়, উভয় দল মিলিত হয়। গিরিশও সম্মিলিত দলকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন।

---

* মধুসূদনের বিশেষ স্নেহভাজন কৈলাশচন্দ্র বসু ১২৮১, ৩১ ভাদ্র সোমপ্রকাশে লিখিয়াছেন—

"—বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় শরৎ ঘোষ মহাশয় মধুসূদন দত্তের উৎসাহ এবং পরামর্শক্রমে প্রথম হইতেই অভিনেত্রী লয়েন। তিনিই নাটক লিখিয়া দিবেন স্থির হয়।

রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া মধুসূদন দুইখানি নাটক রচনা আরম্ভ করেন। দুইখানিই বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিত হইতেছিল। প্রথমখানির নাম মায়াকানন, দ্বিতীয়খানি, 'বিষ কি ধনুর্গুণ'—অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। রোগশয্যায় কবিবর লেখনী ধারণে ক্ষমতা না থাকায় আমি তদীয় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া 'মায়াকানন' লিখিতাম। মুহুর্মুহু রক্ত বমন হইত, রোগের জ্বালা দুঃসহতর হইত, তথাপি নাটক রচনায় বিরতি ছিলনা।

দিন্ তারিখে মৃণালিনীর অভিনয় হয়, সে সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে ঠিক সিদ্ধান্ত হইতে পারেন। তাই নিম্নে সঠিক তারিখ প্রদত্ত হইল—

১৪ ফেব্রুয়ারী—মৃণালিনী (বঙ্কিমের উপন্যাস গিরিশ কর্তৃক নাটকান্তরিত)

পশুপতি—গিরিশ ঘোষ, হৃষিকেশ—মুস্তফি, হেমচন্দ্র—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিগ্বিজয়—অমৃত বসু, ব্যোমকেশ—বেলবাবু, মাধবাচার্য্য—মতিসুর, বক্তিয়ার খিলজী—মহেন্দ্র বসু, জনার্দ্দন—রাধাপ্রসাদ বসাক, মৃণালিনী—বসন্ত ঘোষ, গিরিজায়া—আশুতোষ বন্দ্যো, মনোরমা—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী।

৪ এপ্রিল—কপালকুণ্ডলা (ঐ); ইতিপূর্ব্বে এখানে একবার চেষ্টা হইয়াছিল, ভাল হয় নাই। গিরিশ এবার রূপান্তরিত করিয়া দেন। অভিনয়ও ভাল হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর—সতী কি কলঙ্কিনী (দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সহোদর নগেন্দ্র বাবুর নামে সঙ্কলিত)

রাধিকা—রাজকুমারী, বৃন্দা—ক্ষেত্রমণি, সখি—যাদুমণি, জটিলা কুটিলা—কাদম্বিনী ও হরিদাসী, মদন বর্ম্মণ—কৃষ্ণ, নৃত্যশিক্ষক—কান্ত প্রসাদ।

[এই তারিখ হইতেই গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী লওয়া হয়]

৩রা অক্টোবর—পুরুবিক্রম (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) রাণী ঐলবিলা—ক্ষেত্রমণি, পুরু—মহেন্দ্র বসু, আলেকজাণ্ডার—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১ অক্টোবর—ক্ষত্রপাল (হরলাল রায়)

১৪ নভেম্বর—আনন্দ কানন (লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী), অবিবেক—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফি, বসন্ত—নগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, নারায়ণ—অমৃত বসু, রতি ও সতী—যাদুমণি, কবিতা—রাজকুমারী, অহমিকা—ক্ষেত্রমণি, চপলতা—হরিদাসী, লীলা—কাদু, মদন—সুরেশ মিত্র।

২রা ডিসেম্বর—শত্রু সংহার (হরলাল) "অশ্বত্থামার ক্রোধ ও ভীমের প্রতিজ্ঞায় রক্ত উত্তেজিত হয়।"—অঃ বাঃ পঃ

২৩ ডিসেম্বর বঙ্গের সুখাবসান (হরলাল), লক্ষ্মণ সেন—মুস্তফী, সৌদামিনী—কাদু।

ইহার পরে নগেন্দ্রবাবু, কিরণবাবু ও অমৃত বসু বেঙ্গলের সহিত যোগ দেন।

১৮৭৫

গ্রেট ন্যাশনাল

২রা জানুয়ারী—শরৎ সরোজিনী (উপেন্দ্র দাস) শরৎ—মহেন্দ্র বসু, সরোজিনী—রাজকুমারী, সুকুমারী—গোলাপ, [illegible] হরিদাস—গোষ্ঠ বিহারী দত্ত। উপেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় গোষ্ঠবিহারী ও গোলাপের বিবাহ হয়

ফেব্রুয়ারী মাসে (Act III of 1872)। সুকুমারীর ভূমিকায় অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করায় গোলাপের নাম হয় সুকুমারী। বিবাহের পরে গোলাপ 'মিসেস সুকুমারী দত্ত' নামে পরিচিত হইতে লাগিল।

২০ ফেব্রুয়ারী— নগনন্দিনী (প্রমথ মিত্র)

১৭ এপ্রিল—তিলোত্তমা সম্ভব (মধুসূদন)

২৪ এপ্রিল—সাক্ষাৎ দর্পণ।

৮ মে—নন্দন কানন (গীতিনাট্য)

১৭ জুন—হীরকচূর্ণ নাটক (অমৃতলাল বসু) *

মলহর রাও গাইকোয়ার—অর্দ্ধেন্দু, লক্ষ্মীবাই—ক্ষেত্র, কুমার—জগত্তারিণী। মিঃ Scobble Advocate General—অমৃত বসু

চোরের উপর বাটপাড়ী (অমৃত বসু) কর্ত্তা—অমৃত বসু, গিন্নী—ক্ষেত্রমণি, নারায়ণ—মহেন্দ্র বসু,

৩রা জুলাই—পদ্মিনী (মহেন্দ্র বসু) ভীম সিংহ—মহেন্দ্র বসু, আলাউদ্দিন —গোপাল মজুমদার।

এই সময় থিয়েটার জগতে একটু পরিবর্তন হয়। মফঃস্বলে প্রাপ্ত জিনিষপত্র লইয়া † ধর্ম্মদাস বাবুর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় আগষ্ট মাস হইতে ভুবন নিয়োগী শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাড়া দেন। নূতন থিয়েটারের নাম হয় নিউ ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার। এদিকে উপেন্দ্র দাস প্রভৃতি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নিয়া দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানী খোলেন।

২৩ আগষ্ট—সপুষ্পমতী (সুকুমারী দত্ত)

৪ঠা সেপ্টেম্বর—ডাক্তারবাবু।

২৫ সেপ্টেম্বর—কনকপদ্ম (হরলাল রায়)

ঋণগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণধন ছাড়িয়া দেন। ভুবনমোহন আবার থিয়েটার খোলেন। উপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি ফিরিয়া আসেন। উপেন্দ্রবাবু ডিরেকটার হন। অমৃতবাবু হন ম্যানেজার।

৫ ডিসেম্বর—বৃত্র সংহার (হেমচন্দ্র)

২৬ ডিসেম্বর—সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

---

* গত বৎসর যে অমৃতবাবু, নগেন্দ্রবাবু, চলিয়া যান, অমৃতবাবু আট মাস মধ্যেই ফিরিয়া আসেন।

† মার্চ্চ মাসে ধর্ম্মদাস বাবু, অবিনাশ কর, অর্দ্ধেন্দুবাবু, মতিলাল, ক্ষেত্রমণি ও বিনোদিনী লক্ষ্নৌ প্রভৃতি সহরে অভিনয় করিয়া যে মাসে ফিরিয়া আসেন।

লক্ষ্মণ সিংহ—মতিসুর, বিজয়—অমৃত বসু, বর্ণধার—মহেন্দ্র বসু, সরোজিনী বনোদিনী।

৩১ ডিসেম্বর সুরেন্দ্র বিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস)

সুরেন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, বিরাজমোহিনী—সুকুমারী, হরিপ্রিয়—ধর্মদাস, ম্যাজিষ্ট্রেট মোক্রিবি—অমৃত বসু।

বেঙ্গল

বেঙ্গল কিছুদিন বন্ধ থাকে। নগেন্দ্র বাবু অমৃত বসু প্রভৃতি আসিয়া নিউ বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল ও গ্রেট 'ন্যাশনাল অপেরা' কোম্পানী খোলেন।

[১৮৭৪, ডিসেম্বর মাসে বঙ্গের সুখাবসান ইহারাই করে।]

২০ ফেব্রুয়ারী—অপূর্ব্ব কারাবাস।

২৭ ফেব্রুয়ারী—ওথেলো।

৬ মার্চ্চ—মেঘনাদ বধ। মেঘনাদ—কিরণ বন্দ্যো, লক্ষ্মণ—হরি বোষ্টম।

২২ মে—মলহর রাও গাইকোয়াড় (নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

এখানেই উপেন্দ্রনাথ দাস গ্রেট ন্যাশনাল ছাড়িয়া আসিয়া দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার খোলেন। লেসি—উপেন্দ্রনাথ দাস।

১৪ আগষ্ট—সুরেন্দ্রবিনোদিনী (উপেন্দ্র দাস)

সুরেন্দ্র—নগেন্দ্রবাবু, বিনোদিনী — ভূনী, বিরাজমোহিনী — সুকুমারী, ম্যাজিষ্ট্রেট—হরিদাস বাবু।

৪ সেপ্টেম্বর—বীর নারী।

১১ সেপ্টেম্বর—বঙ্গ বিজেতা (রমেশ দত্ত)

২৫ সেপ্টেম্বর—পলাশীর যুদ্ধ (নবীন সেন।)

১৮৭৬

গ্রেট ন্যাশনাল

৮ জানুয়ারী—প্রকৃত বন্ধু (ব্রজেন্দ্র রায়).

৭ ফেব্রুয়ারী—বিদ্যাসুন্দর

১৯ ফেব্রুয়ারী—গজদানন্দ (প্রহসন)

প্রিন্স—মহেন্দ্র বসু, গজদানন্দ—নগেন্দ্র, পিসি—ক্ষেত্রমণি

২৬ ফেব্রুয়ারী—হনুমান চরিত্র, কর্ণাট কুমার ও উপেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা।

১লা মার্চ্চ—সুরেন্দ্র বিনোদিনী ও Police of Pig and Sheep

প্রহসন তিনখানি অর্ডিনান্সের বলে বন্ধ করা হয়। "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"তে ম্যাজিষ্ট্রেট যে বিরাজ মোহিনীকে রক্তাক্ত বস্ত্র সমেত ধরিয়া আনিয়াছিল, তজ্জন্য

অশ্লীলতা আরোপ করিয়া উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতবাবু প্রভৃতিকে ধৃত করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলেও আপিলে তাহারা মুক্তি পান। ইহার পরেই 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ' আইন পাশ হয়। থিয়েটারের এখন অন্ধকার যুগ।

২রা ডিসেম্বর—পারিজাত হরণ (নগেন্দ্র বন্দ্যো)

শ্রীকৃষ্ণ—রামতারণ সান্যাল

২০ ডিসেম্বর—আদর্শসতী (অতুল মিত্র)

সাবিত্রী—কাদম্বিনী, সত্যবান—সান্যাল

ডিসেম্বর—জয়দেবপুরস্থ ভাওয়াল ইউনাইটেড্ থিয়েটারস্ কর্তৃক বীরবালা (উমেশ গুপ্ত)

১৮৭৭

ন্যাশনাল

লেসি—গিরিশচন্দ্র (জুলাই মাস হইতে গিরিশ সেই অন্ধকার যুগে নিজেই কর্ণধারত্ব গ্রহণ করেন।)

৬ অক্টোবর—আগমনি (গিরিশ)

গিরিরাজ—রামতারণ সান্যাল, মহাদেব—কেদার চৌধুরী, উমা—বিনোদিনী, মেনকা—কাদম্বিনী

১০ অক্টোবর—অকাল বোধন (গিরিশ) রাম—গিরিশ, ইন্দ্র—মহেন্দ্র

১লা ডিসেম্বর—মেঘনাদবধ (মধুসূদনের কাব্য গিরিশ কর্তৃক নাটকান্তরিত)

মেঘনাদ ও রাম—গিরিশ, রাবণ—অমৃত মিত্র, প্রমীলা—বিনোদিনী, নৃমুণ্ড মালিনী ও প্রভাসা—ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মণ—কেদার চৌধুরী, মন্দোদরী—কাদম্বিনী, বিভীষণ—মতিসুর, কার্ত্তিক—বেলবাবু, মদন—রামতারণ সান্যাল

'ভারতী'—(ফাল্গুন, ১২৮৪, পৃ ৩৭০) "মেঘনাদচরিত্র অনন্য সাধারণ, অতি সুন্দর"।

'সাধারণী' (৯ম ভাগ, ১৫ সংখ্যা) 'বঙ্গের "গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক" যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।

বিক্রমপুর—বজ্রযোগিনী এমেচিয়ার সম্প্রদায়—"সীতাহরণ"—অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় এবং পঞ্চবটী সাজানো হয়।

১৮৭৮

৫ই জানুয়ারী—পলাশীর যুদ্ধ (নবীন সেনের কাব্য গিরিশ কর্তৃক নাটকান্তরিত) ক্লাইভ—গিরিশ ঘোষ, সিরাজ—মহেন্দ্র, জগৎশেঠ ও ঘাতক—অমৃত মিত্র, মোহনলাল—কেদার চৌধুরী, বেগম—লক্ষ্মী, রাণী ভবানী—কাদম্বিনী বৃটেনেশ্বরী—বিনোদিনী।

২৬ জানুয়ারী—আনন্দ মিলন

৪ঠা মার্চ—দোললীলা (গিরিশ)

৯ই মার্চ—বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমের উপন্যাস গিরিশ কর্তৃক নাটকান্তরিত)

নগেন্দ্র—গিরিশ, দেবেন্দ্র—রামতারণ সান্যাল, কুন্দ—বিনোদিনী, সূর্য্যমুখী—কাদম্বিনী, শ্রীশ—মহেন্দ্রবাবু, হীরা—নারায়ণী, কমলমণি—কমলা।

২২ জুন—দুর্গেশ নন্দিনী (বঙ্কিমের উপন্যাস নাটকান্তরিত)

জগৎসিংহ—গিরিশ, ওসমান—মহেন্দ্র বসু। প্রথমে কেদার চৌধুরী ও কিরণ বন্দ্যো নামিয়াছিলেন।

কেদার চৌধুরী মহাশয় প্রথমে জগৎসিংহ এবং কিরণ বন্দোপাধ্যায় ওসমান হন, কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি হইতেই গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্র বসু সাজিবার পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেঙ্গল আর অভিনয়ে বেশী যশ লাভ করিতে পারেনা। তবে বেঙ্গলে শরৎবাবু on horse-back অবতীর্ণ। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্রের হাত ভাঙিয়া যাওয়ায় তিনি অভিনয়ে বিরত হন।

বেঙ্গল থিয়েটার

১৪ জানুয়ারী—শকুন্তলা (ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের সম্মুখে)

১৬ মার্চ—চন্দ্রশেখর (বঙ্কিম হইতে নাটকান্তরিত)

১৮৭৯

ন্যাশনাল *

১লা জানুয়ারী—কামিনী কুঞ্জ—অপেরা। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্তই সঙ্গীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর।

নায়িকা—বনবিহারিণী, নায়ক—রামতারণ, প্রধানা সখী—কাদম্বিনী

৮ জানুয়ারী—প্রমোদ কানন

---

* কেশবচন্দ্র সেন লিখিতেছেন—(সুলভ সমাচার ১৮৭৯, ১৯ এপ্রিল)

"ন্যাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসিতেছে............... থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়স্থলে মারামারি হুড়োহুড়ি করিয়া লণ্ডভণ্ডের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়া না বসেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।"

২৬ জুলাই—নন্দন কুসুম (অজ ও ইন্দুমতী উপাখ্যান অবলম্বনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠভ্রাতপুত্র মনোরঞ্জন দাশ রচিত)

বেঙ্গল

১৫ জানুয়ারী—'পাষাণ প্রতিমা' ঐতিহাসিক নাটক।

ভীষ্মাচার্য্য—শরৎ ঘোষ, রণজিতসিং—হরিদাস দাস

১৮৮০

বেঙ্গল

সেপ্টেম্বর—অশ্রুমতী নাটক (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ)

প্রতাপসিংহ—বেহারী চট্টো, সেলিম—হরিদাস দাস, মলিনা—সুকুমারী, অশ্রুমতী—বনবিহারিণী।

পঞ্চম অধ্যায়—১৮৮১—১৯০০

ন্যাশনাল থিয়েটার

[প্রতাপ জহুরী সত্বাধিকারী, গিরিশ ১৫০ বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া একশত টাকায়, থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন ও ইহাতে যোল আনা মন দেন।]

১৮৮১ ১লা জানুয়ারী—হামির (সুরেন্দ্র মজুমদার)

গিরিশ সংশোধন ও গান সংযোজন করেন। হামির—গিরিশ, উদয় ভাট—মহেন্দ্র বসু, প্রান মন্ত্রী—অমৃত বসু, বীরমদন—অমৃত মিত্র, কমলা—কাদম্বিনী, লীলা—বিনোদিনী, পান্না—বনবিহারিণী।

১২ ,, রাসলীলা (গিরিশ)

১৫ ,, শিবের বিবাহ ঐ

২২ ,, মায়াতরু (গিরিশ)

এই গীতি-নাট্যে চিত্রভানু—মহেন্দ্র বসু, প্রসন্ত—সান্যাল, দমনক—নেপবাবু, মার্কণ্ড—বিহারী বসু, উদাসিনী ক্ষেত্রমণি, ফুলহাসি—বিনোদিনী, ফুলদল—বনবিহারিণী

১৬ এপ্রিল মোহিনী প্রতিমা (গিরিশ গিলবার্টের Pygmalion and Galatea অবলম্বনে) হেমন্ত—সান্যাল, শাহানা—বিনোদিনী

১৬ এপ্রিল আলাদিন (গিরিশ), কুহকী গিরিশ, আলাদিন সান্যাল, ঐ মাতা ক্ষেত্রমণি, বাদশা মহেন্দ্র বসু, ঐ কন্যা বিনোদিনী, জিনি নেপবাবু, উজীর নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

১২ এপ্রিল ব্রজবিহার (গিরিশ), গীতিমূলক

১৫ এপ্রিল রামের বনবাস (গিরিশ) রাম—মহেন্দ্র বসু, কঞ্চুকী ও ভরত—অমৃত বসু, শত্রুঘ্ন সান্ন্যাল, দশরথ—অমৃত মিত্র, বশিষ্ঠ নীলমাধব, গুহক—অঘোর পাঠক, কৈকেয়ী—বিনোদিনী, সীতা—ভূষণ কুমারী, মন্থরা—ক্ষেত্রমণি, কৌশল্যা কাদম্বিনী, গুহকপত্নী—গঙ্গামণি

২২ জুলাই সীতাহরণ ঐ—রাম—মহেন্দ্র বসু, লক্ষ্মণ বেলবাবু, রাবণ ও বালি. অমৃত মিত্র, সীতা—বিনোদিনী, সরমা—বনবিহারিণী, সাগরপত্নী—ভূষণ কুমারী দুর্গা, মায়া, তারা—কাদম্বিনী, মন্দোদরী—গঙ্গামণি, উগ্রচণ্ডা, সূর্পনখা ও চেড়ী—ক্ষেত্রমণি, সাগর—কালী চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্র প্রবোধ ঘোষ, ইন্দ্রজিত উপেন্দ্র মিত্র।

৭ অক্টোবর—ভোটমঙ্গল ঐ

২৮ অক্টোবর—মলিনমালা ঐ

ডিসেম্বর—মাধবীকঙ্কণ (রমেশ দত্তের উপন্যাস) গিরিশ কর্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত। নরেন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, শৈলেশ্বর মতিসুর, জেলেখা—বনবিহারিণী হেমলতা—বিনোদিনী

বেঙ্গল

আগষ্ট—রাজা ও রাণী

১৫ সেপ্টেম্বর—হরিশ্চন্দ্র

"হরিশ্চন্দ্র সুন্দর অভিনীত হয়, রাজা ও রাণীর অভিনয় উত্তম" সোম প্রকাশ, ৩রা আশ্বিন ১২৮৯

এমেচিয়ার

কালমৃগয়া—রবীন্দ্রনাথ (জোড়াসাঁকো)

১৮৮৩

ন্যাসনাল থিয়েটার

৩রা ফেব্রুয়ারী—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (গিরিশ) কীচক ও দুর্যোধন—গিরিশ ঘোষ, অর্জ্জুন (বৃহন্নলা) মহেন্দ্র বসু ভীম, ভীষ্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ—অমৃত মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণাচার্য্য—কেদার চৌধুরী বিরাট—অতুল মিত্র (বেঙ্গল), যুধিষ্ঠির উপেন্দ্র নাথ মিত্র, নকুল—বিহারী লাল বসু (জেঠা) সহদেব কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তর বেলবাবু কৃপাচার্য্য নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, গোপ জীবনকৃষ্ণ সেন অভিমন্যু বনবিহারিণী, দ্রৌপদী বিনোদিনী, সুদেষ্ণা কাদম্বিনী, উত্তরা—ভূষণ কুমারী, হাড়িনী ক্ষেত্রমণি, [অধ্যক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় গিরিশ চলিয়া যান। তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ তাঁহাকে অনুসরণ করে। অভিনেতৃগণের অনুপস্থিতিতে

একজিবিশন' নামে একটী বড় মেলা হয়। মেলমেলাতে হইতে রাজা মহারাজার শুভাগমনে কলিকাতা সহর সরগরম হইয়া উঠে। ষ্টার থিয়েটারে রোজ অনবরতই অভিনয় হইত এবং থিয়েটারে এত লোক সমাগম হইল যে স্বত্বাধিকারিগণের অনেকটা ঋণ শোধ হইয়া যায়।]

১৮৮৪

ষ্টার

২৯ মার্চ—কমলেকামিনী (গিরিশ) শ্রীমন্ত—ভূনী, খুল্লনা—বিনোদিনী, গুরুমহাশয় ও সভাসদ—অমৃত বসু, পদ্মা ও চণ্ডী—ক্ষেত্রমণি, ধাত্রী—কাদম্বিনী।

২৬ এপ্রিল—(১) বৃষকেতু (গিরিশ)—কর্ণ—উপেন্দ্র মিত্র, বৃষকেতু—ভূষণ, পদ্মাবতী—বিনোদিনী, বিষ্ণু—অঘোর পাঠক (২) হীরারফুল (গিরিশ), মদন—কাশীবাবু, রতি—ভূষণ, শশীকলা—বিনোদিনী. (৩) চাটুয্যে বাড়ুয্যে— (অমৃত বসু)—চাটুয্যে—ভূনীবাবু (দ্বিতীয় রাত্রি হইতে উপেন্দ্র মিত্র), বাড়ুয্যে নীলমাধববাবু।

৭ই জুন শ্রীবৎস চিন্তা (গিরিশ) শ্রীবৎস—অমৃত মিত্র, চিন্তা—বিনোদিনী, বাতুল—অমৃত বসু, লক্ষ্মী—লক্ষ্মীমণি, শনি—নীলমাধব বাবু।

২রা আগষ্ট—চৈতন্যলীলা (গিরিশ), চৈতন্য—বিনোদিনী, নিতাই—বনবিহারিণী, প্রতিবেশী—অমৃতবসু, গঙ্গাদাস—মহেন্দ্র চৌধুরী, জগাই-প্রবোধ ঘোষ, মাধাই—অমৃতমিত্র, লক্ষ্মী—প্রমদা, বিষ্ণুপ্রিয়া—কিরণবালা, মালিনী—ক্ষেত্রমণি, জগন্নাথ মিশ্র—নীলমাধববাবু। অদ্বৈত—উপেন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মী—প্রমদা। কর্ণেল অলকট্, ফাদার লাফোঁ প্রমুখ মনীষী অভিনয় দেখিয়া হিন্দু নাটকের প্রাধান্য উপলব্ধি করেন। অমৃতবসু লেখেন—

"লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা
নাট্যশালা হ'ল তীর্থ, ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।

অভিনয় প্রশংসা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে পদধূলি দেন। গিরিশ তাঁহার চরণ স্পর্শ করেন।

'চৈতন্যলীলা' থিয়েটারের সম্মুখে সঞ্চার করে। সেই সময়কার Young Bengal-রা দলে থিয়েটার অনেকটা সংস্কার সাধন করে।

১২ নভেম্বর—প্রহলাদচরিত্র (গিরিশ) হিরণ্যকশিপু—অমৃত মিত্র, প্রহলাদ—বিনোদিনী।

"বিবাহ বিভ্রাট" (অমৃতবসু), মিঃ সিং—অমৃতবসু, মিসেস্ কারফরমা—বিনোদিনী, ঝি—ক্ষেত্রমণি, কর্ত্তা—নীলমাধব বাবু পরে বেলবাবু। নন্দ—অঘোর পাঠক, পরে প্রবোধ ঘোষ, বেয়ারা কালীবাবু।

বেঙ্গল থিয়েটার

ডিসেম্বর—প্রহলাদচরিত্র (রাজকৃষ্ণ রায়) হিরণ্যকশিপু—যোগীন্দ্র ঘটক, কয়াধু—গড়রাণী, যণ্ড ও অমর্ক—কুঞ্জবসু ও মথুর চট্টোপাধ্যায়।

এই 'প্রহলাদচরিত্র' খুব জমে এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হয়। কুসুম নাম্নী জনৈকা অভিনেত্রী প্রহলাদের ভূমিকায় এত ভাল অভিনয় করে যে অতঃপরে তাহার নামই হয় 'প্রহলাদ কুসুম'।

পর বৎসরে ২৪ পরগণার জগদ্দলে ননীঘোষের যত্নে 'প্রহলাদচরিত্র' অভিনীত হয়। "হরিনামের গুণে পাষাণ গলে" গানে সকলে অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে।

১৮৮৫

ষ্টার থিয়েটার

১০ জানুয়ারী (গিরিশ) নিমাই সন্ন্যাস (গিরিশ) নিমাই—বিনোদিনী কেশব ভারতী—অমৃত মিত্র, সার্ব্বভৌম—অঘোর পাঠক, নট—সান্যাল, শিষ্য—বেলবাবু, শচী—গঙ্গামণি, মালিনী ও গোপানি—ক্ষেত্রমণি।

৯ মে—প্রভাস যজ্ঞ (গিরিশ) বসুদেব—অমৃতবসু, কৃষ্ণ—বেলবাবু, শ্রীদাম—সান্যাল, রাধিকা—বনবিহারিণী, সত্যভামা—বিনোদিনী, জটিলা—ক্ষেত্রমণি।

১৯ সেপ্টেম্বর—বুদ্ধদেবচরিত (গিরিশ) বুদ্ধ—অমৃতমিত্র, গোপা—বিনোদিনী, ছন্দক—বেলবাবু, শিষ্য ও গণক—অঘোরনাথ বসু, পুত্রহারা রমণী—ক্ষেত্রমণি, বিম্বিসার—প্রবোধ ঘোষ, রাহুল—পুঁটুরাণী।

এড উইন আর্ণল্ড (Light of Asia প্রণেতা) অভিনয় দেখিয়া নাটক ও অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অভিনয় দেখিয়া খুব কাঁদেন।

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই"

গানখানি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অতি প্রিয় ছিল।

বেঙ্গল থিয়েটার

২১ নভেম্বর—দুর্ব্বাসার পারণ (বেহারী চট্টো)

১৯ ডিসেম্বর রাজসূয় যজ্ঞ বামনভিক্ষা, দশরথের মৃগয়া (রাজকৃষ্ণ রায়)।

অপেরা হাউসে অভিনয়

মাষ্টার—মহেন্দ্র বসু, সেক্রেটারী—তিনকড়ি চাটার্জ্জি।

২৮ জানুয়ারী—মহাশ্বেতা ও প্রমীলার পুরী (নগেন্দ্র ঘোষ)

প্রমীলা—কাদম্বিনী, অর্জ্জুন—মহেন্দ্র বসু।

২৯ মে—বিমুক্তবেণীবন্ধন (ঐ), অর্জ্জুন—মহেন্দ্র, দ্রৌপদী—কাদম্বিনী ভানুমতী—ছোটরাণী, ভীম—আশুতোষ চাটার্জ্জি, দুর্য্যোধন—হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি, কর্ণ—ক্ষেত্রমিত্র, যোগিনী—ভবতারিণী।

ন্যাশনাল

লেসি—ভুবন নীয়োগী, ম্যানেজার—কেদার চৌধুরী।

২৭ আগষ্ট—কুমার সম্ভব (হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য), মদন—পূর্ণঘোষ, রতি—সুকুমারী, দুর্গা—ছোটরাণী, মহাদেব—ঠাকুরদাস চট্টো।

আনন্দমঠ—শান্তি—সুকুমারী।

১৮৮৬

ন্যাসনাল

৩রা জুলাই—রাজা বসন্ত রায় (রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট কেদার চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

বসন্তরায়—রাধামাধব কর, প্রতাপ—মতিসুর, উদয়—মহেন্দ্র বসু, বিভা—সুকুমারী, পরে হরি (বিভাহরি), সুরমা ছোটরাণী রামচন্দ্র—নীলমাধব, রুক্মিণী—ভবতারিণী, অনন্ত মোহন—পূর্ণঘোষ, মঙ্গলা—ক্ষেত্রমণি।

ইহার পরে প্রতাপ ভুবন মোহনের নামে মোকদ্দমা করে। নীলামে থিয়েটার বিক্রয় হয়। ষ্টার ২৫০০০৲ টাকা দিয়া কিনিয়া বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে।

ষ্টার

১২ জুন বিল্বমঙ্গল (গিরিশ) বিল্বমঙ্গল—অমৃতমিত্র, সাধক, বেলবাবু, ভিক্ষুক—অঘোর পাঠক, সোমগিরি—প্রবোধ ঘোষ, চিন্তা—বিনোদিনী, থাক—ক্ষেত্রমণি, পাগলিনী—গঙ্গামণি, অহল্যা—ভুবনবিহারিণী, রাখালবালক—পুঁটুরাণী

২৫ ডিসেম্বর—বেল্লিক বাজার (গিরিশ) দুকড়ি সেন—অমৃত, বসু, পিসি—ক্ষেত্রমণি, ললিত বাবিবাবু, মুক্তাফরাস, চিনাম্যান ও [illegible]

রঙ্গদাস—বেলবাবু, রঙ্গিনী—বিনোদিনী, পুঁটিরাম—মহেন্দ্র চৌধুরী, খুদীরাম—প্রবোধ ঘোষ

বেঙ্গলে

৩০ জানুয়ারী—স্বাধীন জেনানা

১২ জুন—ভীষ্মশরশয্যা—(রাজকৃষ্ণ রায়)

১৮ সেপ্টেম্বর—শিশুবধ (রাজকৃষ্ণরায়)

৬ নবেম্বর—মুরুচির ধ্বজা

ও দুই সতীনের কোন্দল

৩রা এপ্রিল হইতে আলবার্ট হলে নববিধান নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক 'নববৃন্দাবন' পুনরভিনীত হয়। সোমপ্রকাশ (১৮ শ্রাবণ ১২৯৩) বলে—

"নববিধানী অভিনয়ের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। হায়, ইহার পবিত্র ধর্ম্মের কি দুর্গতি হইতেছে! ধর্ম্মকে লইয়া লোকে একটা আমোদের জিনিষ করিয়া বসিয়াছে।"

১৮৮৭

ষ্টার থিয়েটার

২১ জুন—রূপ সনাতন (গিরিশ) সনাতন—অমৃতমিত্র, সুবুদ্ধি অমৃত বসু, চৈতন্য বেলবাবু, অলকা—বনবিহারিণী, বিশাখা কিরণবালা। বিল্বমঙ্গলের পর বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়। কিরণবালাকে তাহার ভূমিকা দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধনকুবের গোপাল লাল শীল 'বেল্লিকবাজার' দেখিয়া থিয়েটার করিতে প্রলুব্ধ হন। ষ্টার থিয়েটার কিনিয়া তিনি এমারেল্ড খোলেন। কেদার চৌধুরীকে ম্যানেজার করা হয়। ন্যাশনাল দল সহায় হয়। ষ্টার সম্প্রদায় ৩১ জুলাই বুদ্ধ ও বেল্লিকবাজার এখানে শেষাভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করে।

এমারেল্ড

৮ অক্টোবর—পাণ্ডব নির্ব্বাসন (কেদার চৌধুরী) ভানুমতী ছোটরাণী, দ্রৌপদী—ভুনী (বনবিহারিণী) দুর্য্যোধন—মহেন্দ্র বসু, ধৃতরাষ্ট্র—বুদ্ধি শকুনি—রাধামাধব কর, যুধিষ্ঠির—মতিসুর, ভীম—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়

১৩ নবেম্বর—'আনন্দ কানন বা মদনভস্ম' ও 'বিবাহবাসর'

৬ই ডিসেম্বর হইতে গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার। Great Tragedian নামে তিনি বিজ্ঞাপিত হন।

বেঙ্গল

২২ জানুয়ারী পাণ্ডব নির্বাসন (বেহারী চট্টোপাধ্যায়)

৯ এপ্রিল—শ্রীবৎস চিন্তা—ঐ

৩০ মে—রুক্মিণী হরণ

২৯ অক্টোবর—প্রভাস মিলন

বীণা থিয়েটার

১০ ডিসেম্বর—চন্দ্রহাস (রাজকৃষ্ণরায়)—চন্দ্রহাস—শরৎকর্ম্মকার

১৮ ডিসেম্বর—প্রহ্লাদ চরিত্র (ঐ)—হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণরায়, ষণ্ড—অক্ষয় কোঙর, প্রহ্লাদ—শরৎ কর্ম্মকার। "Indian Mirror",—"Extra-ordinary feature—absence of women on the Stage."

১৮৮৮

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—সুভদ্রাহরণ—সুভদ্রা—সুকুমারী—

১৭ মার্চ—পূর্ণচন্দ্র (গিরিশ) পূর্ণচন্দ্র—সুকুমারী, রাজা শালিবান—মহেন্দ্র বসু, লুনা—ভুনী, সুন্দরা—কিরণশশী (ছোটরাণী) শান্তি—কুসুম (বিষাদ) ইচ্ছা—ক্ষেত্রমণি, গোরক্ষনাথ—দাসুবাবু, চর্ম্মকার অন্ধ—শিবচট্টো, সেবাদাস—পণ্ডিত হরিভূষণ, দামোদর—মতিসুর।

২রা জুন—তুলসীলীলা

২১ জুলাই—নন্দবিদায় (অতুলমিত্র)—গিরিশ গান বাঁধিয়া দেন। নন্দ—মতিসুর, যশোদা—ভবতারিণী, কংস—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—কুসুম—(বিষাদ), রাধিকা—বিড়াল হরি, অক্রূর—মোহিত গোস্বামী।

৫ অক্টোবর—বিষাদ (গিরিশ) অলর্ক—মহেন্দ্রবসু, মাধব—মতিসুর, বিষাদ—কুসুম, উজ্জ্বলা—ছোটরাণী, সোহাগী—ক্ষেত্রমণি, শিবরাম—হরিভূষণ, রাজমাতা—হরিমতি (গুলফম্)।

ইহার পরে গোপাল শীল হরিভূষণবাবু, পূর্ণঘোষ, মতিসুর ও ব্রজলাল মিত্রকে থিয়েটারের বাড়ী লিজ দেওয়ায়, গিরিশ ছাড়িয়া দেন।

২৫ ডিসেম্বর—গাধা ও তুমি (অতুলমিত্র) 'গাধা ও আমি'র প্রত্যুত্তর—You and ass. (U. N. Dass).

ষ্টার (হাতীবাগানে)

২৫ মে নসীরাম (গিরিশ)—নসীরাম—অমৃতবসু, অনাথনাথ—অমৃতমিত্র, যোগেশনাথ—উপেন্দ্রমিত্র, কাপালিক—অঘোরপাঠক, সোণা—গঙ্গামণি, বিরজা—কাদম্বিনী, কাপালিক শিষ্য—বেলবাবু, জীবন—[illegible]—নবাই

২২ সেপ্টেম্বর—সরলা (তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা নাটকাকারে) সরলা—কিরণবালা, শ্যামা—গঙ্গামণি, প্রমদা—কাদম্বিনী, শশীভূষণ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বিধুভূষণ—অমৃতমিত্র, গদাধর—বেলবাবু, নীলকমল—পরাণ শীল।

১লা জানুয়ারী—(ঘোড়ার ডিম), হরধনুর্ভঙ্গ (রাজকৃষ্ণরায়)

বীণা

১১ ফেব্রুয়ারী—ভণ্ড দলপতির দণ্ড (রাজকৃষ্ণরায়)

১০ মার্চ্চ—কুমার বিক্রম ঐ

১৭ জুন—হরিদাসঠাকুর ঐ

২৫ আগষ্ট—ভ্রান্তিবিলাস ঐ।

ন্যাশনেলের উপেন্দ্রদাস বিলাত প্রত্যাগত হইয়া নিউন্যাসনেল নাম দিয়া এই থিয়েটারে অক্টোবর হইতে শরৎসরোজিনী প্রভৃতি অভিনয় করেন।

৮ ডিসেম্বর—"দাদা ও আমি" (উপেন্দ্রদাস), ধীরেন্দ্রকুমার (দাদা)—উপেনদাস, অনন্তকুমার (ভাই)—বিনোদসোম

বিলাত প্রত্যাগত হইয়া তিনি এই খেলো নাটকখানি রচনা করেন।

১৮৮৭

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—তাজ্জব ব্যাপার (অমৃতবসু)

২৭ এপ্রিল—প্রফুল্ল (সামাজিক—গিরিশ)

যোগেশ—অমৃতমিত্র, রমেশ—অমৃতবসু, সুরেশ—কাশীবাবু, শিবনাথ—রাণুবাবু, মদন—নীলমাধববাবু, কাঙালী—শ্যামাচরণকুণ্ড, ভজহরি—বেলবাবু, পিতাম্বর—মহেন্দ্রচৌধুরী, অনেক লোক—অঘোরপাঠক, জ্ঞানদা—কিরণবালা, প্রফুল্ল—ভূবণকুমারী, জগমণি—কুসুমমণি, ইতর স্ত্রী—বনবিহারিণী, যাদব—তারাসুন্দরী, ম্যাজিষ্ট্রেট—সান্ন্যাল, ব্যাঙ্কের দারওয়ান ও জমাদার—উপেন্দ্রমিত্র, ইনস্পেক্টার অঘোরঘোষ, ইন্টার প্রেটার ও জেল ডাক্তার—বিনোদসোম, ২য় ব্যাপারী—অন্নদচন্দ্র, খেমটাওয়ালীদ্বয়—প্রমদাসুন্দরী ও কুসুম (খোঁড়া)

৭ সেপ্টেম্বর—হারানিধি (গিরিশ)

হরিশ—অমৃতমিত্র, মোহিনী—উপেন্দ্রমিত্র, অঘোর—বেলবাবু, নব—মহেন্দ্রচৌধুরী, কাদম্বিনী—গঙ্গামণি, হেমাঙ্গিনী—তারা, কমলা—কিরণবালা, হৈমবতী—জগত্তারিণী, সুশীলা—নগেন্দ্রবালা।

এমারেল্ড

৬ই জুন—রামলীলা (মনোমোহন বসু)

১৩ জুলাই—নন্দোৎসব (গোপালচন্দ্র দাস)

৩১ জুলাই—যজ্ঞেশ্বর

১৯ অক্টোবর—কিরণশশী (মনোমোহন বসু)

৩০ নভেম্বর—রাজা ও রাণী (রবীন্দ্রনাথ)—রাজা—মতিসুর, কুমার সেন—মহেন্দ্রবসু, রাণী সুমিত্রা—গুলফন্‌হরি, দেবদত্ত—হরিভূষণ, ইলা—বিধাবকুসুম, শঙ্কর— চুণীমিত্র।

১৩ ডিসেম্বর—গোপীগোষ্ঠ (অতুলমিত্র ; আয়ান—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—কুসুম, রাধিকা—বিড়ালহরি, জটিলা—ক্ষেত্রমণি, কুটিলা—গুলফন্‌হরি

২৫ ডিসেম্বর—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

বীণা

৪ঠা আগষ্ট—মীরাবাঈ—(রাজকৃষ্ণরায়), কুম্ভ—অঘোরকালী কোঙর, মীরা—তিনকড়ি দাসী।

১০ আগষ্ট—(১) পরীবালা (২) কিরণ্ময়ী—(রাজকৃষ্ণ রায়)

১৪ সেপ্টেম্বর—শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা

বেঙ্গল

২রা মার্চ—শৈলজা (সামাজিক)

১৬ নভেম্বর—শকুন্তলা (অপেরা) কৃষ্ণবসুরচিত, দুষ্মন্ত—নগেন্দ্রচট্টো

২৫ ডিসেম্বর—নাট্যবিকার (বৈকুণ্ঠবসু)

১৮৯০

এমারেল্ড

১৮ জানুয়ারী—আনন্দ কুমার (অতুল মিত্র)

১লা মার্চ—সীতার স্বয়ম্বর—

১লা আগষ্ট—চণ্ড (চণ্ডের অনুকরণে)

১৩ ডিসেম্বর—অনুপমা (সামাজিক নাটক)

গোবর্দ্ধন—মতিসুর, অনুপমা—ভূষণ

ষ্টার

১৮ মার্চ্চ—বেলবাবু এবং কিছুদিন পরে কিরণবালা মারা যান। তিনমাস থিয়েটার বন্ধ থাকে।

২৬ জুলাই—চণ্ড (গিরিশ) চণ্ড—অমৃত মিত্র, পূর্ণবাম ভাট—অমৃতবসু, রঘুদেব—হানিবাবু, মুকুলজী—তারাসুন্দরী, পঞ্জবালা—নগেন্দ্রবালা, কিঙ্করী—সুকুমারী দত্ত, রণমল্ল—নীলমাধববাবু, ধাত্রী—টুমামণি, শিবজী—উপেন্দ্র মিত্র,

ঘোষজাত—প্রবোধ ঘোষ, খাওাধারী—মহেন্দ্র চৌধুরী, ভীমসর্দার—অঘোর পাঠক।

১৩ সেপ্টেম্বর—মদিনা বিকাশ (গিরিশ)

বিকাশ—কুসুমকুমারী, মদিনা—মানদা, বিলাস—কালীবাবু, মহেশ্বরী—এলোকেশী, তরলা—নগেন্দ্রবালা।

'বাহারাম' (অমৃত বসু)। বাহারাম—নীলমাধব

২০ ডিসেম্বর—তরুবালা (অমৃত বসু)

ঠাকুরদা—নীলমাধব, অন্নবিবি—গঙ্গামণি, তরুবালা—প্রমদা, অখিল—অমৃত মিত্র, বেহারী খুড়ো—অমৃত বসু, শান্তা—নগেন্দ্র, পারুল—মানদা, হীরালাল—অক্ষয় কোঙার

২৪ ডিসেম্বর—মহাপূজা (গিরিশ)—জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) উপলক্ষে

খৃষ্টানিকা—মানদা, সরস্বতী—তারা, লক্ষ্মী—নগেন্দ্র, ভারতমাতা—ভূষী, ভারত সন্তানগণ—অমৃত মিত্র, পাঠক, সান্যাল প্রভৃতি

বীণা

২৬ জুন—চন্দ্রাবলী (রাজকৃষ্ণ রায়)

১৫ নভেম্বর—জটিলা ঐ

বেঙ্গল

১লা মার্চ—সীতার স্বয়ম্বর—

১৮৯১

ষ্টার থিয়েটার

গিরিশ (দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত) পুত্রের অত্যধিক পীড়াহেতু মধুপুর ছিলেন। তাঁহার রচিত 'মুকুলমুঞ্জরা' এবং 'আবুহোসেন'এ সত্বাধিকারিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে ম্যানেজারের পদ হইতে অপসারিত করিয়া চিঠি দেন। সহানুভূতি স্বরূপ বহু অভিনেতা অভিনেত্রী নীলমাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে 'সিটি থিয়েটার' নাম দিয়া গিরিশ চন্দ্রের নাটকাদির অভিনয় করেন। ষ্টার সম্প্রদায় 'সিটি' থিয়েটার আর গিরিশ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা করেন। গিরিশ বাবুর সহিত মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু সিটি থিয়েটারের জয়লাভ হয়। ইহাতে স্থির হয় মুদ্রিত নাটকের অভিনয় অন্যত্র হইতে বাধা নাই। গিরিশ চলিয়া গেলে বীণা থিয়েটারের চালক কবি রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যকার নিযুক্ত হন।

[illegible] (অমৃত বসু)

[illegible] জুন—[illegible] (রাজকৃষ্ণ রায়) [illegible]—অমৃত মিত্র, [illegible]—

অমৃত বসু, বরাতি—উপেন্দ্রমিত্র, মণি দত্ত—তারাসুন্দরী, কাত্যায়নী—গঙ্গা, কুশ—নলিনী (কঙ্কাবতীর মাতা)

২২ আগষ্ট—বিদ্যাসাগর বিলাপ (অমৃত বসু)

৫ ডিসেম্বর—লয়লা মজনু (রাজকৃষ্ণ) লয়লা—নগেন্দ্র বালা, মজনু—কাশী বাবু, দুন্নাবাদী—তারাসুন্দরী

২৫ ডিসেম্বর—রাজা বাহাদুর (অমৃত বসু) রাজা বাহাদুর—উপেন্দ্র মিত্র, মিঃ কিস্—অমৃত বসু

বীণা ষ্টেজে সিটি

চৈতন্য লীলা, সীতার বনবাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অভিনীত হয়। অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ, দানিবাবু, রাণুবাবু, প্রমদা, মানদা প্রভৃতি নীলমাধব বাবুর অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

এমারেল্ড

২৮ জুন—মণিপুর যুদ্ধ (দীনবন্ধুর কমলে কামিনী অবলম্বনে)

৩রা সেপ্টেম্বর—লালা গোলকচাঁদ (সুরেন্দ্র বসু) লালা—মহেন্দ্র বসু, মাতাজী—বিবাদ কুসুম

বেঙ্গল

৩রা এপ্রিল—গোবর গণেশ

১৩ জুন—বান যুদ্ধ (বেহারী চট্টোপাধ্যায়)

[এই থিয়েটার প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের (সম্রাট পঞ্চমজর্জের জ্যেষ্ঠ সহোদর) সম্মুখে অভিনয় করিবার জন্য "রয়েল বেঙ্গল" নাম পরিগ্রহ করে।]

১৯ ডিসেম্বর—বসন্তসেন।

১৮৯২

ষ্টার

২৩ নভেম্বর—বনবীর (রাজকৃষ্ণ)

বনবীর—অমৃত মিত্র, উদয়—তারা, পান্নাধাত্রী—গঙ্গা।

২৪ ডিসেম্বর বজ্রপুর (রাজকৃষ্ণ রায়) নাম ভূমিকায়—নরীসুন্দরী, গজুপর্ণ—অক্ষয় কোঙর, চাচী ঠাকুরাণী—এলোকেশী

২৫ ডিসেম্বর—কালাপানি (অমৃত বসু) ক্লারক—হরি ভট্টাচার্য্য

মীনার্ভা সিটি

৭ ফেব্রুয়ারী—ম্যাকবেথ।

[illegible]

১৭ ডিসেম্বর—শ্রীরামনবমী (কুঞ্জবসু)

এমারেল্ড

৩রা জানুয়ারী—বিধবা কলেজ (অতুল মিত্র)

১৭ ডিসেম্বর—কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্কিমের উপন্যাস অতুল মিত্র কর্তৃক নাট্যকান্তরিত)

কৃষ্ণকান্ত—পূর্ণঘোষ, গোবিন্দ লাল—মহেন্দ্র বসু, হরলাল—মতিসুর, রোহিণী—সুকুমারী দত্ত, ভ্রমর—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), ব্রহ্মানন্দ—শিব চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা"ও অভিনীত হয়।

১৮৯৩

মিনার্ভা *

২৮ জানুয়ারী—ম্যাকবেথ্ (গিরিশ).

ম্যাকবেথ্—গিরিশ, ডানকান—হরিভূষণ, ম্যাকডাফ্—অঘোর পাঠক, ম্যাকম্—দানিবাবু, ডনেলবেন—নিপেন্দ্র, ব্যাঙ্কো—কুমুদসরকার, লেনক্স—পদবাবু (বিনোদ সোম), ম্যাঙ্গাস—অনুকুল বটব্যাল, সিওয়ার্ড—দাশুবাবু, হত্যাকারী প্রভৃতি—চুণীদেব, বন—কৃষ্ণচক্রবর্তী, লেডী ম্যাকবেথ্—তিনকড়ি দাসী, ক্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী, লেডী ম্যাকডাফ—প্রমদা, সঙ্গীত শিক্ষক—দেবকণ্ঠ বাগচী, ডাকিনী, প্রভৃতি বহু ভূমিকায়—অর্দ্ধেন্দুশেখর।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—মুকুলমুঞ্জরা (গিরিশ)

মুকুল—দানিবাবু, চন্দ্রধ্বজ (যুবরাজ) চুণীবাবু, মন্ত্রী—কুমুদসরকার, মুঞ্জরা—কুসুম, তারা—তিনকড়ি, চামেলী—বিড়ালহরি, ক্ষিতীশ্বর—নিপেন্দ্র, বরুণচাঁদ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, ভজনরাম—পদবাবু, অদ্ভুতানন্দ—অঘোর পাঠক, সুবেশ—নীলমণি ঘোষ।

২৫ মার্চ—আবুহোসেন (গিরিশ)

আবু—মুস্তফি, ঐ মা—গুলফনহরি, হারুণ লেরসিদ—দাসুবসু, রোসেনা—বিড়ালহরি, দাই—তিনকড়ি, মশুর—রাণুবাবু

২০ মে দক্ষযজ্ঞ পুনরভিনীত হয়। গিরিশ—দক্ষ, দানিবাবু—শিব, তিনকড়ি—তপস্বিনী

---

* গিরিশ এবার স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা ও স্বত্বাধিকারিত্বে মিনার্ভা থিয়েটার খোলেন। মিনার্ভা অল্পদিন মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া গণ্য হয়। তারও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। 'জনা' নাটক ছয় রাত্রি অভিনীত হইবার পরে, অর্দ্ধেন্দুবাবু মিনার্ভা ছাড়িয়া এমারেল্ড নিজ নিয়া উহা চালান।

১১ অক্টোবর—সপ্তমীতে বিসর্জ্জন (গিরিশ)

মামা—মুস্তফী, গোসাঁই—হরিভূষণ বাবু, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম—দেবকণ্ঠ বাগচী, বেলিফ—ম্যাঙ্গাস, আসামী—কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী, বিরাজ—তিনকড়ি ঐ মা—গুলফনহরি, রেবতী—ভবতারিণী

২৩ ডিসেম্বর—জনা (গিরিশ)

জনা—তিনকড়ি, প্রবীর—দানিবাবু, বিদূষক—মুস্তফী, নীলধ্বজ—হরিভূষণ বাবু, কৃষ্ণ—রাণুবাবু, মহাদেব ও ভীম—দাশুবাবু, মদনমঞ্জরী—ভূষণকুমারী, ব্রাহ্মণ—গুলফন, নায়িকা—ভবতারিণী, অর্জ্জুন—কুমুদসরকার, গঙ্গারক্ষক—পদবাবু ও গোবর্দ্ধনবাবু, স্বাহা ও রতি—শরৎ

২৪ ডিসেম্বর—বড়দিনের বখশিস্ (গিরিশ)

গয়ারাম—পাঠক, মিঃ ডস্—দানিবাবু, থিয়েটারের ম্যানেজার—অর্দ্ধেন্দুবাবু, মিনিবাবা—হিঙ্গনবালা, লেবুওয়ালী—শরৎকুমারী, গুলজার—তিনকড়ি

এমারেল্ড

আমোদ প্রমোদ (২৫ মার্চ্চ), রাজাবাবু (১৯ আগষ্ট), আজব কারখানা (২৫ ডিসেম্বর) অভিনীত হয়। ভাল চলে না।

সিটি (বীণাষ্টেজে)

আনন্দ লহরী ও কষ্টিপাথর (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

ষ্টার

রাজকৃষ্ণ বাবু ভয়ানক অসুস্থ হন।

২৭ মে—রামাশ্বমেধ (গিরিশের সীতার বনবাসের হিন্দি সংস্করণ)

২৬ আগষ্ট—বিজয় বসন্ত (অমৃত বসু), রাজা—উপেন্দ্র মিত্র, বসন্ত—অমৃত মিত্র, বিজয়—ছায়া, বটুকচাঁদ—রাধামাধব কর, জুজুয়মণি—নগেন্দ্র, শান্তা—গঙ্গামণি, খ্যামা—অক্ষয় কালী কোঙার

২৫ ডিসেম্বর—বদ্‌রেঙ্গলি (রাজকৃষ্ণ)

রয়েল বেঙ্গল

১লা এপ্রিল—তাঁতিয়া ভীল

২১ জুন—রাজবাহাদুর, ১লা জুলাই—বাসকালী

২২ জুলাই—খণ্ডপ্রলয়, ১১ নভেম্বর—নাগযজ্ঞ

২৫ ডিসেম্বর—ছুই ইদু—ভক্তকুমারী দত্ত (নাম ভূমিকায়)

১৮৯৪

মিনার্ভা

২৭ জানুয়ারী—বেজায় আওয়াজ (দেবেন্দ্র বসু) নবধন—মুস্তফী

১৭ নভেম্বর—স্বপ্নের ফুল (গিরিশ)
বীর—রাধুবাবু, অধীর—দানিবাবু, মনহরা—তিনকড়ি, মনথরা—হেনা, যুথী—কুসুম, বেলা—ভূষণ

১৫ ডিসেম্বর—সভ্যতার পাণ্ডা (গিরিশ)
ন্যুবিদ্র—দানিবাবু, টীছু—অঘোর চক্রবর্ত্তী, নসে ও বীডার—শ্যামকুণ্ডু, সভ্যতা—তিনকড়ি, কুমুদিনী—রাকী

অর্দ্ধেন্দুবাবু চলিয়া গেলে গিরিশ নিজেই জনায় বিদূষক-ভূমিকায় অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেন। খুব বিক্রী হইতে থাকে এবং দর্শকগণ বিদূষক চরিত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন।

ষ্টার

১লা জানুয়ারী (অমৃত বসু) বজ্রিকৃষ্ণ বটব্যাল—অক্ষয় কালী কোঙর, ঐ জ্বালা—বাধুকর, তিনকড়ি মামা—অমৃত বসু

৫ই মার্চ রাজকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু। ১১ই রবিবার ষ্টার বন্ধ থাকে।

৪ঠা আগষ্ট—অন্নদামঙ্গল (নৃত্যগোপাল কবিরাজ) গৌরী—তারা

৮ সেপ্টেম্বর—চন্দ্রশেখর (বঙ্কিমের উপন্যাস অমৃত বসু কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত) চন্দ্রশেখর—অমৃত মিত্র, শৈবলিনী—তারা, দলনী—নরী, প্রতাপ—অক্ষয় কোঙার, ফষ্টর—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরগণ—সুরেন্দ্র মিত্র, (কট্যাহ), বিশ্বাস + বনবাস দে, সুন্দরী—প্রমদা, নবাব—মহেন্দ্র চৌধুরী, রামানন্দ—উপেন্দ্র মিত্র

২৫ ডিসেম্বর একাকার—(অমৃতবসু)

সিটি

১লা জানুয়ারী হইতে 'বেহদবেহায়া' হইয়া বন্ধ হয়।

এমারেল্ড

মহেন্দ্র বাবু ম্যানেজার ছিলেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি ও সুকুমারী 'বেঙ্গলে' চলিয়া যান। অর্দ্ধেন্দু বাবু মিনার্ভা হইতে আসিয়া ম্যানেজার হন। তিনিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২২ সেপ্টেম্বর—মা (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

৪ ডিসেম্বর—বাণ (বৈকুণ্ঠ বসু) রাবণ—অমৃত মুখোপাধ্যায়

রয়েল বেঙ্গলে

মহেন্দ্রবাবু আসিয়া বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, অরুন্ধতী, পুরুবিক্রম ইত্যাদির পুনরভিনয় করেন।

২৮ জুলাই—হরি অন্বেষণ—মায়া—সুকুমারী

২৫ ডিসেম্বর—যমের ভুল

১৮৯৫

ষ্টারে

১৩ জুলাই হইতে ১৭ আগষ্ট পর্য্যন্ত 'প্রফুল্ল' অভিনয় হয়

৫ অক্টোবর—স্ত্রীবুদ্ধি (নৃত্য গোপাল কবিরাজ)

এমারেল্ডে

৩১ আগষ্ট—ফুলশয্যা (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

১৪ ডিসেম্বর—বঙ্গবিজেতা (অতুল)

২৫ ডিসেম্বর—নীলদর্পণ

রয়েল বেঙ্গল

২রা ফেব্রুয়ারী—রজনী (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বেহারীবাবু কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত) শচীন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, অমরনাথ—হরিবোষ্টম, রজনী—সুকুমারী, লবঙ্গলতা—নিস্তারিণী, অভিনয় বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

৩১ আগষ্ট—রঙ্গগঙ্গা

মিনার্ভা

১৮ মে—করমেতিবাঈ (গিরিশ)

করমেতি—তিনকড়ি, আলোক—মানিবাবু, চুনিরো—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, আসকা—জলজল। আগমবাগীশ—হরিভূষণ, রাধিকা—ভূষণ, পরশুরাম—গোবর্দ্ধন, রুক্ম—কুসুম, রাজা—খগেন সরকার

রাধিকা—ভূষণ, পরশুরাম—গোবর্দ্ধন, রুক্ম—কুসুম, রাজা—খগেন সরকার।

১৩ই জুলাই হইতে ২৪ আগষ্ট পর্য্যন্ত "প্রফুল্ল" ষ্টারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিনার্ভাই জয়মাল্য পায়।

যোগেশ—গিরিশ ঘোষ, রমেশ—চুনীবাবু, সুরেশ—মানিবাবু, ভজহরি—পদবাবু, কাঙালী—অভয়কৃষ্ণ, শিবনাথ—নিখিলেন্দ্র, জ্ঞানদা—কুসুম, প্রফুল্ল—ভূষণ, উমাসুন্দরী—কেত্রমণি, জগমণি—জগত্তারিণী, মদনদাদা—গোবর্দ্ধন ব্যানার্জ্জি, যাদব—খেঁদি।

২৫ ডিসেম্বর—ফণীর মণি (গিরিশ)

বিভাস—দানিবাবু, শিখা—তিনকড়ি, ফক্কড়ে—নৃপেন বাবু, ঐ মা—ক্ষেত্রমণি, ধাঙ্গড়কন্যা—কুসুম, বিমলা—পুঁটুরাণী, চিংকুমার—গোবর্দ্ধনবাবু, মেদিনী—ব্লাকী।

১৮৯৬

ষ্টার

১১ জানুয়ারী—রাজসিংহ (বঙ্কিমের উপন্যাস অমৃত বসু কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

রাজসিংহ—অমৃত মিত্র, দরিয়া—নরীসুন্দরী, ঔরঙ্গজেব—সুরেন মিত্র (কট্যাহ), মোবারক—উপেন মিত্র, জেবউন্নেসা—গঙ্গামণি, মাণিকলাল—অক্ষয়কালী কোঁয়র, চঞ্চলকুমারী—প্রমদা।

গিরিশ মিনার্ভা ছাড়িবার পরে এখানে নাট্যাচার্য্যরূপে বরিত হন।

২৬ ডিসেম্বর—কালাপাহাড় (গিরিশ)

কালাপাহাড়—অমৃত মিত্র, চিন্তামণি—গিরিশ, ইমান—নগেন্দ্রবালা, দোলেনা—নরী, দুলাল—অসিভূষণ বসু, চঞ্চলা—প্রমদা, লাটু—দানিবাবু, মুকুন্দদেব—অক্ষয় কোঁয়র, বীরেশ্বর—উপেন্দ্র মিত্র, মুরলা—গঙ্গাবাঈ (ষ্টেজের উপরে এই ভূমিকায় ইঁহার ধ্রুপদ গান বড় সুন্দর হইত।)

মিনার্ভা

১লা জানুয়ারী—পাঁচকনে (গিরিশ)

কালাচাঁদ—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, অমূল্য—দানিবাবু, ননীলাল—শ্যাম কুণ্ড, বিপিন কুমারী—তিনকড়ি।

বীণা ষ্টেজে

৩০ মে—সিটি কর্ত্তৃক মোহমুক্তি বা সুধন্বনং

সিটি চলিয়া গেলে, গেটি কর্ত্তৃক, নকরে নিতাই, প্রলয়ঙ্করী, নৈরাকার ইত্যাদি অভিনীত হয়।

এমারেল্ড

৺রমেশ দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'—ইন্দ্রনাথ—প্রিয়নাথ, শকুনি—মতি সুর, বিমলা—সুকুমারী, মহাশ্বেতা—প্রকাশ, মাসুমি কাবুলি—মুক্তকি।

অতঃপর এমারেল্ড উঠিয়া যায় এবং সিটি* ভাড়া নেয়।

রয়েল বেঙ্গল

১৮ জানুয়ারী—রাজসিংহ

৮ আগষ্ট—ধ্রুব ১৯ ডিসেম্বর নরোত্তম ঠাকুর।

*এখানে আসিবার পূর্ব্বে সিটি একমাস মিনার্ভায় অভিনয় করে।

১৮৯৭

মিনার্ভায়

গিরিশ চলিয়া যাইবার পরে আনন্দমঠ পুনরভিনীত হয়। চুণীবাবু পরিচালনা করেন। দুর্গাদাস দে সহায়তা করেন।

৩ জুলাই—জুবিলি যজ্ঞ—দুর্গাদাস।

৭ আগষ্ট—সুবর্ণ গোলক (ঐ)

১৪ আগষ্ট—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (ঐ)

৩০ সেপ্টেম্বর—জীবন্ত প্রতিমা (রাজেন্দ্র সরকার) কার্ত্তিকচাঁদ—চুণীলালবাবু

২৭ নভেম্বর—আলিবাবা (অতুল মিত্র)

২৫ ডিসেম্বর—'প্ল্যাবাবু' ও 'ছবির বাজার'—(দুর্গাদাস)

ষ্টার

৯ জানুয়ারী—বৌমা or Modern Wife (অমৃত বসু)।

উপেন্দ্র মিত্র—বামাদাস।

২২ জুন—হীরক জুবিলি (গিরিশ) নট—অমৃত মিত্র, মাতাল—দানিবাবু।

১১ সেপ্টেম্বর—পারস্য প্রসূন (গিরিশ)

হারুন উল রসিদ—অঘোর পাঠক, ইব্রাহিম—জীবনকৃষ্ণ সেন।

১১ সেপ্টেম্বর—মায়াবসান (গিরিশ)

কালীকিঙ্কর—গিরিশ, গণপতি—অক্ষয় কোঙার, হলধর—দানিবাবু, মাধব—সুরেন মিত্র, অন্নপূর্ণা—তারাসুন্দরী, রঙ্গিণী—নরী, বিন্দু—নগেন্দ্রবালা।

২৫ ডিসেম্বর—গ্রাম্যবিভ্রাট (অমৃত বসু)

ভোলা কামার—দানিবাবু, দেশহিতৈষী—অক্ষয় কোঙার

সিটি (এমারেল্ড ষ্টেজে)

২৭ ফেব্রুয়ারী—দেবী চৌধুরাণী (অতুল মিত্র কর্ত্তৃক রূপান্তরিত)

ব্রজেশ্বর—প্রবোধ ঘোষ, ভবানী পাঠক—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, দেবী—গোলাপ (ছোট), নিশি—কুসুম (বিবাদ), জো লানি—গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, রঙ্গলাল—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হরবল্লভ—চণ্ডীচরণ দে।

অভিনয় খুব ভাল হয়। ভবানী পাঠক খুব ভাল অভিনয় করেন।

অতঃপরে ক্লাসিক এই ষ্টেজ ভাড়া নেয়। টেনমাসের তিনদিন থাকিতে ইহাদিগকে উঠিয়া যাইতে হয়। সিটি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

ক্লাসিক থিয়েটার

স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১২০০৲ টাকা অগ্রিম ও ২৫০৲ আড্ডাই

শত টাকা মাসিক ভাড়ায় এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়া 'গুড্ ক্রাইস্টে' হইতে ক্লাসিক খোলেন। ১৩ই এপ্রিল নল দময়ন্তী ও বেল্লিক বাজার, ১৭ই পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন এবং ১৮ই দক্ষযজ্ঞ ও বেল্লিকবাজার নাটকের অভিনয় হয়। অতঃপরে তরুবালা, হারানিধি, দেবীচৌধুরাণী, রাজা ও রাণী প্রভৃতিও অভিনীত হয়। হারানিধিতে সুপ্রসিদ্ধ ট্রেজিডিয়ান মহেন্দ্র বসু হরিশের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমরবাবু—নল, সিরাজ, শিব, ব্রজেশ্বর, অঘোর, অখিল প্রভৃতি ভূমিকা নিতেন।

২১ জুন*—হরিরাজ (নগেন্দ্র চৌধুরী)

হরিরাজ—অমর, শ্রীলেখা—ছোট রাণী, রাণী অরুণা—তারাসুন্দরী, জয়াকর—মণ্টু বাবু, দধিমুখ—ভোলানাথ দাস। সুর সেন—পূর্ণ ঘোষ, কুলধ্বজ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।

২০ নভেম্বর—আলিবাবা (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

আলিবাবা—পূর্ণ ঘোষ, কাসিম—হরিভূষণ, হোসেন—অমর দত্ত, আবদালা—নৃপেন বসু, মুস্তাফা—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, মর্জ্জিনা—কুসুম কুমারী, সাকিনা—ভূষণ, ফাতিমা—রাণীসুন্দরী, দস্যু সর্দ্দার—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

২৫ ডিসেম্বর—কাজের খতম (অমর), মতিলাল—অমর বাবু, গ্যাকরা—পূর্ণ ঘোষ, চুকটওয়ালী—কুসুম কুমারী।

রয়েল বেঙ্গলে

১৩ মার্চ্চ—দেবীচৌধুরাণী।

১২ জুন—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৬ নভেম্বর—পরশুরাম।

১৮৯৮

ক্লাসিক

৮ মার্চ্চ—দোললীলা (অমরেন্দ্র)

মার্চ্চের আরম্ভে প্লেগের খুব উৎপাত আরম্ভ হয়

২৭ আগষ্ট হইতে প্রফুল্ল পুনরভিনীত হয়। যোগেশ—গিরিশচন্দ্র, রমেশ—চুণীবাবু, সুরেশ—কাশীবাবু, জানদা—তিনকড়ি, ভজহরি—অমর দত্ত।

---

* কবিরাজ চন্দ্রকুমার সেনের নেতৃত্বে ভিক্টোরিয়া ক্লাবে ইতিপূর্ব্বে হরিরাজ অভিনয় হইত। এখন চন্দ্রবাবু অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহার পোষাকাদি অমর বাবুকে অর্পণ করেন। সেখানে রাজা হইতেন শ্রীলেখা, অরুণা হইতেন নরোজিনী।

২৪ সেপ্টেম্বর—ইন্দিরা (বঙ্কিমের উপন্যাস অমর কর্তৃক নাটকান্তরিত)

উপেন্দ্র—অমর বাবু, ইন্দিরা—কুসুম কুমারী, রমণ বাবু—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুভাষিণী—রাণীসুন্দরী, দারওয়ান—গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালু সর্দ্দার—চুণী দেব।

২৫ ডিসেম্বর—নিস্তুলা (অমর)

বণ্ড—রাণুবাবু, কুষ্মাণ্ড—দানিবাবু, কিশোর—অমরবাবু, নিস্তুলা—প্রমদা, কৃষ্ণ—কুসুম, রাধা—রাণীসুন্দরী

মিনার্ভা

নানা বিপর্য্যয়। স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন। অবস্থা শোচনীয়।

রয়েল বেঙ্গল

১৯ ফেব্রুয়ারী—দমক খাঁ, মাইমুণি—সুকুমারী

২৫ সেপ্টেম্বর—[illegible] (ক্ষীরোদপ্রসাদ) চন্দ্রকুমার—নৃপেন বসু।

ষ্টার

ক্লিওপেট্রা—রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্লেগের দরুণ থিয়েটার বন্ধ থাকে। গিরিশও মার্ভেল থিয়েটারের [illegible] হইয়া [illegible] যান। ২৫ জুন [illegible] পাশ করাইয়া পুনরায় টার খোলা হয়।

১০ সেপ্টেম্বর—হরিশ্চন্দ্র (অমৃত বসু)

হরিশ্চন্দ্র—অমৃত মিত্র, বিশ্বামিত্র—অমৃত বসু, শৈব্যা—তারাসুন্দরী, বিদূষক—[illegible], [illegible]—ঘনশ্যাম দে, [illegible], [illegible]—উপেন্দ্র মিত্র।

অভিনয় অতি চমৎকার হইত। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা [illegible]।

১৮৯৯

মিনার্ভা

নাগেন্দ্রভূষণের মিনার্ভার বহু বিপর্য্যয় ও পরিবর্তন ঘটে। পরে এপ্রিল শ্রীপুরের জমিদার বাবু নরেন্দ্র সরকার ক্রয় করেন।

২৯ মে—শ্রী (দুর্গাদাস দে)

১২ আগষ্ট—মদালসা (নরেন সরকার)

৩০ সেপ্টেম্বর—কিশোর সাধন (উপেন্দ্র বিদ্যাভূষণ)

৫ নভেম্বর—Encore 99.

ষ্টার

২৪ জুন—বহু দিন পরে 'শরৎ সরোজিনী' অভিনীত হয়

২৬ আগষ্ট—মৃচ্ছকটিক (বসন্তসেনা) নৃত্যকবিরাজ প্রণীত

২৩ সেপ্টেম্বর—সাবাস আঠাস্ (অমৃতলাল)

(ম্যাকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদ স্বরূপ)

৫ঠা নভেম্বর—বিরহ (দ্বিজেন্দ্রলাল), গোবিন্দ—কালী চট্টোপাধ্যায়

২০ ডিসেম্বর—যাদুকরী (অমৃত বসু)

ইহার ক্ষুদ্র সংস্করণ পূর্ব্বে ১৮৭৮এ ন্যাশনালে অভিনীত হইয়াছিল।

ক্লাসিক

জানুয়ারী—নির্ম্মলা (অমর দত্ত)

কিশোর—অমর, নির্ম্মলা—প্রমদা, গুরুমহাশয়—পূর্ণ ঘোষ

২৫ মার্চ্চ—সিন্ধুবধ (৺রাজকৃষ্ণ রায়) সিন্ধু—কুসুম, দশরথ—অমর.

গিরিশচন্দ্রকে নাট্যাচার্য্য করিয়া আনা হয়।

২৯ মে—হীরার ফুল (গিরিশ)

১০ জুন—দেলদার (গিরিশ)

দেলদার—নৃপেন বসু, পিয়াসা—কুসুমকুমারী, ধারা—ভূষণকুমারী, রেখা—প্রমদাসুন্দরী, সরল—দানি, গহন—অমর, কুহকী—অঘোর পাঠক।

২৬ আগষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ (অমর), শ্রীকৃষ্ণ—কুসুম, রাধিকা—ভূষণকুমারী, যশোদা—পান্নারাণী, জটিলা—কুমুদিনী, কুটিলা—গুলফম্।

১৬ সেপ্টেম্বর—ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল অমর কর্ত্তৃক নাটকাকারিত। বারুণী পুকুর ও পোষ্টাফিস প্রভৃতি দৃশ্য গিরিশ কর্ত্তৃক সংযোজিত)

গোবিন্দলাল—অমর দত্ত, ভ্রমর—কুসুম, যামিনী—ভূষণকুমারী, রোহিণী—প্রমদা, কৃষ্ণকান্ত—মহেন্দ্র বসু, হরলাল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণ ঘোষ, নিশাকর—দানিবাবু, মাধবীনাথ—চণ্ডী দে, হরে—নৃপেন বসু, সোণা—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, রূপো—অহীন্দ্র

১৯০০

ক্লাসিক

১লা জানুয়ারী—মজা (অমর)

ছাত্রদের মেসের দৃশ্যটী ছাত্রমহলে বড় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

মিঃ ধুরন্ধর পাকড়াশী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, হরিহর—অমরবাবু, কানাই—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, মালতী—প্রকাশ, কুলকুমারী—কুসুম, মোহিনী—প্রকাশ।

১৭ ফেব্রুয়ারী—পাণ্ডব গৌরব (গিরিশ)

কঞ্চুকী—গিরিশ, ভীম—অমর দত্ত, সুভদ্রা—তিনকড়ি, শ্রীকৃষ্ণ—প্রমদা,

উর্ব্বশী—কুসুম, ভীষ্ম—মহেন্দ্র বসু, কৃষ্ণ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মহাদেব ও দুর্ব্বাসা—চণ্ডী দে, ইন্দ্র ও বিদুর—হীরালাল চট্টো, কার্ত্তিক ও দুর্য্যোধন—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, নারদ শকুনি ও দূত—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, ঘেসেড়া—নৃপেনবাবু, ঘেসেড়াণী—লক্ষ্মীমণি, বলরাম—অহীন্দ্র দে, সাত্যকী ও কর্ণ—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, যুধিষ্ঠির—নটবর চৌধুরী, রুক্মিণী—ভূষণ, কুন্তী—গুলফম, অর্জ্জুন—নীলমণি ঘোষ

২৬ মে—ছুটিপ্রাণ (অমর)

সুন্দর—অমরবাবু, মালিনী—কুসুম, বিদ্যা—রাণীসুন্দরী, রাণী—প্রমদা, সীতাভোগওয়ালা—নৃপেনবাবু, মিহিদানাওয়ালী—বিনোদিনী (ফেঁদি)।

৩০ জুন—সীতারাম, গঙ্গারাম—মহেন্দ্র বসু, সীতারাম—অমর, শ্রী—কুসুম, নন্দা—রাণীসুন্দরী, রমা—[illegible], জয়ন্তী—ভূষণ, চন্দ্রচূড়—হরিভূষণ, ফকির—জীবন সেন, মুরলা—গুলফম, চাঁদশা—নটবর চৌধুরী, মৃন্ময়—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গঙ্গারামের স্ত্রী—প্রিয়া সরকার।

[illegible] অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনে দেন "নট, নর্ত্তকী ও নাপিত—ইঁহাদের পার হইলেই কাজের নাম হইয়া যায়।" আরও লেখা হইল—"ক্লাসিকের সীতারাম স্থবির নহে, বলদৃপ্ত যুবক।" তিনি নানারূপ ব্যঙ্গচিত্রও বাহির করিলেন—কোনটাতে দাড়িগোঁফ আঁকিয়া উভয়কে, দুইদিকে বসান হইল, কোনটাতে টাক, [illegible] দেখান হইল। মিনার্ভার উত্তর [illegible] dignified কেবল একটিতে লেখা হয়—"Howling is not acting."

'সীতারাম' অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশের দলের সহিত কোনরূপেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল তাঁহাদের দলের গঙ্গারাম ছিল অতুলনীয়।

২২ আগষ্ট—সোনার স্বপন (পঞ্চরঙ্গ [illegible]), [illegible]—অমর, [illegible]—কুসুম, [illegible]—রাণীসুন্দরী, [illegible]—বিনোদিনী (ফেঁদি)

২৯ আগষ্ট—পিরীতফুল (অমর), [illegible]—অমরেন্দ্র, [illegible]—ভূষণ, [illegible]—হরিদাসী (গুলফম), [illegible]চাঁদ—জীবন সেন

১১ নবেম্বর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিকে আসেন। অমরেন্দ্র স্বীকার করেন "গিরিশ বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিজেরই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলাম।"

মিনার্ভা থিয়েটার

১০ মার্চ্চ—মাধবী কঙ্কণ (রমেশ দত্তের উপন্যাস)।

২০ জুন—সীতারাম (বঙ্কিমের উপন্যাস গিরিশ কর্ত্তৃক নাট্যাকারিত)

সীতারাম—গিরিশ, শ্রী—তিনকড়ি, জয়ন্তী—সুশীলা, গঙ্গারাম—দানিবাবু,

নন্দা—সরোজিনী, রমা—পুঁটুরাণী, মুরলা—সুধীরাবালা (পটল), ধাত্রী—হিরন্ময়বালা, চন্দ্রচূড়—অঘোর পাঠক, মৃন্ময়—প্রিয় ঘোষ, কাজী—কিশোরীমোহন কর, শাহ ফকির—কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর স্বামী—ঠাকুরদাস চট্টো, চাঁদশাহ—কেদারনাথ দাস, ফৌজদার প্রধান—ম্যাঙ্গাস।

১৫ জুলাই—আনন্দমঠ পুনর্জ্জীবিত হয়। শান্তি—পুঁটু,

২২ জুলাই—মণিহরণ (গিরিশ)

১৫ আগষ্ট—নন্দদুলাল (গিরিশ)

আয়ান—দানিবাবু, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়ি, রাধিকা—সুশীলা, বলরাম—পুঁটুরাণী।

২৯ আগষ্ট—বঙ্কিমের সুবর্ণ গোলক (দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক)

১লা ডিসেম্বর—জেরিণা (নরেন সরকার)

জেরিণা—সুশীলা, আরেষণ—তিনকড়ি

ষ্টার থিয়েটার

২৮ এপ্রিল—আদর্শ বন্ধু (অমৃত বসু)

পৃথ্বি—দানিবাবু, দণ্ডারসিং—চুণীবাবু, নিশিকান্ত—কৃষ্ণভামিনী

২৫ আগষ্ট—কিরণশশী

২৫ ডিসেম্বর—অন্নদামঙ্গল

ত্র্যহস্পর্শ (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস

১৯০১—১৯১২

পুরাতন শতাব্দী পড়িতে পড়িতেই রঙ্গমঞ্চ জাতীয়তা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়ে। উক্ত শতাব্দির সন্ধিস্থলে সৌভাগ্যক্রমে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম লইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। অতঃপরই প্রতাপাদিত্য হইতেই বিজয় বৈজয়ন্তীরূপে জাতীয়তার বীজ উপ্ত করে। জ্ঞানেন্দ্রের 'বেঙ্গল ষ্টেজ' রচয়িতাদের ক্রম বিকাশ।

সর্ব্বাপেক্ষা জাতীয়তার উৎস প্রবাহিত হয় মিনার্ভায়। সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী, দুর্গাদাস, রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন, সাজাহান সেখানে মিনার্ভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। কোহিনুরও চাঁদবিবি লইয়া আসর জমাইয়া মিনার্ভার জাতীয়তামূলক নাটকাবলীর পুনরভিনয় করে। প্রতাপাদিত্যের পরে,—রাণাপ্রতাপ, পদ্মিনী, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত এবং নন্দকুমার ষ্টারের গৌরব সমভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু জাতীয়তা প্রচারে ক্লাসিকের গৌরবও কম নয়। মিনার্ভার প্রতিযোগিতায় এখানেও সীতারামের অভিনয় হয়। তৎপরে এখান হইতেই বিবেকানন্দানুপ্রাণিত আদর্শকর্ম্মী বঙ্গীয় যুবক রঙ্গলালের মহদাদর্শ উপস্থিত করা হয়। আর 'সংনাম'ও ক্লাসিকে অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তির বিমল স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। "বঙ্গের প্রতাপ"ও এখানে অভিনীত হয়।

জাতীয়তামূলক নাটক ব্যতীত সামাজিক নাটক—'বলিদান', 'শান্তি কি শান্তি', 'গৃহলক্ষ্মী', ধর্ম্মমূলক নাটক 'অশোক', 'শঙ্করাচার্য্য', 'তপোবল' ও ঐতিহাসিক 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি নাটক নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব করিয়া জাতীয়জীবন গঠনে সহায়তা করে। বস্তুতঃ এই মাহেন্দ্র যুগেই বাংলার রঙ্গমঞ্চ প্রকৃতভাবে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়।

১৯০১

মিনার্ভা

১৬ মার্চ্চ—বঙ্গবিজেতা—এবং মহেন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকসভা।

৬ এপ্রিল—বসন্ত রায় (রবীন্দ্র)—(পুনরভিনীত)

১লা জুন—সাধের বাসর, ১৩ জুন—চুনিয়া

২২ জুন—কপালকুণ্ডলা (অতুল মিত্র)—পুনরভিনীত

৬ অক্টোবর—প্রাণেরহাসি

২৫ ডিসেম্বর—কুঞ্জ ও দরজী (চুণী দেব)

[এই বৎসর মিনার্ভার অবস্থা শোচনীয়।

ক্লাসিক

১লা জানুয়ারী—চাবুক (অমর)—প্রিয়নাথ—অমরেন্দ্র, মধুরচাঁদ—অহীন্দ্র দে, ইনস্পেক্টার—পোঁচ চক্রবর্ত্তী, তরঙ্গিনী—কুসুম

২৬ জানুয়ারী—অশ্রুধারা (গিরিশ) মহারাণীর মৃত্যু উপলক্ষে।

ভারতমাতা—কুসুম, দুর্ভিক্ষ—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, প্লেগ—মহেশ্বর চৌধুরী, অরাজকতা—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ভারত সন্তান—অমর দত্ত।

১৯০১, ২২ মার্চ—বেহারীলালের মৃত্যু

১৯০১, ২৪ এপ্রিল, বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেঙ্গল উঠিয়া যায়।

অন্যোন্যা (গুরুপ্রসাদ মৈত্রের) বেঙ্গল ষ্টেজে

ম্যানেজার—নীলমাধব চক্রবর্তী।

১৭ আগষ্ট—দক্ষিণা (ক্ষীরোদপ্রসাদ) ভৈরব—রাণুবাবু, সুষমা—কুসুম (বিষাদ), সুরমা—হরিমতি।

৫ অক্টোবর—সাধনা—

১৬ নভেম্বর—'দেবী চৌধুরাণী'। ভবানী—নীলমাধব, ব্রজেশ্বর—প্রবোধ ঘোষ, হরবল্লভ—অক্ষয় চক্রবর্তী, প্রফুল্ল—গোলাপ, নিশি—কুসুম (বিষাদ)

১৪ ডিসেম্বর—শরসুন্দরী (লেডী অব দি লেক)—এলেন—তারা

২৫ ডিসেম্বর—মাধবী বা পঞ্চশাসন (অতুল মিত্র)

১৯০২

মিনার্ভা।

১৯ জুলাই—সোনা (নটিনীদের অভিনেত্রী)

১৫ই নভেম্বর—আসমান (চুনীবাবু) [মিনার্ভার অবস্থা শোচনীয়]

ক্লাসিক

১লা জানুয়ারী—বসন্ত আফো (দ্বিজেন্দ্রলাল)

চৌধুরী সাহেব—অমরবাবু, রেবেকা—কুসুমকুমারী, উমেশচন্দ্র—পাঠক, চন্দ্রমতি—নগেন্দ্রবালা (বুঁচি) সৌদামিনী—তারাসুন্দরী

এই সময়ে দ্বিপ্রহরেও অভিনয় হয়।

২২ মার্চ—'শিবাজী'। শিবাজী—অমরেন্দ্র, গুরুদেব—দানিবাবু, সইবাই—প্রমদা, রোসেনারা—কুসুম, রামদাস স্বামী—পাঠক, যশোবন্ত সিংহ—চন্দ্রকুমার সেন।

১২ এপ্রিল—কটিকজল

৯ই জুন—শাস্তি (গিরিশ) বুয়র যুদ্ধাবসানে

১৯ জুলাই—ভ্রান্তি (গিরিশ) রঙ্গলাল—গিরিশ, গঙ্গা—কুসুম, নিরঞ্জন—অমর, পুরঞ্জন—দানি, অন্নদা—প্রমদা, লাঠিয়াল—হরিভূষণ, উদয় নারায়ণ—অঘোর পাঠক, মাধুরী—ভুবনেশ্বরী, ললিতা—রাণীসুন্দরী, বৃন্দা—সুহাসিনী

৮ই আগষ্ট—(১) অভিষেক, (২) অনাথিনী (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

২৭ সেপ্টেম্বর—সাটগোৱাক (অমর)

৪ঠা অক্টোবর—ভক্তবিটেল (অমর)

২৫ ডিসেম্বর—আয়না (গিরিশ)

সদাশিব ভুঁই—চণ্ডী দে, সৃষ্টিধর—অমরবাবু, সৃষ্টিধর ভূমিকায় ৪।৫ রাত্রি গিরিশবাবু অভিনয় করেন। আনন্দরাম—পূর্ণ ঘোষ, কিশোরী—কিরণবালা, তড়িৎকুমারী—ছোট রাণী, বামা—কুমুদিনী

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—নবজীবন (অমৃত বসু)

১৯ জুলাই—সপ্তম প্রতিমা (ক্ষীরোদ)

৪ঠা অক্টোবর—সাবিত্রী (ক্ষীরোদ) মাণ্ডব্য—অমৃত মিত্র।

২৫ ডিসেম্বর—বেদৌরা (ক্ষীরোদ)—অপেরা।

অরোরা (বেঙ্গল ষ্টেজে)

১৫ মার্চ্চ—কাল পরিণয় (রামলাল বন্দ্যো)

শম্ভু—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা—তারা, জগদীশ—নীলমাধব, মণীন্দ্র—প্রিয়নাথ, কিশোরী—হরিমতি

১৭ মে—রিজিয়া (মনোমোহন রায়, স্যার ওয়ালটার স্কটের কেনিলওয়ার্থ অবলম্বনে)

রিজিয়া—তারাসুন্দরী, ঘাতক—মুস্তফী, বক্তিয়ার—প্রবোধ ঘোষ, ইন্দিরা—হরিমতি, (পরে জয়দেবের পদ্মা)

১লা আগষ্ট—একাদশ বৃহস্পতি (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন)

দালাল বালক—তারাসুন্দরী

২৩ আগষ্ট—রাধারাণী—মণিকর্ণিকা ঘাট, মাহেশের রথখোলা দেখান হয়।

১৩ ডিসেম্বর—পরিতোষ (রামলাল বন্দ্যো)—সোহাগ—তারা।

১৯০৩

মিনার্ভা

লেসি—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

২ নভেম্বর—রঘুবীর (ক্ষীরোদ)। রঘুবীর—অমর, হুজিয়া—প্রিয় ঘোষ, জাফর—খগেন সরকার, শ্যামলী—পুঁটুরাণী, পরীবানু—রাকী, অনন্তরাম—[illegible] দেবল—হাবুবাবু, খণ্ডারাম ও কৃষক—ম্যাজান, মধু—গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, খণ্ডারাম মা—ভুলকমু হরি।

১৬ নভেম্বর—আনন্দমঠে জীবানন্দ অমরবাবু, শান্তি—ছোটরাণী।

[বহু দিন বন্ধ রাখিবার পরে মিনার্ভা অমর বাবুর হাতে পড়িল, কিন্তু দুই থিয়েটার পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল]

ষ্টার

১৫ আগষ্ট—প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরোদ)

প্রতাপাদিত্য—অমৃত মিত্র, বিক্রমাদিত্য ও রডা—মুস্তফি, বিজয়া—নরীসুন্দরী, কল্যাণী—বসন্ত, বসন্ত রায়—অক্ষয় কোঁয়র, গোবিন্দদাস—কাশীবাবু, আকবর—উপেন্দ্র মিত্র, সেলিম—ননীলাল দত্ত, চণ্ডীবন—নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২৫ ডিসেম্বর—বৃন্দাবন বিলাস (ক্ষীরোদ)

ক্লাসিক

২৯ আগষ্ট—প্রতাপাদিত্য (হারাণ রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' অমর বাবুর দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত)

প্রতাপ—অমর, শঙ্কর—দানিবাবু, রাজলক্ষ্মী—তিনকড়ি, কল্যাণি—কুসুম, তোরাব—হরিভূষণ, বসন্ত রায়—পূর্ণ ঘোষ, বিক্রম—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দরাও ও রডা—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছোট রাণী—ব্লাকী।

[কয়েক রাত্রি পরে দানিবাবু ইউনিকে যান]

২১ নভেম্বর—হিরণ্ময়ী (অতুল মিত্র কর্ত্তৃক) চপল—নৃপেন্ বসু, চঞ্চল—হীরালাল চট্টো, পুরন্দর—পূর্ণ ঘোষ, অমলা—কুসুমকুমারী, হিরণ্ময়ী—কিরণবালা, আনন্দস্বামী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

গিরিশ এই বৎসর অনেকবার সাধক, উড্ ও জরিপের ভূমিকায় নামেন।

ইউনিক্ (রয়েল বেঙ্গলে)

গিরিমোহন মল্লিক—লেসি, ম্যানেজার—সতীশ চট্টো

২১ জুন—রত্নমালা (সতীশ চট্টো), মন্দারমালা—তারা, রত্নমালা—সুশীলা, পুরন্দর—ক্ষেত্র মিত্র, প্রমোদকুমার—প্রবোধ বসু

১৬ সেপ্টেম্বর—শ্মশান Fall of Mewar.

চাউল ব্যবসায়ী রামপাত্র দলটী ভাঙে। ক্ষেত্রবাবু দানিবাবু, চুণীবাবুকে আনিয়া গিরিমোহনকে দিয়া 'তারাবাঈ' অভিনয় করেন।

১৪ নভেম্বর—লহর কুমার।

২১ নভেম্বর—তারাবাঈ (দ্বিজেন্দ্রলাল) পৃথ্বিরাজ—দানি, তারাবাঈ—

তারা, তমসা—প্রকাশ, পাজ্ঞদেব—নগেন্দ্র, পৃথিবীশ্বরী—বিনোদিনী, সুলতান কান্তিকবাবু, ঐ পত্নী—সুধীরা, শুক্র—ভূপেন, ব্রাহ্মণ—তারক পালিত, সূর্য্যমল চুণীবাবু, গদ—মন্টুবাবু, জল্লাদ—রাণুবাবু।

১৯০৪

মিনার্ভা

৯ই জানুয়ারী—হিতে বিপরীত—(জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর)

ফেব্রুয়ারীতে সম্প্রদায় ঢাকা যায়। পরে অমরবাবু চুণীবাবুর উপর মার্চ্চ মাসের পরে ভার দেন।

২৩ এপ্রিল—সংসার (মনোমোহন গোস্বামী) প্রিয়নাথ—গ্রন্থকার, হারু মাষ্টার—হাবুবাবু, নবখুড়ো—সতীশ বন্দ্যো, বড় সাহেব—চুণীবাবু, ছোট সাহেব—ক্ষেত্রবাবু, রমেন্দ্র—মন্টুবাবু, বিনোদ—নিখিলবাবু, বামা—বিড়ালহরি, প্রতিভা—সরোজিনী, শবরূ—বিষাদকুসুম।

১২ জুন—মুরলা (মনোমোহন গোস্বামী)

জুলাই মাসে অমরেন্দ্রনাথ মনোমোহন পাণ্ডের বরাবর লিজ হস্তান্তরিত করিয়া দেন এবং চুণীবাবুই মনোমোহনবাবুকে ভাড়া দিয়া থিয়েটার পরিচালনা করেন।

৩০ জুলাই—শান্তিধারা (বৈকুণ্ঠ বসু)

২২ আগষ্ট হইতে বসুমতীর সহযোগে উপহার বিতরণ করায় প্রতি রাত্রে ৯ শত টাকা করিয়া আমদানি হইতে থাকে

৫ নভেম্বর—ঐন্দ্রিলা (মনোমোহন রায়)—ঐন্দ্রিলা—তারা, বৃত্র—চুণীবাবু, কার্ত্তিক—ক্ষেত্রবাবু, সূর্য্য—অপরেশ, কন্দপীড়—নিবারণ

২৪ ডিসেম্বর—ভগবান ভূত (অর্দ্ধেন্দুবাবু)

ভগবান ভূত—হরিদাস দত্ত

২৫ ডিসেম্বর—নসীব—(চুণীবাবু) তিনকড়ি সাজিমাটী ওয়ালীবেশে গান করেন। তারপর অভিমানে ছেড়ে দেন। গিরিশবাবু গান বাঁধিয়া দেন।

১০ ডিসেম্বর—প্রতাপাদিত্য। বিক্রমাদিত্য ও রডা—সুন্তকী, প্রতাপ—চুণীবাবু, বসন্তরায়—তারকনাথ পালিত, গোবিন্দরায়—ক্ষেত্র মিত্র, গোবিন্দরাম—মোহিতমোহন গোস্বামী, ভবানন্দ—মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), সুন্দর—মন্টুবাবু, শঙ্কর—অপরেশ, কল্যাণী—তারাসুন্দরী, বিজয়া—কিরণবালা (পরে নলীনী), মোহিনী—সরোজিনী। বিক্রী—২২৮৲ হইতে ১০০০৲

ষ্টার

৩০ সেপ্টেম্বর—রত্নাবতী (ক্ষীরোদ), মধুই সদার—অমৃতবাবু, বলাই—দানিবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—বাহবাবাতিক (অমৃত বসু)

ক্লাসিক

৩০ এপ্রিল—সৎনাম (গিরিশ)

রণেন্দ্র—অমর, বৈষ্ণবী—কুসুম, আওরঙ্গজেব—দানিবাবু, ফকিররাম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, চরণ দাস—ঘাঙ্গাম, কল্যাণী—রাণীসুন্দরী, মোহিনী—পান্নারাণী, পান্না—ব্লাকী।

মুসলমানদের আপত্তি ও গোলযোগে ২১ মে (৬ষ্ঠ রাত্রি), হইতে অভিনয় বন্ধ হয়। অর্থাৎ মোটে ২ রাত্রি অভিনয় হয়।

১লা জুন—দাতা—দাতা কুসুম, রঙ্গরাজ—অমর,

৪ঠা জুন—পেয়ার—রূপরাজ—অমর, পেয়ার—কুসুম

১০ জুলাই—শ্রীরাধা (অমর) ২০ আগষ্ট—বিক্রমাদিত্য (রাজকৃষ্ণ রায়)

উপহার-বিতরণ-রাত্রিতে অমরেন্দ্র চূণীবাবুর সহিত গাহিয়া যান।

২৭ নভেম্বর ('চোখের বালি', রবীন্দ্র উপন্যাস, রূপান্তরিত)—মহেন্দ্র—অমর, বেহারী—মনোমোহন গোস্বামী, বিনোদিনী—কুসুম। আশা—ব্লাকী, অন্নপূর্ণা—জগত্তারিণী

২৫ ডিসেম্বর—প্রেমের পাথার (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন)

খাঁ আলম—অমরবাবু, দিলজান—কুসুমকুমারী, সোনাব—মনোমোহন গোস্বামী।

১৯০৫

মিনার্ভা

[মাঘমাসে মামলাতে পাস লইয়া চূণীবাবু ও মনোমোহন পাঁড়ের মধ্যে গোলমাল। মিনার্ভা এবার চূণীবাবুই পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। বিরক্ত হইয়া তিনি ছাড়িয়া দেন। ছাড়িবার সময়ে মোটে তাঁহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়]

৫ঠা মার্চ্চ—হরগৌরী (গিরিশ)

হর—তারক পালিত, গৌরী—তারাসুন্দরী, নারায়ণ—ক্ষেত্র মিত্র, নন্দী—মনোরমা, বিজয়া—সরোজিনী (নেড়ি), রতি—হিরণ্ময়বালা (নেলী)

দ্বিতীয় রাত্রি হইতেই গিরিশবাবু উক্ত ভূমিকায় নামেন।

৮ এপ্রিল—বলিদান (গিরিশ)

করুণাময়—গিরিশ, রূপচাঁদ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, দুলাল—দানিবাবু, কিশোর—অপরেশচন্দ্র, মোহিত—ক্ষেত্র মিত্র, রমানাথ—হীরুবাবু, মনোরম—নট্টবাবু, মুকুন্দ—হরিদাস দত্ত, সরস্বতী—তারা, জোবি—সুশীলা, মাতঙ্গিনী—সুধীরাবালা (পটল), রাজলক্ষ্মী—নগেন্দ্রবালা, যশোমতী—সরোজিনী, নিভাননী—কিরণবালা, হিরণ্ময়ী—চারুবালা, জ্যোতির্ম্ময়ী—মনোরমা, ঝি—চপলাসুন্দরী

'বলিদান'ই মিনার্ভা থিয়েটারের মর্য্যাদা বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। 'বলিদান' উপহার ব্যতিরেকেই চলিতে লাগিল। প্রথমে ২।৩ শত টাকা বিক্রী হইলেও, ক্রমেই আমদানি বাড়িতে লাগিল। সর্ব্বোপরি থিয়েটারের গাম্ভীর্য্য এবং উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে লোকের প্রতীতি জন্মিল।

২৯ জুলাই—রাণা প্রতাপ (দ্বিজেন্দ্রলাল), মেহেরের ভূমিকায় সুশীলাবালা "বসিয়া বিজন বনে" প্রথম গানেই মুগ্ধ করেন। ষ্টারের মেহেরের চেয়েও ইনি ভাল অভিনয় করেন।

রাণাপ্রতাপ—দানিবাবু, শক্তসিংহ—অপরেশবাবু, পৃথ্বীরাজ—মুস্তফি, মানসিংহ—নট্টবাবু, আকবর—নরেন্দ্র বন্দ্যো, সেলিম—ক্ষেত্রবাবু, পুরোহিত—হীরুবাবু, যোশীবাঈ—তারাসুন্দরী, দৌলত—তারা (কিরণবালার হওয়ার কথা ছিল) ইরা—ভূষণকুমারী, লক্ষ্মী—সুধীরাবালা (পটল)

[মোটের উপর ষ্টারের রাণাপ্রতাপ মিনার্ভা অপেক্ষা অনেক ভাল হয়। ষ্টারে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্রের "হলদীঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটি চারিজন সৈন্যকে দিয়া একটী দৃশ্যে আবৃত্তি করান। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মিনার্ভার দ্বারা পর সপ্তাহ হইতেই রাণাপ্রতাপ অভিনয় করান। কয়েক রাত্রি গিরিশচন্দ্র প্রথমেই উক্ত কবিতাটী আবৃত্তি করেন।

গিরিশবাবুর দুই অঙ্ক 'রাণাপ্রতাপ' লেখা ছিল। অতঃপর তিনি উহা বন্ধ করেন।

৭ সেপ্টেম্বর—সিরাজদ্দৌলা (গিরিশ)

সিরাজ—দানিবাবু, মোহনলাল—তারক পালিত, ক্লাইভ—ক্ষেত্রবাবু, করিম চাচা—গিরিশচন্দ্র, দানশা (প্রথম রাত্রিতে অতুল গাঙ্গুলী পরে মুস্তফি) [illegible]—মুস্তফি, মিরমদন—নট্টবাবু। মিরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্তী, [illegible]—[illegible] ঘোষ। লুৎফা ও [illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible] পাল

জহুরা—তারাসুন্দরী, বেগম—সুশীলাবালা, উন্মত্তজহুরা—সুবাসিনী আলিবর্দ্দি-বেগম—তারা, ওয়াট্‌স পত্নী ও বেগেটি—সুধীরাবালা (পটল)

'সিরাজদ্দৌলাই' মিনার্ভা-প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক।

২৫ ডিসেম্বর— বাসর (গিরিশ)

বিধাতাপুরুষ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, বিম্বাবতী—সুশীলা, জগন্নাথ—খাঁদিবাবু, বিক্রমাদিত্য—তারক পালিত,

ষ্টার থিয়েটার

১লা এপ্রিল—নারায়ণী (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

১২শে জুলাই—রাণাপ্রতাপ (দ্বিজেন্দ্রলাল)

প্রতাপ— অমৃতমিত্র, শক্ত—অমৃতবসু, মেহেরুন্নেসা—নরীসুন্দরী, মানসিংহ —অক্ষয় কোঁয়র, পৃথ্বীরাজ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দৌলত—বসন্তকুমারী

[অভিনয় অতি চমৎকার হয়]

২৩ ডিসেম্বর—পদ্মিনী (ক্ষীরোদ), পদ্মিনী—বসন্তকুমারী, আলাউদ্দিন—মহেন্দ্র চৌধুরী, লক্ষ্মণ সিংহ—অমৃত মিত্র, ভীমসিংহ—উপেন্দ্রমিত্র, নসীবন—নরী, ঐ পিতা—অক্ষয় কোঁয়র, হামিরের মা—সরযূবালা

২৫ ডিসেম্বর—সাবাস্ বাঙ্গালী (অমৃতলাল) [স্বদেশী, বয়কট, চরকা ও চাকুরীর কথা আছে]

গ্রাণ্ড থিয়েটার

(কর্জ্জন থিয়েটারে, হ্যারিসন রোড্)

অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক হইতে আসিয়া চুনীলাল দেব সহ গ্রাণ্ড থিয়েটার খোলেন।

৬ই মে—পৃথ্বীরাজ (মনোমোহন গোস্বামী), পৃথ্বীরাজ—অমরেন্দ্র দত্ত, জয়চাঁদ—চুনীদেব, বঙ্কিমরায়—নির্ম্মলবাবু, চাঁদকবি—নৃপেন বসু, সূর্য্যমল—অহীন্দ্রদে, সংযুক্তা—কুসুম, যোধমল—মনোমোহন গোস্বামী, মহম্মদ ঘোরী—গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, সমর সিংহ—চণ্ডীচরণ দে, যমুনা—হরিসুন্দরী (ব্লাকী) [খুব উপহারের বন্দোবস্ত হয়। বিশেষ সুবিধা হয় না]

২০ মে—ধুমু (অমর), রায়বাহাদুর—চণ্ডীদে, মন্দাকিনী কুসুম

২৯ জুলাই—বাঙ্গালার (অতুল মিত্র), শঙ্কর—অমরবাবু

[আগষ্ট মাসে দেবী চৌধুরাণীতে চণ্ডীচরণ দে'র ভবানন্দ ও বিমাথ কুসুমের প্রফুল্ল খুব ভাল হইত। লোক ঝিলে অভিনয় দেখিয়াছে]

১৮ অক্টোবর—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—বঙ্গমাতা কুসুমকুমারী, শান্তি—রাণী। অমরবাবু অতঃপরে বহু অভিনেতা অভিনেত্রী লইয়া ক্লাসিকে যান্।

২১ অক্টোবর—প্রতিফল

ফুমেলা—তিনকড়ি

ইহার পর গ্র্যাণ্ড উঠিয়া যায়। চুনীবাবু ন্যাশনালে যান।

ক্লাসিক

চুনীবাবু মিনার্ভা হইতে বিদায় নিয়া অমরবাবু সহ থিয়েটার করেন। শিবরাত্রির সময় 'হারানিধি' করেন। পরে উভয়ে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার করেন; কিছুদিন গ্র্যাণ্ড চালাইয়া অমর আবার সদলবলে ক্লাসিকে রিসিভারের অধীনে ৫০০৲ বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন।

৪ঠা নভেম্বর—'হ'ল কি ?' মিঃ নেলার—অমরবাবু

৩০ ডিসেম্বর—এস যুবরাজ

ন্যাসনেল (বেঙ্গল ষ্টেজে)

২রা ডিসেম্বর—অদৃষ্ট (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৬ ডিসেম্বর—অবাক্ কাণ্ড

১৯০৬

মিনার্ভা

১১ ফেব্রুয়ারী—দুর্গেশনন্দিনী—বীরেন্দ্র সিংহ—গিরিশ ঘোষ, বিদ্যাদিগ্‌গজ—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, জগৎসিংহ—তারক পালিত, ওসমান—দানিবাবু, কতলুখাঁ—মণ্টুবাবু, অভিরাম স্বামী—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, তিলোত্তমা—সুশীলা (প্রথম রাত্রিতে প্রকাশ), বিমলা—তিনকড়ি, আয়েষা—তারা, আসমানি—চপলা।

দানিবাবু ও তারাসুন্দরী অত্যদ্ভুত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই pairটীর এই অভিনয় দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন।

১৬ই জুন—মিরকাশিম (গিরিশ)

মিরজাফর—গিরিশ, মিরকাশিম—দানিবাবু, সুজাউদ্দৌলা ও গাণসিং—মণ্টুবাবু, সাহ আলম ও আমিয়ট—N. Banerjee, আলিইব্রাহিম—তারক পালিত, সায়েস্তাউদ্দিন ও ডাকাত কুলারটন—হাঁদুবাবু, তকীখাঁ—নগেন ঘোষ, হায়দকুলা—জীবনকৃষ্ণ পাল, ফৌজদার দূত—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎশেঠ মহাতাপ ও দলক—হরিভূষণ, জগৎশেঠ—হরিবিহারী মিত্র, Vansitart—অটল বসু, Ellis, Batson বন্ধুরা—[illegible], বেটিয়া—প্রকাশমণি, [illegible],

হে, মেজর আডাকস্—মুক্তকী, অরপগণা—খগেন সরকার, খোজা—হরিদাসদত্ত, খোজাবাহিনি—নির্মল ঘোষ, তাতা—তিনকড়ি, মনিবেগম—সুধীরা, বেগম সুশীলাবালা, [এই দুইটী অভিনয়ে মিনার্ভা এখন জাতীয়তার মহাশিক্ষাকেন্দ্র হয়। মিনার্ভার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইল।]

৮ সেপ্টেম্বর—শিরীফরহাদ (অতুল মিত্র), শিরী—নগেন্দ্রবালা, ফরহাদ—হাবুবাবু, গুলাব—সুশীলা, হামজাব—নৃপেনবাবু।

৮ ডিসেম্বর—দুর্গাদাস—(দ্বিজেন্দ্র), দুর্গাদাস—দানি, রাজিয়া—সুশীলা, দিলীর—পালিত, মহামায়া—প্রকাশ, তাহাবর—হাবুবাবু, আকবর—ক্ষেত্রবাবু ঔরঙ্গজেব—প্রিয়নাথ

২৫ ডিসেম্বর—'ব্যায়লা কা ত্যায়লা' (গিরিশ), হারাধন (কর্তা) প্রথমে মুস্তফী, দ্বিতীয় রাত্রি হইতে দানিবাবু, গরব—সুশীলা। a, e, i, o, u, তে তাহার ৫ প্রকার হাসিতে গিরিশও বিস্মিত হইতেন। ব্যায়লা ছাড়া দুর্গাদাস চলতে পারেনি। ডাক্তার নন্দী ক্ষেত্রবাবু [এই দুইটীতেও মিনার্ভার দল অক্ষুণ্ণ রহিল]।

ন্যাসনেল

১৪ জুলাই—বঙ্গবিক্রম (হরিসাধন), পূর্ব্বে S. C. Chatterjee ছিল manager, এখন জহরলাল দত্ত। কেদার রায়—চুনীবাবু, ঈশাখাঁ—প্রবোধ ঘোষ, অনিতা 4th Aug তারা। আগে হইত হরিপ্রিয়া। শ্রীমন্ত বাপুবাবু খুব ভাল হইত। সাহেব—মনোগোসাই। সোনা—প্রমদা (পরে রাণীদুর্গাবতী) নিয়ামৎ—নিখিল, চাঁদরায়—চণ্ডীবাবু। ভাল হইত।

[৪ আগষ্ট রিজিয়া—তারা, বক্তিয়ার—প্রবোধ, ইদিরা—হরিমতি]

১৫ ডিসেম্বর—দুর্গাদাস। দুর্গাদাস—চুনী, রাজসিংহ—প্রবোধ ঘোষ, দিলীর—গোস্বামী, গোলেনা—তারা

২৫ ডিসেম্বর—হালির ফোয়ারা

ক্লাসিক

[অমরবাবু—রিসিভারের অধীনে চাকুরী করেন]

২১ ফেব্রুয়ারী—সিরাজদ্দৌলায় সিরাজ—অমর, করিম—হরিভূষণ, দানসা—নৃপেন, ক্লাইভ—গোস্বামী, জহরা—কুসুম, ঘেসেটি—টাকী। দুইদিন অভিনয় হয়। গিরিশ-গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়।

নিউ ক্লাসিক

(গ্রাণ্ড থিয়েটার ১১ হ্যারিসন রোড)

[অমরবাবু চাকুরী ছাড়িয়া এখানে 'নিউ ক্লাসিক' খোলেন]

২৮ জুলাই—'ভ্রমর' করেন, [তিনি হন কৃষ্ণকান্ত, কুসুম—গোবিন্দলাল, পুঁটুরাণী—রোহিণী এবং রাণী—ভ্রমর]

৪ঠা আগষ্ট—কুন্দ। নগেন্দ্র—অমর, সূর্য্যমুখী—কুসুম, কুন্দ—রাণী, হীরা—বিষাদ কুসুম

কিন্তু তিনি এখন রুগ্ন, শীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য, শ্রান্ত—অবিশ্রান্ত ব্যাধির তাড়নে, "জীর্ণগৃহে শীর্ণদেহে শায়িত শয্যায়

সমাগত সমাধির দিন"

অমরেন্দ্র নাথ ইনসলভেন্সী ফাইল করিলেন।

ষ্টার থিয়েটার

১ জুন—উলুপী (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

৪ আগষ্ট—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদ), মিরকাশিম—অমৃত মিত্র মোহনলাল—অপরেশ, মিরজাফর—উপেন্দ্র মিত্র, সিরাজ বেগম—বসন্ত

২৫ ডিসেম্বর—রূপ ও রমণী—(ক্ষীরোদ)

১৯০৭

কোহিনুর

গিরিশচন্দ্রকে ১০০০০৲ বোনাস ও ৪০০৲ মাহিনায় ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। [শরৎ রায় হন স্বত্বাধিকারী]

১১ আগষ্ট—চাঁদবিবি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

চাঁদবিবি—সোনাসুন্দরী, মোতিবাঈ—তিনকড়ি, মালজী—অপরেশ, দেলোয়ার—পূর্ণঘোষ, ইব্রাহিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, রসুজী—চাঁদুবাবু, তাজবেগম—কিরণবালা, মরিয়ম—ভূষণকুমারী, এখলাস খাঁ—মন্টুবাবু, মিয়ানমঞ্জু—অটলবাবু, হামিদখাঁ—কার্ত্তিক দে, নেহাল খাঁ—নীলমণিঘোষ, করজান—(বিষাদকুসুম), খদিজা—কুমুদিনী (বেটেকুমুদ) বাহাদুর—নিরদাসুন্দরী, ইব্রাহিম, শাহার বাঁদী—কিরণশশী (টোনার)

[ইহার পরে দুর্গেশনন্দিনী, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, ঘ্যাকলা কা আমদাও অভিনীত হয়। ছত্রপতিতে শিবাজী হন দানিবাবু, আওরঙ্গজেব—গিরিশচন্দ্র, জিজিবাঈ—তিনকড়ি, দাদোজী কোণ্ডু—নীলমাধব বাবু, গঙ্গাজী—হাঁদুবাবু, লক্ষীবাঈ—তারাসুন্দরী, গহরবাঈ—কিরণশশী, গুলুলাবাঈ—কিরণবালা, শম্ভুজী—কিরোজবালা (নেনি), দিলির খাঁ ও মোরোপন্থ—ক্ষেত্রবাবু, তানাজী—কার্ত্তিকবাবু, রামদাস স্বামী—মন্টুবাবু।

২২ ডিসেম্বর—দাদা ও দিদি (ক্ষীরোদ), তক্ষক—হীরুবাবু (হাঁদা), দিদিমণি (দিদি)—কিরণবালা, চন্দ্রবিন্দু—কটিবাবু, [কোহিনূরের প্রতিষ্ঠাও অনেক বৃদ্ধি পাইল। প্রতিরাত্রে স্থানাভাবে বহু দর্শক ফিরিয়া যাইতে লাগিল।]

বাজীমাৎ—(নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন), নায়ক—দানিবাবু, নায়িকা—ভূষণ

ষ্টার

[বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অমরবাবু কুসুমকুমারী সহ ষ্টারে যোগদান করেন। এবং চন্দ্রশেখর, সরলা, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি পুনরভিনীত হয়। অমরবাবু তিনমাসকাল মাত্র এখানে ছিলেন।

১৮ মে—চন্দ্রশেখর—নাম ভূমিকায় অমৃতমিত্র, প্রতাপ—অমরবাবু, শৈবলিনী—কুসুম, বিশ্বাস—অমৃতবাবু।

২রা জুন প্রফুল্লে—প্রফুল্ল—কুসুম, জ্ঞানদা—বসন্ত, পিতাম্বর—মহেন্দ্রচৌধুরী, মদনদাদা—উপেন্দ্রমিত্র, কাঙালী—হীরালাল দত্ত, ভজহরি—অমরদত্ত, সুরেশ—কাশীবাবু, রমেশ—অমৃতবসু, যোগেশ—অমৃতমিত্র।

১৮ আগষ্ট—নন্দকুমার (ক্ষীরোদপ্রসাদ), নন্দকুমার—নগেন্দ্র মুখার্জি, বাপুদেবশাস্ত্রী—মহেন্দ্রচৌধুরী, হেষ্টিংস—অক্ষয় কোনার, প্রমদা—বসন্ত, দস্যুসর্দ্দার—ননী দত্ত, রাধিকা—তারাসুন্দরী—

ক্লাসিক

১১ মে—সমাজ— মনোমোহন গোস্বামী)

১১ আগষ্ট—রহিম সা (মনোমোহনরায়), রহিম—গোস্বামী

২২ সেপ্টেম্বর—ছত্রপতি—শিবাজী—গোস্বামী

৭ ডিসেম্বর—দেলেরা, দেলেরা—নগেন্দ্রবালা (বুঁচি),

মিনার্ভা

গিরিশ অসুস্থ ছিলেন। আরোগ্য লাভ করিবার পরে—

২ জুন—প্রফুল্ল, যোগেশ—গিরিশ, রমেশ—মুস্তফী, উমাসুন্দরী—প্রকাশ, জ্ঞানদা—তিনকড়ি, সুরেশ—দানিবাবু, ভজহরি—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল—সুশীলাবালা

৮ জুন—দুর্লিনা (অতুলমিত্র), অরুণ—নৃপেনবসু, দুর্লিনা—সুশীলা

১৭ আগষ্ট—ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশ)

শিবাজী—অমরদত্ত, রামদাসস্বামী—নগেন্দ্রঘোষ, ঔরঙ্গজেব—তারক পালিত, তানাজী—প্রিয়ঘোষ, আফজল—দানিবাবু, সায়েস্তাখাঁ—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী,

সরকারী—নৃপেনবসু, দাসীবাঈ—সুধীরাবালা, জিজিবাঈ—প্রকাশমণি, সইবাঈ—কুসুমকুমারী, গিরির স্ত্রী—অহীন্দ্র দে, পুতলা—সুশীলা, শভুজী—শশীমুখী, ঐ বড়—ধীরেন্দ্র

সুশীলাবালাকেও কোহিনুর হইতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু পাঁড়ে মহাশয় Injunctionএর সহায়তায় তাহা বন্ধ করেন।

৩১ নভেম্বর—ললিতা কণিনী (অমর), বিশ্বনাথ—তারক, নরেন্দ্র—অমর বাবু, গোয়াবজী—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, মোহন—নৃপেনবসু, রমাবাঈ—নগেন্দ্রবালা, খিলাপবতী—কুসুম, মোহিনী—তিনকড়ি (ছোট),

[ভ্রমর, আলিবাবা প্রভৃতি পুনরভিনীত হয়। এবং ডিসেম্বর মাসে বলিদান, সংসার প্রভৃতিরও অভিনয় হয়। এইসময়ে বর্ত্তমান লেখক অর্দ্ধেন্দুশেখরের করুণাময় দেখিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার নবকুড়োও খুব ভাল হয়।],

১৯০৮

মিনার্ভা

১৪ মার্চ্চ—নুরজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল), নুরজাহান—প্রকাশ, লয়লী—সুধীরা, যোধাবাঈ—হেমন্ত, জাহাঙ্গীর—প্রিয়নাথঘোষ,

[অমরবাবু এখান হইতে ষ্টারের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়া চলিয়া যান]

১৭ জুলাই—তুফানী (অতুলমিত্র), তুফানী—অহীন্দ্র, জাফর—মুস্তফি, হিন্দাহাকেঙ (অতুল),

[জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র কোহিনুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও মিনার্ভা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন]

১৯ সেপ্টেম্বর—সোরাব রুস্তম, সোরাব—দানিবাবু, তামিনা—সুশীলাবালা, রুস্তম—পালিত।

৭ নভেম্বর—শাস্তি কি শান্তি (গিরিশচন্দ্র), প্রসন্নকুমার—দানিবাবু, পাগল—এন্ ব্যানার্জ্জি (খাকবাবু), হেবো—হীরালাল, বেণী—প্রিয়ঘোষ, প্রকাশ—পালিত, ম্যাজিষ্ট্রেট—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ভৈরব—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বেশ্বর—মন্মথঘোষ, বটকৃষ্ট—হরিদাস দত্ত, হরমণি—সুশীলা, পার্ব্বতী—প্রকাশ, ভুবনমোহিনী—সরোজিনী (নেড়ি), নির্ম্মলা—হেমন্ত, প্রমদা—শশীমুখী, চিন্তেশ্বরী—তিনকড়ি (ছোট)।

"বলিদানে", বিশেষতঃ এই নাটকে বহু সামাজিক সমস্যার অবতারণা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আর কাহারও নাটকে এরূপ সমস্যার চিত্র নাই।

২৬ ডিসেম্বর—মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল), অমরসিং—কাশীবাবু, গোবিন্দসিং—গাঙ্গুলি, মহাবত—প্রিয়ঘোষ, সগরসিংহ—হরিভূষণ, অরুণসিংহ—মনোরঞ্জন দে, মহিষী—সরোজিনী, কল্যাণী—হেমন্ত, মানসী—সুশীলা, সত্যবতী—প্রকাশ।

ষ্টার

ষ্টারে আসিয়া অমরবাবু নলীরাম, নীলদর্পণ, বিবাহ বিভ্রাট, পদ্মিনী, সরলা প্রভৃতির পুনর্প্রবর্তন করেন।

২০ জুন—বং কিঞ্চিৎ (সৌরীন্দ্র মুখো), সুকুমার—অমর, মিত্রজী—উপেন মিত্র, লাবণ্য—বসন্ত, সুষমা—মৃণালিনী, ঊষা—কুসুম

২২ আগষ্ট—কামিনী কাঞ্চন (অমর), প্রতুল—অমর, সুন্দরী—কুসুম, অমিয়া—বসন্ত, অতুল—কুঞ্জ চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ—মনোগোস্বামী

২১ নভেম্বর—জীবনসন্ধ্যা (রমেশদত্তের উপন্যাস নাটকান্তরিত), তেজ—অমর, দুর্জ্জয়সিং—মনোগোস্বামী, মানসিংহ—হীরালালবাবু, প্রতাপসিংহ—উপেনমিত্র, চারণ—কাশীবাবু, ডালিয়া—কুসুম, পুষ্প—বসন্ত, ভীলসর্দার—অক্ষয় কোঙর, প্রতাপ মহিষী—মৃণালিনী

২৫ ডিসেম্বর—কেয়া মজাদার (অমর)

কোহিনুর

৭ই মার্চ্চ—রাজা অশোক (ক্ষীরোদ), অশোক—দানিবাবু, বিন্দুসার—কার্ত্তিক, উপগুপ্ত—পূর্ণঘোষ, ধারিণী—তিনকড়ি, কুণাল—প্রমদা, বীতশোক—অটল

৩রা এপ্রিল—বাসন্তী (ক্ষীরোদ)

১১ জুলাই—বরুণা (ক্ষীরোদ), অভিরাম—হীরুবাবু, পুণ্ডরীক—যোগেন্দ্রবাবু, রাজা—পূর্ণ ঘোষ, বরুণা—বিষাদ কুসুম,

এই সময়ে শরৎবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা শিশিরবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখাইতে শৈথিল্য করেন, তাই জুলাই মাসে গিরিশ মিনার্ভায় চলিয়া যান। গিরিশ যাওয়ার পরে অর্দ্ধেন্দুবাবু এখানে আসেন। ১ই আগষ্ট তিনি নবীনতপস্বিনীতে জলধর এবং প্রফুল্লে যোগেশ সাজেন। তারপরেই অসুস্থ হইয়া পাকপাড়ার বাড়ীতে অবস্থান করেন, সেইখানেই ১৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়। গিরিশ শিশিরের বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জন্ম নালিশ করিয়া ডিক্রী পান।

৭ অক্টোবর—বঙ্গিলা মজলিস (দুর্গাদাস দে)

২১ নভেম্বর—বৌদিকে ঠকিয়া (ক্ষীরোদ)

২৯ নভেম্বর—ভূতের বেগার—ক্ষীরোদ, চাকাদাস—অপরেশ, পুঁটমণি—কুমুদিনী

১৮ ডিসেম্বর—পাঞ্জাব গৌরব (হরনাথ বসু), গুরুগোবিন্দ—অপরেশ, মাখনলাল—হীরুবাবু, ঠাকুরসিংহের জননী—পান্নারাণী

ন্যাশনেল

২১ মার্চ্চ—প্রেমপ্রতিমা (ললিত চ্যাটার্জ্জি)

১৯ সেপ্টেম্বর—মেহেরারা (ননিলালসুর)

১৪ নভেম্বর—কল্যাণী (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), সাঁওতাল সর্দ্দার—চুণীলাল দেব, পার্ব্বতী—নিখিলবাবু, গোপীনাথ—পণ্ডিত অবিনাশ, দেবেন্দ্র—অটল, পরেশ—অতীন্দ্র, কল্যাণী—আনন্দা, কমলা—সরোজিনী, ইন্দুমতী—কানন।

১৯০৯

মিনার্ভা

২৩ জানুয়ারী—দমবাজ (অতুল মিত্র)

রঙ্গিয়ানন্দ—দানিবাবু, বেমেলিয়া—সুশীলা

৫ জুন—সাহজাদী (অতুল মিত্র)

২৯ আগষ্ট—সাজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল)

সাজাহান—প্রিয় ঘোষ, আওরঙ্গজেব—দানিবাবু, দারা—পাঁচকড়ি, সুজা—হীরালাল চট্টো. মহম্মদ—সত্যেন দে, সোলেমান—অতীন্দ্র দে, দিলদার—অপরেশ মুখো (প্রথমে হরিভূষণ), জাহানারা—সুধীরা (পরে তারা), পিয়ারা—সুশীলা, মহামায়া—প্রকাশ, নাদিরা—হেমন্ত, যশোবন্ত সিংহ—নগেন ঘোষ

[বাণী থিয়েটার হইতে অপরেশবাবু এখানে আসেন]

২৫ ডিসেম্বর—ভগীরথ। ভগীরথ—নগেন ঘোষ, নন্দ—অতীন্দ্র দে.

কোহিনুর থিয়েটার

৩০ জানুয়ারী—বীরপূজা (হরনাথ)

নামটি লইয়া গোলমাল হওয়ায় 'পাঞ্জাব গৌরব' 'বীরপূজায়' পরিণত হয়।

রাজারাম—অপরেশ, [illegible], গোবর্দ্ধন—হীরুবাবু

৮ মে—ময়ূর সিংহাসন (হরনাথ বসু)

সাজাহান—পূর্ণ ঘোষ, ঔরঙ্গজেব—ক্ষেত্র মিত্র, দারা—অপরেশ, জিহনালি—হীরুবাবু, রোসেনারা—প্রমদা, জাহিদা—চারুবালা, দিলার—ভূষণ, জোয়ার—অটল, দাবিদা—কিরণবালা।

৩রা জুলাই—প্রতিফল (যোগেন্দ্র বসুর 'নেড়া হরিদাস' [illegible] হরিচরণ চক্রবর্তী কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

হার্ধনরাম—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, বিধবা—তারাসুন্দরী; অতঃপরে উভয়ে বাণী থিয়েটার খুলিয়া কটক যান। পরে আসিয়া মিনার্ভায় যোগদান করেন।

২১ আগষ্ট—সোনার সংসার (দুর্গাদাস দে)

খোঁদারাম—হীরুবাবু, কৃষ্ণনাথ বসু—ক্ষেত্র মিত্র, দেবদাস—রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা—ভুবন, বীণা—প্রমদা, রুস্তম (ডাকাতের সর্দার)—কালীপ্রসন্ন দাস।

২৫ ডিসেম্বর—দুর্গাবতী (হরিপদ মুখোপাধ্যায়)

দুর্গাবতী—প্রমদা, বজ্র বাহাদুর—ক্ষেত্র মিত্র, জগন্নাথ—হীরুবাবু, মতিবিবি—ভুবন, রূপমতী—চারুবালা, আমেদ শা—কালীপ্রসন্ন দাস, দুর্জন—অটল।

ক্ল্যাসিক

১লা মে—ভারতগৌরব (গিরিশের 'সৎনাম' নাটক)

রণেন্দ্র—চুণীবাবু, বৈষ্ণবী—তিনকড়ি দাসী।

১১ সেপ্টেম্বর—সাযুজ্য (চুণীলাল দেব)

ইব্রাহিম—চুণীবাবু, বালুচাঁদ—ম্যাঙ্গাস, পরিবানু—সরোজিনী।

২৪ ডিসেম্বর—মায়া (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

বিশ্বনাথ—চুণীবাবু।

ষ্টার

৩রা জানুয়ারী—কর্ম্মফল (গোস্বামী)

সুকুমার—অমর, জ্ঞানেন—কুসুম, বিজলী—বসন্ত।

২৭ ফেব্রুয়ারী—ইন্দিরা।

উপেন্দ্র—অমর, ইন্দিরা—কুসুম, রমণ—গোপাল ভট্টাচার্য্য, সুভাষিণী—মৃণালিনী, গৃহিণী—কামিনী।

২২ সেপ্টেম্বর সেক্সপিয়রিয়ান একটার চার্লস ভেন Charles Vane এখানে Hamletএর ভূমিকা করেন।

২০ নভেম্বর—কুসুমে কীট (অমর)।

এমেচিয়ার

মুকুট (রবীন্দ্র) ও প্রায়শ্চিত্ত (রবীন্দ্র)—[illegible]

১৯১০

ষ্টারে

অমরেন্দ্রনাথ এখানে পুরাতন নাট্যাবলীতে হিরো সাজেন।

২৬ ফেব্রুয়ারী—বনচক্র (সৌরীন্দ্র), অমরেন্দ্র "নাট্যমন্দির" মাসিক পত্র শ্রাবণ ১৩১৭ হইতে সম্পাদন করেন। এই কাগজ ৪ বৎসর রহিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রও লিখিতেন।

৬ আগষ্ট—রাণী ভবানী (অমর), রামকান্ত—অমর, দয়ারাম—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী; ভবানী—কুসুম, বেণীভূষণ—উপেন্দ্র মিত্র, কৃতান্ত—কাশী, সবিতা—নরী, তারা—বসন্ত, কামিনী—ভূষণ, সিরাজ—ধীরেন মুখোপাধ্যায়, আলিবর্দ্দি—রাধাকিশোর কর

১১ সেপ্টেম্বর—গুরুঠাকুর (ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

১০ ডিসেম্বর—বেহুলা (হরনাথ বসু)

চন্দ্রধর—অমর, লক্ষ্মীন্দর—কুঞ্জবাবু, নেড়া—কাশীবাবু, বেহুলা—বসন্ত, মণিভদ্রা—নরী, সনকা—মৃণালিনী

মিনার্ভা

১৫ মে—চন্দ্রশেখর (গিরিশ কর্ত্তৃক নাটকাকারিত), চন্দ্রশেখর—গিরিশ, প্রতাপ—দানি, দলনী—সুশীলা, শৈবলিনী—তারাসুন্দরী

সরকার হইতে চন্দ্রশেখর পাশ করাইতে একটু বেগ পাইতে হয়। অবশেষে অনুমতি পাওয়ায় * পরে অভিনয় রাত্রিতে অসম্ভব ভিড় হয়। কাতারে ২ লোক টিকেট না পাইয়া ফিরিয়া যায়।

২রা জুলাই—বাঙ্গলার মসনদ (ক্ষীরোদ), সরফরাজ—দানিবাবু, মালেকা—সুশীলা, হায়দরী—রাধামাধব কর, চিন্তামণি—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, আলিবর্দ্দি—প্রিয়ঘোষ, হাজিআহম্মদ—সতীশ ব্যানার্জ্জি, পীর খান—অক্রুর চক্রবর্ত্তী, মহারাজা নগেনঘোষ, লক্ষ্মী—শশী, রবিয়া—সরোজিনী

১১ আগষ্ট কবি রজনীকান্ত সেনের সাহায্যরজনী—গিরিশ কবির উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ পাঠ করেন

৩রা সেপ্টেম্বর—পাষাণে প্রেম (অতুলমিত্র), শান্তিপ্রদ। তারা, ধনরাম—সুশীলা

---

* রায় সাহেব কালীসদয় ঘোষাল পুলিশ ইনস্পেক্টার এবং আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর—রাজা অশোক (গিরিশ)

অশোক—দানিবাবু, বীতশোক—অপরেশবাবু, উপগুপ্ত — হরিভূষণ, আকালী—তারক পালিত, মার—প্রিয়নাথ ঘোষ, পদ্মাবতী—তারাসুন্দরী। কুণাল—সুশীলা, দেবী—হেমন্ত কুমারী, সুভদ্রাঙ্গী—প্রকাশমণি, সঙ্ঘমিত্রা—সরোজিনী (নেড়ি)

কোহিনুর

অতঃপরে পুরাতন নাটকের অভিনয় হয়।

২৯ অক্টোবর—আকবরের স্বপ্ন

ন্যাসনাল

এপ্রিলমাসে চুণীবাবু, পণ্ডিত অবিনাশ ও সরোজিনী চলিয়া যান্। বেহারী দত্তের তত্ত্বাবধানে ১৬ জুলাই 'বনবালা'

৬ আগষ্ট—বুদ্ধিকার, ২৪ সেপ্টেম্বর—স্বর্ণপ্রতিম

১৭ ডিসেম্বর—তুলসী দাস

১৯১১

গ্রেটন্যাসনেল (বেঙ্গল ষ্টেজে)

অমরেন্দ্র নাথ স্বর্গীয় অনাথনাথ দেব হইতে ভাড়া নেন এবং গ্রেটন্যাশনেল খোলেন। ষ্টেজ খুব ভাল করিয়া মেরামত করা হয়। মিনার্ভা হইতে সুশীলাকে ৩০০০৲ বোনাস দিয়া আনা হয়। বিল্বমঙ্গল ২রা জুন খোলা হয়।

১৭ জুন—জীবনে মরণে (অমর), সাজেহান—অমর, তাহের—সুশীলা, দুলিয়া—বসন্ত, আমিনা—রাণী সুন্দরী, রঞ্জিলা—চারুবালা, রহমৎ আলি—অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়, [সঙ্গে—'আহামরি' প্রহসন]।

১লা জুলাই—বেজায়রগড় (ভূপেন্দ্র)

২২ জুলাই—বলিদান মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায়। করুণাময়—অমর, মোহিত—ক্ষেত্র, জোবী—সুশীলা, সরস্বতী—বসন্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী—সুশীলা (জুনিয়র), মাতঙ্গিনী—পান্নারাণী

২৯ জুলাই—বাজীরাও (মণিলাল বন্দোপাধ্যায়)

বাজীরাও—অমরবাবু, মহাজী সিন্ধিয়া—ক্ষেত্রবাবু, মলহররাও হোলকার—মনো গোস্বামী, চন্দ্রসেন—মন্টু বাবু, সাহু—পূর্ণঘোষ, নিজাম—হীরালাল দত্ত, গিরিধর—গোপাল, ব্রহ্মানন্দস্বামী,—কার্ত্তিকবাবু, শঙ্কর—রাজারাম, গৌতমা—সুশীলা, মস্তানি—বসন্ত, রঞ্জিনী—ভূষণ, লক্ষ্মী—চারুবালা, বলদেব—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, রাঘব—ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারাব—গোষ্ঠচক্রবর্ত্তী।

মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় ঝুলিয়ান অভিনয় হয়।

অতঃপরে অমরবাবু ষ্টারের লিজ লইয়া চলিয়া যান। চুনীবাবু আসিয়া "ম্যাগুন্যাসনাল" খোলেন

৯ ডিসেম্বর—রাজলক্ষ্মী—ম্যাজিষ্ট্রেট—চুনীবাবু। নিখিল বাবুর ভূমিকা খুব ভাল হয়।

ষ্টার থিয়েটার

৩০ এপ্রিল ক্ষীরোদ বাবুর সুলতান ও নাগেশ্বর [ষ্টারের স্বত্বাধিকারীগণ আর থিয়েটার চালাইতে অসমর্থ হইলে অমরবাবু এখানে লিজ নেন।]

১১ নভেম্বর—সংসার (ভূপেন)

প্রবোধ—অমরেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর—সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক—বীরেন মুখো, কেশব—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, বিপিন—হীরালাল দত্ত, বৈদ্যনাথ—কাশী চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ—উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেশ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, সুকুমার—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, নিমাই—রাধাকিশোর কর, সদানন্দ—কার্ত্তিক দে, পতিতপাবন—অক্ষয়চক্রবর্ত্তী, যোগমায়া—পান্নারাণী, নির্ম্মলা—বসন্ত কুমারী, রাসমণি—মৃণালিনী, মৃণালিনী—নলিনী সুন্দরী, হেমাঙ্গিনী—সুশীলা বালা, চপলা—হেমন্ত, চন্দ্রকুমারী—নীহার বালা, সরমা—কোহিনুর বালা, গুলজার—রাণী সুন্দরী, গৌরী—কুমুদিনী, পদ্মার মা—কিরণবালা

২৫ নভেম্বর—হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা (দ্বিজেন্দ্রলাল), হরিনাথ—অমর, পরে কাশী চট্টোপাধ্যায়

২৬ ডিসেম্বর—জীবন সংগ্রাম (নরেন সরকার), মির্জ্জান—অমরবাবু, আলি ইব্রাহিম—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, দেলদার—কাশীবাবু, মমতাজ—সুশীলাবালা, জিন্নত—বসন্ত

মিনার্ভা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী,—পলিন (ক্ষীরোদ)

আলমামুন—দানিবাবু, পলিন—সুশীলা (তৎপরে তারা সুন্দরী, কারণ সুশীলা বোনাস পাইয়া অমরবাবুর গ্রেট ন্যাশনালে চলিয়া যায়), রেবেকা—নগেন্দ্রবালা, জাইব্রিন—তারা, হাসান—অপরেশ, উজির—পান্নালাল, জাফর—[illegible] ঘোষ।

[illegible] এপ্রিল—বঙ্গনারী (অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়)

[illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible]

মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় থিয়েটারের এক তৃতীয়াংশের স্বত্বাধিকারী। তিনের দুই অংশের স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ের নিকট হইতে কিনে নিয়া তিনিই একা থিয়েটার চালাইতে থাকেন।

১৭ জুন—রকমফের (অতুল মিত্র)

শেরিডেনের School for Scandal এর অনুকরণে। অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী চলিয়া যাওয়ায় গিরিশ নিজেই জালির ভূমিকা গ্রহণ করেন।

[১৫ জুলাই 'বলিদান,' করুণাময়—গিরিশ। অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং হিতৈষীর বারণ সত্ত্বেও গিরিশ দর্শকের মনোরথ ব্যর্থ করেন নাই। ইহার পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। রঙ্গমঞ্চে ইহাই গিরিশের শেষ-অবতরণ]

২২ জুলাই—চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল)

চাণক্য—দানিবাবু, চন্দ্রগুপ্ত—প্রিয়নাথ, মুরা—হেমন্ত, হেলেন—সরোজিনী, এন্টিগোনস্—সত্যেন দে, সেলুকস্—হরিভূষণ, আলেকজাণ্ডার ও চন্দ্রকেতু—নগেন্দ্র ঘোষ, কাত্যায়ন—হীরালাল, নন্দ—অহীন্দ্র দে, ছায়া—নরী সুন্দরী।

[নরী সুন্দরীকে পাঁচহাজার টাকা বোনাস দিয়া নিযুক্ত করা হয়]

পুনর্জন্ম—(দ্বিজেন্দ্রলাল)

যাদব চক্রবর্ত্তী—হীরালাল, অশ্বিনী—হাঁদুবাবু, সৌদামিনী—চারুশীলা

১৮ নভেম্বর—তপোবল—(গিরিশ)

ইহাই গিরিশচন্দ্রের শেষ অবদান

বিশ্বামিত্র—দানিবাবু, ব্রহ্মণ্যদেব—নীরদাসুন্দরী, বশিষ্ঠ—হরিভূষণবাবু, সদানন্দ—হাঁদুবাবু, ত্রিশঙ্কু—প্রিয়বাবু, কল্মাসপাদ—হীরালালবাবু, সুনেত্রা—তারাসুন্দরী, বেদমাতা—নরীসুন্দরী, অরুন্ধতী—প্রকাশ, শুনঃসেফ—শশীমুখী, রম্ভা—চারুশীলা

অভিনয় খুব ভাল হয় এবং অনেক সমস্যার অবতারণা করা হয়। 'তপোবল' মহেন্দ্র বাবুকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে। বশিষ্ঠের ত্যাগ, সত্যপ্রিয়তা এবং দৃঢ়তায় বাঙালীর নিকট মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' পরিকল্পনা নূতন মনে হয়না।

কোহিনুর থিয়েটার

৮ এপ্রিল—[illegible] (শৈলেন্দ্র সরকার)

৩ জুন—মধুর মিলন

২০ আগষ্ট—বিশ্বামিত্র (হরিশ্চন্দ্র সান্যাল)

বিশ্বামিত্র—[illegible], বশিষ্ঠ—[illegible]নরেশ, শতরূপা—কুসুম, [illegible]—[illegible],

অরুন্ধতী—বিনোদিনী, যোগমাতা—নগেন্দ্রবালা (বুঁচি), ইন্দ্র—কালীপ্রসন্ন দাস, মন্দানিল—নৃপেন বসু, ত্রিশঙ্কু—প্রবোধ বসু।

১১ নভেম্বর—গ্রহেরফের

২৫ নভেম্বর—জেনোবিয়া (অতুল মিত্র)

জেনোবিয়া—কুসুম, লর্দ্দিনেস—পালিত, ফররাজ—অপরেশবাবু, অরিলন—কালীপ্রসন্ন, দাবিদ্—প্রবোধ বসু, জুহোনিলা—বিনোদিনী, জগুদাস—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১৯১২

ষ্টার

এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

৭ই—জানুয়ারী বলিদান, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা ও রাজসিংহের অভিনয় হয়। বর্ত্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন।

২টা হইতে অভিনয় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৩টায় শেষ হয়।

অমরবাবু করুণাময় ও রাজসিংহ হইয়াছিলেন।

৩০ মার্চ্চ—খাসদখল (অমৃতলাল)

নিতাই—অমৃত বসু, মোহিত—অমর, লোকেন—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, রমেশ—হীরালাল, ঠাকুরদ্দা—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, সুরেশ—ক্ষেত্র মিত্র, সারদা—শশীভূষণ বসু (অমৃতলাল বসুর পুত্র), মাইতি—কালী চট্টোপাধ্যায়, মোক্ষদা—বসন্ত, গিরিবালা—সুশীলা, আহ্লাদি ঝি—কুমুদিনী, বিধু—মৃণালিনী, রতি—রাণীসুন্দরী, মুচিরাম—ধীরেন মুখো, তপস্বীরাম—বিষ্ণুচরণ দে, মহাপোদ্দার কবিরাজ—উপেন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মিত্র—লক্ষীকান্ত মুখো, ডাক্তার মল্লিক—জিতেন ঘোষ, কলি ও ডাক্তার পাকড়াসী—কার্ত্তিক দে।

১৫ জুন—রূপকথা (মনোজ বসু)

রাজপুত্র—সুশীলাবালা

১৭ আগষ্ট—পরপারে (দ্বিজেন্দ্রলাল)

বিশ্বেশ্বর—অমর, মহিম—কুঞ্জ, ভবানীপ্রসাদ—কাশীনাথ, কালীচরণ—মনোমোহন গোস্বামী, পার্ব্বতী—উপেন্দ্র মিত্র, করুণাময়ী—পান্না, শান্তা—সুশীলা, সরযূ—বসন্ত, হিরণ্ময়ী—নরী, দয়াল—গোপাল ভট্টাচার্য্য।

১৩ ডিসেম্বর—আনন্দ বিদায় (দ্বিজেন্দ্র)

২৫ ডিসেম্বর—কাল পরিণয় পুনরভিনীত—মণীন্দ্র—অমর, কালী—সুশীলা, মোক্ষদা—বসন্ত।

কোহিনুর

৩০ মার্চ—মোহিনী মায়া (অতুল মিত্র)

Adapted from Goldsmith's
"She stoops to conquer"

২৯ জুন—খাঁজাহান (ক্ষীরোদ)—নারায়ণ—ক্ষেত্র মিত্র, সোফিয়া—প্রমদা, দাদাজি—পালিত।

অতঃপরে কোহিনুর বিক্রী হইয়া যায়।

সেরিফ সেলে মনোমোহন পাঁড়ে ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকায় খরিদ করেন।

২৭ আগষ্ট—গিরিশ স্মৃতিরক্ষার্থে বিশেষ অভিনয়—বলিদান ও পাণ্ডব গৌরব। সঙ্গীতাদিও হয়।

করুণাময়—অমৃত বসু, মোহিত—ক্ষেত্র, সরস্বতী—তারাসুন্দরী, জোবি—সুশীলা, দুলাল—দানিবাবু, রমানাথ—হাঁদুবাবু, ভীম—অমর দত্ত, উর্ব্বশী—প্রমদা। কিরণ্ময়ী—কিরণবালা, হিরণ—চারুবালা।

অসুস্থাবস্থায় তিনকড়ি দাসী আসিতে না পারায় সুভদ্রার ভূমিকাও সুশীলাবালাই করেন। টিকেট বিক্রয় হয় ৩৬৩৬৵ টাকায়।

গ্রাণ্ড ন্যাসন্যাল

৩০ মে—গুলরু জেরিণা (চুণীবাবু)

১৪ সেপ্টেম্বর—জয়দেব (হরিপদ মুখোপাধ্যায়)

জয়দেব—চুণী দেব, লক্ষ্মণসেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, পরাশর—পণ্ডিত অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন—হাঁদুবাবু, দিগম্বর—নৃপেন বসু, পদ্মাবতী—হরিমতী (ইন্দিরা), বিমলা—সরোজিনী, কৃষ্ণ—লীলাবতী, পরে ছোট হরিমতি

১৪ ডিসেম্বর—নবাব নন্দিনী (দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বহি হইতে)

ব্রহ্মতেজ—(হরিপদ চট্টো), পরশুরাম—চুণী বাবু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—পূর্ণ ঘোষ, কার্ত্তবীর্য্য—হাঁদুবাবু।

মিনার্ভা

৮ ফেব্রুয়ারী গিরিশ ইহ সংসার হইতে তিরোধান করেন।

৬ই এপ্রিল—দরিয়া (সৌরীন্দ্র) দরিয়া—নেড়ি, আমিনা—চারুশীলা, ফুয়নাসা—ম্যাজান

১২ মে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও পরলোক গমন করেন। পাঁড়ে মহাশয় আসিয়া থিয়েটার দখল করেন।

৬ই জুলাই—মিডিয়া (ক্ষীরোদ), আলমগীর—দানিবাবু, জিবার হরিভূষণ, এলাহি,—প্রিয়নাথ ঘোষ, মিজিয়া—তারা, দৌলতী—প্রকাশ, জুনা—নীরদা,

১৩ জুলাই—অশ্রুধারা [সেপ্টেম্বর মাসে টাউনহলে গিরিশ স্মৃতিসভা, সভাপতি বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ। বিচার পতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিন পাল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন।]

২১ সেপ্টেম্বর—গৃহলক্ষ্মী (গিরিশের শেষাভিনীত নাটক, ১৯০৭ সনে রচিত)

উপেন—দানিবাবু, শৈলেন—এন ব্যানার্জ্জি, নীরদ—ক্ষেত্রমিত্র, মন্মথ—সত্যেন দে, নকুলানন্দ অবধূত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, হীরু ঘোষাল—অপরেশ বাবু, নিতাই উকীল—প্রিয়নাথ ঘোষ, শিবু উকীল—পালিত, বৈদ্যনাথ—নগেন্দ্র ঘোষ, শরৎ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সতীশ—ম্যাডাস, বিরজা—তারা সুন্দরী, তরঙ্গিনী—প্রকাশমণি, সরোজিনী—(নেড়ী), কুলী—নীরদা, কুমুদিনী—চারুশীলা, কুলীর ও কুমুদিনীর মা—হেমন্ত।

অভিনয় রাত্রিতে প্রথমে পত্রপুষ্প সুসজ্জিত গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রের সম্মুখে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ নিম্নলিখিত গানটী গান করেন—

"অর্দ্ধ শতাব্দী কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অদ্রির মত,
ঘৃণা—লজ্জা—ভয় বজ্র—ঝঞ্ঝা সহি সাধনে হইয়া রত,
নাট্যশালা—নাটক—নট নবভাবে করি গঠন,
জ্ঞানধর্ম্ম স্বদেশ প্রীতি বীজ করিয়া বপন,
রঙ্গমাত্র রঙ্গালয়—কলঙ্ক করিয়া দূর,
বীরশয্যা ত্যজি, ফুলশয্যা পরি শায়িত কে আজি শূর?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্স্‌পীয়ার।"

এমেচিয়ার (বিদগাঁও নাট্যসমাজ)

২৯শে ডিসেম্বর শনিবার। করুণাময়—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সরবতী—সত্যেন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, জোবি—মাখনলাল সেন, বি-এ, কালীঘটক, দুলাল ও বি—নাট্যাচার্য্য তারক দাশগুপ্ত, বনভাব—উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ—ললিত মোহন সেন, রমানাথ—মনোমোহন সেন, উকীল—পরেশ দাশ (এখন সন্ন্যাসী), কিরণ—জ্যোৎস্নাময় সেন, হিরন্ময়ী—সুধীর বসী,

সপ্তম অধ্যায়

১৯১৩

গ্রাণ্ড ন্যাসনাল

৩০ এপ্রিল—ভীষ্ম (হরিশ সান্যাল)

জুন—আবুহোসেন

সেপ্টেম্বর—ভিখারিনী (দেশবন্ধুর ভগিনী অমলাদেবী)

ষ্টার

২৯ মার্চ্চ—ধর্ম্মবিপ্লব—(মনোমোহন গোস্বামী)। কালাচাঁদ—অমর, নিরঞ্জন মনোমোহন গোস্বামী, উজীর—অটল, বামাখুড়ো—কাশীনাথ, চাঁদ খাঁ—গোপাল দাস, কাজী—হীরালাল, দুর্গাবতী—নরী, সুরমা—সুশীলা, দুলারি—বসন্ত, মতিয়া—রাণীসুন্দরী, কমলা—পান্না, রাধুনী—পুঁটুরাণী, সোলেমান—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী।

৩রা মে—কিস্‌মিস্—লালচাঁদ—সুশীলা, মুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—অমরবাবু, উড়েবেহারা—সুরেন্দ্র ঘোষ, কিস্‌মিস্—বসন্ত, বিলাসবতী—নরী, লেডি সুপার—পান্নারাণী। সুশীলা খুব ভাল অভিনয় করে।

২৪ মে—মাধবী কঙ্কণে অমর বাবু নরেন্দ্র, ক্ষেত্র বাবু ঔরংজেব, জেলেখা—সুশীলাবালা, হেমলতা—বসন্ত, শৈবলিনী—নরী, জাহানারা—রাণীসুন্দরী। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে তিনকড়ি এখানে আসিয়া জনা প্রভৃতি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্ষেত্রবাবু মিনার্ভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধবী কঙ্কণ শিক্ষাদেন। কুসুম কুমারীও গ্রাণ্ড ন্যাসনাল হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৬ আশ্বিন দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর সম্মিলিত অভিনয় হয়। ওসমান পশুপতি—দানিবাবু, হেমচন্দ্র, জগৎ সিংহ—অমর বাবু, বিমলা—তিনকড়ি, মনোরমা—কুসুম।

১ নভেম্বর রোক্ শোধ—শেফালী—কুসুম কুমারী, রমা—নরী, বিলাস—সুশীলাবালা

২৪ ডিসেম্বর—জয়পতাকা (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), পিয়ারীলাল—অমর, দর্পনারায়ণ—ক্ষেত্রবাবু, নরনী—কুসুম, বামুনদিদি—সুশীলা, জগা—কাশীবাবু, যমুনা—নরী সুন্দরী, কেশব—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, নবীনচাঁদ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মিনার্ভা

১০ মে—ভীষ্ম (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

ভীষ্ম—দানিবাবু, পরশুরাম—পালিত, কৃষ্ণ—ক্ষেত্রবাবু, অর্জ্জুন—অপরেশ

বাবু, বলরাম—হীরালালবাবু, সাত্যকী—অহীন্দ্র দে, অম্বা ও শিখণ্ডী—তারাসুন্দরী, সত্যবতী—হেমন্ত, কর্ণ—নগেন্দ্র, বিদুর—সত্যেন, দুঃশাসন—অনুকূল, ভীম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তনু—হরিভূষণ, গঙ্গা—প্রকাশ, বিচিত্রবীর্য্য—কিরণবালা।

ইহার পরে অমৃত বসু মহাশয় নাট্যাচার্য্য হইয়া এখানে যোগদান করেন।

৯ আগষ্ট—বিদায়াভিশাপ (রবীন্দ্রনাথ)

কচ—দানিবাবু, দেবযানী—তারাসুন্দরী।

২০ সেপ্টেম্বর—রূপের ডালি (ক্ষীরোদ)

আলি মির্জ্জা—প্রিয়ঘোষ, ওসমান—অপরেশ

১৫ নভেম্বর—ভাগ্যচক্র (প্রথম চৌধুরী)

সীতারাম—প্রিয় ঘোষ, মণিরাম—পালিত, বক্তার—হীরালাল চট্টো, দয়াময়ী—তারা, কাঞ্চন—সরোজিনী, কৃষ্ণবল্লভ—অপরেশ, বার্ণাডো—নির্ম্মল গঙ্গোপাধ্যায়, কমলা—হেমন্ত, হেনা—নীরদা।

২০ ডিসেম্বর—নবযৌবন (অমৃত বসু)

বসন্ত—অমৃতলাল, অশোকা—তারা, ফুলচাঁদ—তারক পালিত, তিলকচাঁদ—অপরেশ, ভজনলাল—অহীন্দ্র, জমিদার—প্রিয়নাথ, তুলসী—হেমন্ত।

এমেচিয়ার

বিদগাঁও নাট্যসমাজ

২৭ ডিসেম্বর—জয়দেব। জয়দেব—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।

১৯১৪

ষ্টারে

১ জানুয়ারী—মায়াপুরী (রামলাল)

৩০ মে—বড় ভালবাসি (অমর)

পিয়ার—অমরেন্দ্র, দেলোয়ার—হাবুবাবু, দেলেরা—সুশীলাবালা, বেলা—কুসুম, সোফিয়া—নরী, আব্বাস—কাশীবাবু, সায়েো—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, রোসন—হীরালাল দত্ত, হোসেনখাঁ—কাত্তিক দে

১৩ জুন—অভিমানিনী—(রবীন্দ্র নাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে)

হাঁছুবাবু—ছিদাম, ক্ষেত্রবাবু—দুখিরাম, কুসুম—চন্দরা, নরী—বশিতা

জুলাই মাস হইতে 'থিয়েটার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৫ আগষ্ট—অহল্যাবাঈ (মণিলাল বন্দ্যো।)

মলহর রাও—অমর দত্ত (পরে পালিত), অহল্যাবাঈ—কুসুম, গঙ্গাবাঈ—শ্রী. তুলসী—বসন্ত, নারায়ণী—রাণী সুন্দরী, কত্রা—পুঁটুরাণী, বালিমাও—নৃপেন্দ্র

বসু, জহুরী—হরিভূষণবাবু, সোমনাথ—হাঁড়ুবাবু, গোবিন্দ —কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, নিজাম—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩১ অক্টোবর—অকলঙ্কশশী (রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পাবলম্বনে রাজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

জয়গোপাল দত্ত—অমরবাবু, তারিণীবাবু—পালিত, হারাণবাবু—হাঁড়ুবাবু, কেদার—কুঞ্জবাবু, দুর্লভ—কাশীবাবু, হরিশ ডাক্তার—লক্ষ্মীকান্তবাবু, ম্যাজিষ্ট্রেট—ধীরেনবাবু, শশী—কুসুম, তারা—বসন্ত, সুবাসিনী—মৃণালিনী

সুশীলাবালা ২১ নভেম্বর তারিখে কয়েক মাস অসুস্থ থাকিবার পরে 'বাজীরাও' নাটকে গৌতমার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন।

৫ ডিসেম্বর—ক্ষত্রবীর (ভূপেন্দ্র)

ধৃতরাষ্ট্র—অমৃতবাবু, অভিমন্যু—কুসুম, উত্তরা—চারুবালা কুন্তী—পান্না, রোহিণী—বসন্ত, প্রবর—অমরবাবু, দুর্য্যোধন—কার্ত্তিক দে, যুধিষ্ঠির—হরিভূষণ, শকুনি—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, সঞ্জয়—হীরালাল দত্ত, ভীম—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী

[Basanta back to Star, the bird in her own nest].

২৬ ডিসেম্বর—অভিনেত্রীর রূপ (অমর)

নলিনী—অমর, চন্দ্রা—কুসুম, দুর্গা—সুশীলা, অপরাজিতা—নরী, যামিনী—হাড়বাবু, সজনি—গোপাল ভট্টা, বিমলানন্দ—মিঃ পালিত, অনঙ্গমোহন—অমৃত বসু, ক্ষিতিশ—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী।

৩০ ডিসেম্বর—কালপরিণয় (পুনরভিনীত)

শম্ভু—অক্ষয়, জগদীশ—কুঞ্জ, মণীন্দ্র—অমর, সারদা—ক্ষেত্র, তারক ঘোষ—মনোমোহন গোস্বামী, মোক্ষদা—বসন্ত, কিশোরী—ভূষণ, কালী—সুশীলা।

মিনার্ভা

১৪ মার্চ্চ—হেস্তনেস্ত (দেবকণ্ঠ বাগচী)

২১ মার্চ্চ—নিয়তি—(ক্ষীরোদ)

ভাঁড়ুদত্ত—দানি, কালী—তারাসুন্দরী, নাঁড়ুদত্ত—হীরালাল, যোধক—অপরেশ, উদয়ন—প্রিয় ঘোষ

৬ই জুন—নাস্তানাবুদ (প্রমোদ দাস গোস্বামী)

৫ সেপ্টেম্বর—ক্লিওপেট্রা (প্রমথ ভট্টাচার্য্য)

এণ্টনি—দানিবাবু, সিজার—প্রিয় ঘোষ, ক্লিওপেট্রা—তারাসুন্দরী, হার্ম্মেকাস—পালিত, আমানেমহট—অপরেশবাবু, চারমিয়ান—নিরদা, ক্রেওর অহীন্দ্র দে, ডেলিনা—হীরালাল চট্টো, অক্টেভিও—সরোজিনী

২৪ অক্টোবর—কমেলা (সৌরেন্দ্র)

জাফর—অপরেশ

[২৮ অক্টোবর, শাস্তি কি শাস্তিতে তারাসুন্দরী হরমণি হন]

২৫ ডিসেম্বর—রঙ্গিলা (অপরেশ), সেরিডেনের Duenna অবলম্বনে

২৬ ডিসেম্বর—আহেরিয়া (ক্ষীরোদ)

দেবরায়—দানিবাবু, মুলরাজ—অপরেশ, কেতু—নিরদা, দেবীদাস—প্রিয় ঘোষ, অরিসিংহ—অহীন্দ্র দে, রেবা—চারুশীলা, সুরা—শশীমুখী

মিনার্ভা

৭ মার্চ—আহুতি (অপরেশ) Sign of the Cross অবলম্বনে

চন্দ্রপীঠ—দানিবাবু, মহাব্রত—অপরেশবাবু, আহুতি—তারা, কারাবতী—প্রকাশমণি।

২৪ এপ্রিল—ফুলমুল (দেবকণ্ঠ বাগচী)

২৬ জুন—বীররাজা (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

রোস্তম—দানিবাবু, রোমেলা—তারা, বীররাজা—প্রিয়নাথ ঘোষ, ভানুমতী—হেমন্ত, সোণা—শশী, আমিনা—প্রকাশ।

এই সময় থিয়েটার লইয়া মনোমোহন পাঁড়ে এবং মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহোদর উপেনবাবুর সঙ্গে মোকদ্দমা চলিতে থাকে। মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পরেই মনোমোহনবাবু দখল নেন। উপেনবাবু মামলা রুজু করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৫, ৭ই আগষ্ট মনোমোহনবাবু তাঁহার স্বকীয় কোহিনুর থিয়েটারে মিনার্ভা থিয়েটারের নামে 'কালাপাহাড়' খোলেন। উপেন্দ্রবাবুর দরখাস্তে হাইকোর্ট রায় দেন যে 'মিনার্ভা' নাম অন্যত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতঃপর পাঁড়ে মহাশয় মনোমোহন থিয়েটার নাম দিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন। এদিকে উপেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের নির্দ্দেশমতে মিনার্ভার লেসি হ'ন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' লইয়া উপেন্দ্রবাবুর জয়যাত্রা সুরু হয়। মিনার্ভার অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী মনোমোহনবাবুর সঙ্গে চলিয়া যান। কিন্তু পরে প্রিয়নাথবাবু ও তারাসুন্দরী মিনার্ভায় ফিরিয়া আসেন।

৺পূজার সময়ে তেজিরবাগ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে তস্য মুক্তা রাখালদাস মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে—বৈদ্য সম্মিলনীর সম্মুখে 'বলিদান'—

করুণাময়—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সরস্বতী—সত্যেন দাশগুপ্ত এম-এ। দুলাল-অজিত হালদার এম-এ, রূপচাঁদ—ভুবনদাশগুপ্ত।

সম্মিলনী ও অভিনয়ের যাবতীয় খরচ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহন করেন।

গ্রাণ্ড ন্যাশনাল

৩০ মার্চ—প্রেমের পাথার (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন)

৩০ জুলাই—লালা গোলকচাঁদ

বিপিনবিহারী—চুণীদেব, পুলিন—নিখিল, দয়ালবাবু—পূর্ণঘোষ, কাঞ্চনী—বড় হরিমতী, বিনোদ—ছোট হরিমতী।

১৯১৫

ষ্টারে

জানুয়ারী মাসে সুশীলাবালা সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

২৭ জানুয়ারী—Sign of the Cross

মার্কাস—অমর, মার্সিয়া—কুসুম, নিরো—কুঞ্জ, টিজেলিনাস—ইন্দুবাবু, সার্ভিলিয়াস—কার্ত্তিক দে, বেরিলিস—বসন্ত, ডাসিয়া—ভূষণ।

[১৯১২ জুলাই লণ্ডনের Allan Wilkie কলিকাতায় Sign of the Cross অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সনেও হাডইট্ কোম্পানী করিয়াছিল।

৬ ফেব্রুয়ারী—সেলোয়ারী (রামলাল)

প্রেমের জেপলিন (অমর)

অবনী—অমর, প্রভা—কুসুম।

১৭ এপ্রিল—মাধবরাও (মণিলাল বন্দ্যো)

মাধবরাও—কুঞ্জবাবু, নারায়ণরাও—অমরবাবু, রমাবাঈ—কুসুম, আনন্দীবাঈ—বসন্ত, গোবেন্দি—চারুবালা, হায়দার আলি—সাত্বিক বাবু, টিপু—প্রবোধ বসু।

২১ আগষ্ট—রাজা চন্দ্রধ্বজ (জগৎ মোহন সেন)

রাজা চন্দ্রধ্বজ—অমরবাবু, লক্ষ্মণ সেন—চুণীলালদেব, নীলধ্বজ—প্রবোধ বসু, বিশুদ্ধানন্দ—হরিভূষণ ভট্টা, ইন্দ্রধ্বজ—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, সাহহোসেন—অবিনাশ চট্টো, মুকুটরাম—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পূজারী—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, অলকা—কুসুম, কমলা—নারায়ণী, সাহানা—চারুবালা।

২৮ আগষ্ট—বঙ্গবিক্রম (পুনরভিনীত)

কেদার—চুণী, চাঁদ—হরিভূষণ, উন্মত্ত আদি—অমর, অনিতা—কুসুম, মকুন্দ—আশ্চর্য্যময়ী।

এই সময় অমরবাবু জয়দেব, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি ভূমিকায়ও মাঝে মাঝে নামেন। 'জয়দেব' অভিনয়ে প্রচুর অর্থাগম হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর—[illegible] (মণিলাল বন্দ্যো)

চন্দ্রকেতু—অমর দত্ত, [illegible]—[illegible] ভট্ট, [illegible]—হাঁদুবাবু, মণিমালা—কুসুমকুমারী, গোবিন্দগিরি—হরিভূষণ

৪ ডিসেম্বর—সওদাগর (ভূপেন্দ্র)

কুলীরক—অমর, অনিলকুমার—ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—কুঞ্জ, নিরঞ্জন—হাঁদুবাবু, প্রতিভা—কুসুম কুমারী, নীরজা—নারাণী

১১ ডিসেম্বর অমরেন্দ্রনাথ কুলীরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে বাহির হয়। প্রবল জ্বর এবং রক্ত বমনের জন্য তিনি অসমর্থ হইয়া থিয়েটারেই তাঁহার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কুঞ্জবাবু উপস্থিত হইতেই সমগ্র দর্শকবৃন্দ অমরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া এমন উত্তেজিত হইয়া উঠে যে তাঁহাকে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই অবস্থা জ্ঞাপন করিতে হয়। তিনি মাত্র একটি অঙ্কে দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, দর্শকবৃন্দ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নটনায়কের উপরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী দিবসেও 'সাজাহানের' ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় দ্বিতীয় অঙ্কে আসিবার পূর্ব্বেই এমন রক্তবমন করিতে থাকেন যে উত্থানের শক্তি আর তিনি ফিরিয়া পান না। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পক্ষে উহাই শেষাভিবাদন।

১৮ ডিসেম্বর—গোসাইজী (ভূপেন্দ্র)

২৫ ডিসেম্বর—তাঁলেদের ভোম্‌রা (মনোমোহন গোস্বামী)

মিনার্ভা থিয়েটার

২রা অক্টোবর—সিংহল বিজয় (দ্বিজেন্দ্রলাল)

সিংহবাহু—অপরেশ, বিজয়—তারক পালিত, কুবেনী—তারা, রাণী—প্রকাশ, লীলা—নরী, সুধাবা—চারুশীলা, ভৈরব ডাকাত—কার্তিকবাবু, জুমেলি—শরৎসুন্দরী।

৩ ডিসেম্বর—ভ্রান্তি (অপরেশ)

[লর্ড লীটনের লেডী অব লায়েন্স অবলম্বনে।]

দামোদর—প্রিয় ঘোষ, জহরলাল—অপরেশবাবু, বিশ্বনাথ—পালিত, জোরা মন্দিনী—তারা, রেবা—নরী, মহামায়া—প্রকাশ, সারদা—চারুশীলা।

[illegible]ন স্টেজে

৭ই আগষ্ট মিনার্ভা থিয়েটার নাম দিয়া মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় প্রথমে গিরিশের কালাপাহাড় খোলেন।

কালাপাহাড়—প্রিয়নাথ ঘোষ, চিন্তামণি—দানিবাবু, চঞ্চলা—তারা, [illegible]—প্রকাশ, বীরেশ্বর—নরেন্দ্র ঘোষ, লেটো—হীরালাল, ইমান—নরী

কোহিনুর ষ্টেজে মিনার্ভা নাম ব্যবহার করিবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। জন্মাষ্টমীর সময় হইতে (১ সেপ্টেম্বর) 'মনোমোহন থিয়েটার' নামে এখানে অভিনয় চলে।

৭ই আগষ্ট—রূপের ফাঁদ (সুরেন্দ্র রায়)

জৈমুদ্দিন—হীরালাল, স্বরূপ—অহীন্দ্র

২৫ সেপ্টেম্বর—কণ্ঠহার (দাশরথি মুখোপাধ্যায়)

নবীনকৃষ্ণ—এন ব্যানার্জ্জি, রণলাল—দানিবাবু, নরেন্দ্র—হীরালাল, নরহরি—মৃত্যুঞ্জয় পাল, মুরারী—অহীন্দ্র, তুলসীরাম—উপেন বসাক, মধু—অমৃতলাল (ম্যাজার), মোহিনী—হেমন্ত, রঞ্জিলা—নীরদা, সরোজ—শশী, ইনস্পেকটার—সত্যেন দে

পর সপ্তাহ হইতে "রাত দুপুরে" প্রহসন জুড়িয়া দেওয়া হয়।

২রা ডিসেম্বর—সাজাহান পুনরভিনীত হয়।

সাজাহান—চুণীবাবু, আওরঙ্গজেব—দানিবাবু, দেলদার—এন ব্যানার্জ্জি, পিয়ারা—বসন্ত (ষ্টার হইতে এখানে আসেন)

১১ ডিসেম্বর—বাদশাহজাদী

আজিজ—দানিবাবু, মাসুদ—চুণীদেব, (ষ্টার হইতে) হামিদা—তিনকড়ি, (থেসপিয়েন্ হইতে আসেন) জুমেলা—বসন্ত, যোধাবাঈ—হেমন্ত।

২৫ ডিসেম্বর—মুকুরে মুস্কিল

থেসপিয়েন টেম্পল (বেঙ্গল ষ্টেজে)

৺ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় এই থিয়েটার খোলেন। তিনিই লেসি, ম্যানেজার এবং পরিচালক হন।

৭ আগষ্ট—নূরমহল (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

সেলিম—ক্ষেত্রমিত্র, যোধাবাঈ—তিনকড়ি, [রাণীদুর্গাবতীতে দুর্গাবতী—সুবর্ণলতা, বজ্‌বাহাদুর—ক্ষেত্রবাবু, মতিবিবি—ভূষণ। 'রাজা ও রাণীতে' বিক্রমদেব—মণীন্দ্র, কুমার সেন—ক্ষেত্রবাবু, সুমিত্রা—রাকী, দেবদত্ত—পূর্ণঘোষ।]

১৮ সেপ্টেম্বর—রমা (ইন্দিরা হইতে শ্যামলাল বন্দ্যো.)

রমা—ভূষণ, সেনাপতি—যোগেশচৌধুরী, (চন্দ্রা—ভূষণ, আলাউদ্দিন—[illegible] বাবু।) [ইহাই [illegible] যোগেশের [illegible]]

অতঃপরে নারায়ণ বসুর হামির অভিনীত হয়।

হামির—রামকালী বন্দ্যো, জাল মেহতা—ক্ষেত্রবাবু।

১৯১৬

মিনার্ভা

১লা জানুয়ারী—হাতের পাঁচ

২৫ মার্চ্চ—বঙ্গনারী (দ্বিজেন্দ্রলাল)

দেবেন্দ্র—প্রিয়নাথ, উপেন—অপরেশ (পরে কাত্তিকবাবু), কেদার—হাঁদুবাবু, সদানন্দ—কালীপ্রসন্ন দাস, ঐ পুত্র—সত্যেন দে, বিনোদিনী—তারাসুন্দরী, মানদা—প্রকাশ, সুশীলা—চারুশীলা, যজ্ঞেশ্বর—নগেন ঘোষ।

১৫ জুলাই—রামানুজ (অপরেশ মুখোপাধ্যায়)

রামানুজ—প্রথম তিন অঙ্কে তারাসুন্দরী, ৪র্থ ও ৫ম অঙ্কে হাঁদুবাবু, যমুনাচার্য্য—অপরেশবাবু, যাদবপ্রকাশ — প্রিয়ঘোষ, কাঞ্চিপূর্ণ — কালী ব্যানার্জ্জি, অরুণীল—নগেন ঘোষ, সুরেশ—অটল, মহাপূর্ণ—কালীপ্রসন্ন দাস, কান্তিমতী—প্রকাশ, গোবিন্দ—সত্যেন দে, বাণী—সরোজিনী, চমাম্বা—নীরদা, লক্ষ্মী—চারুশীলা, দ্যুতিমতি—সুশীলাসুন্দরী (নবাগতা)। "নমো নারায়ণায়" বলিয়া দীক্ষাদানের সময় তারাসুন্দরীর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইত।

২৩ ডিসেম্বর—মণিকাঞ্চন (অতুল মিত্র)

২৫ ডিসেম্বর—আক্কেল সেলামী (প্রমথ চৌধুরী)

ষ্টার

সুপ্রসিদ্ধ নট অমরেন্দ্রনাথ ৬ই জানুয়ারী (৪—১০ মিঃ এ, এম) মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের একটী উজ্জ্বল রত্নের তিরোভাব হইল। সুকণ্ঠ, সুদর্শন, এবং তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় অভিনেতা তৎকালে বিরল ছিল। তিনি যেমন সুশিক্ষিত এবং সদ্বংশজাত ছিলেন, তাঁহার সহৃদয়তারও তেমনি তুলনা ছিলনা। তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন এবং দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। ষ্টারের সত্ত্বাধিকারীগণ থিয়েটার বন্ধ করিয়া যখন থিয়েটার ভাড়া দেওয়ার সঙ্কল্প করেন, তখন সে ভার গ্রহণ করিতে তৎকালে অমরেন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলনা। তাঁহার জনপ্রিয়তায়ই ষ্টার থিয়েটারে অপূর্ব্ব লোক সমাগম হইত। অভিনয়-নৈপুণ্যে কে বড় কে ছোট, এই লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিচালনশক্তিতে সে সময়ে অমরেন্দ্রনাথের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। নাট্যজগতের ইতিহাসে তিনি একজনই অমর।

২০ সেপ্টেম্বর—সিরাজ বদন এবং পতনের ব্যবস্থা

৮ ডিসেম্বর—হাসনাহানা (বরদা দাশগুপ্তের প্রবন্ধ পুস্তক)

ম্যাকডমাল্ড থিয়েটার (থিয়েটার রয়েল)

২৩ জুন—(যৌতুককাকী (ধীরেনমিত্র) মিসেস্ পেসেন্স কুমার, মিস্ বেটিনা ম্যাকডোনেল্ড, মিসেস্ মুখার্জি, মিসেস্ মিত্র বিভিন্ন ভূমিকায়

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব—[সভাপতি নবাব সামসুল হুদা, সেক্রেটারী মিহির সেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট চিত্তরঞ্জন দাশ] ৫ ল্যান্সডাউন লেন, ভবানীপুর

১৩ মে—গৃহলক্ষ্মী (গিরিশ) উপেন—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, শৈলেন—রায়সাহেব হরেন লাহিড়ী এম্-এ, বিরজা—শ্যামশঙ্কর চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ার) তরঙ্গিনী—ললিতমোহন সেন, ফুলী—শুকলাল গুহ, বৈদ্যনাথ—সুরেশ্বর মৈত্র (হাইকোর্টের Translator), নিতাই—জিতেন সেনগুপ্ত এম-এ বি-এল, শিবু উকীল—জিতেন্দ্রজিৎ সেন, শরৎ—অন্নদা গুপ্ত, অবধূত—কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, হীরু ঘোষাল—মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নীরদ—রেবতী ভট্টা, মন্মথ—অশ্বিনী ভট্টাচার্য্য, রেজিষ্ট্রার—উপেন্দ্র সেন

১৯১৮

মিনার্ভা থিয়েটার

১২ জানুয়ারী—ছবির রাজার (মেঘকণ্ঠ) নটবর—নৃপেনবসু

২০ এপ্রিল—চিতোরোদ্ধার (প্রমথ রায়চৌধুরী) কৃষ্ণা—তারাসুন্দরী, ময়না—নীরদা, জানসিং—প্রিয়ঘোষ, হামির—চাঁদবাবু, ঐ পুত্র কেতু—সুশীলা

১৭ আগষ্ট—কিন্নরী (ক্ষীরোদ) কিন্নরী—নীরদা, সুধন—কুঞ্জবাবু, উৎপল—নৃপেন বসু, পরে (কুসুম) ধনপতি—কালী বানার্জ্জী, নকরী—চারুশীলা, কিন্নররাজ—নগেন ঘোষ, কিন্নররাণী—প্রকাশ, পরে সুশীলাসুন্দরী। কুসুমকুমারী ষ্টার হইতে আসেন।

২৯ নভেম্বর—বিজয়-উল্লাস (রাখাল দাস রায়) জার্ম্মাণ যুদ্ধাবসানে

৮ ডিসেম্বর—রাজ বাহাদুর (যতীন্দ্রনাথ পাল) দুর্গাদাস—কার্ত্তিকবাবু, নাতবৌ—চারুশীলা

ষ্টার থিয়েটার

১২ জানুয়ারী—কমলেকামিনী (হরিপদ মুখোপাধ্যায়) কুমার সিং—মাখন মুখোপাধ্যায়, পরে কুসুম মিত্র। এহিয়া—প্রবোধ বসু

১৯ জানুয়ারী—মুচিরাম গুড় (বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প নাটকাকারিত) মুচিরাম—কুসুমকুমারী, অতঃপরে কিছুদিন থিয়েটার বন্ধ থাকে।

তৎপরে শিশিরমোহন মল্লিক লেসি

৩রা আগষ্ট—বিরাজ বৌ (শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ভূপেন বন্দ্যো কর্তৃক নাটকাকারিত) নীলাম্বর তারক পালিত, বড় অমৃতবসু, পিতাম্বর ক্ষেত্রমিত্র, বিরাজ কুসুম, সুন্দরী—বসন্ত

[বেশ অভিনয় হইত। ১৩০০।১৪০০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রী হইত]

২রা নভেম্বর আরব অভিযান (যতীন্দ্র) কালীচরণ—ক্ষেত্র, অপরেশ বাবু মিনার্ভা হইতে ম্যানেজার হইয়া আসেন।

১৮ ডিসেম্বর—প্রথমে কিন্নরী হয়। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ অপরেশচন্দ্রকে সহযোগিতা প্রদান করেন। সুধন—পালিত, ব্রহ্মদত্ত—নগেন ঘোষ, দেবকুমার—সত্যেন, পুরোহিত—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, উৎপল—তারা, মকরী—বসন্ত, কিন্নরী—নীরদা, রমাবতী—রাণী, বিতস্তা—মৃণালিনী, সুপ্রভা—নীহার।

কুসুমকুমারী মিনার্ভায় যায়। মিনার্ভার উপেন্দ্রবাবু হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া কিন্নরীর অভিনয় বন্ধ করেন। [Sec 5A. of British Copy-Right Act of 1912] তৎপরে

বিদ্যাধরী—(ভূপেন্দ্র) অবলা রঞ্জন—বসন্ত কুমারী

মনোমোহনে

১৩ মার্চ্চ—কিসমত্

২৫ মে—পরাজয় (প্রমথ চৌধুরী)

সরলমিত্র—দানিবাবু, দারোগা—হরিভূষণ, সুখী—আশ্চর্য্য, অন্নপূর্ণা—হেমন্ত, রমা—হরিপ্রিয়া, সৌদামিনী—শশী,

[সহসা গভীর গর্জনে বজ্রপাত, ষ্টীমার ভস্মসাৎ, অতলজলে নিমজ্জিত প্রভৃতি দৃশ্য সুন্দর]

১৭ আগষ্ট—দেবলাদেবী (নিশিকান্ত বসু)

খিজির খাঁ—দানিবাবু, মতিয়া—আশ্চর্য্য, কাফুর—হীরালালবাবু, আলাউদ্দিন—চুণীবাবু, গণপত—অহীন্দ্র দে, করুণাসিংহ—হরিভূষণ, কমলা—হেমন্ত, দেবলা—রাণীসুন্দরী, লক্ষ্মীবাই—হরিপ্রিয়া, দেবী সিং—মৃত্যুঞ্জয় পাল

২৫ ডিসেম্বর—পরদেশী (পাঁচকড়ি চাটুয্যে)

শঙ্কর—হীরালাল চট্টো, করমালা—অহীন্দ্র দে, জেমিলা—রাণী, মুরারিদ—মৃত্যুঞ্জয়, সাবিনা—শশী, শাকিরা—আশ্চর্য্য, জোহিরা—হরিপ্রিয়া

প্রোসডেন্সি থিয়েটার

১৬ মার্চ—কর্ম্মবীর (রণেন্দ্র গুপ্ত)

কার্ত্তবীর্য্য—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, পরশুরাম—পালিত

১৭ মার্চ—ধর্ম্মপথ (সতী চট্টো)

ত্রিলোচন —পণ্ডিত অবিনাশ

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (আলফ্রেডে)

নভেম্বর মাসে গৃহলক্ষ্মী করিয়া দুই হাজার টাকা Cyclone Reliefএ দেয়

উপেন্দ্র—হেমেন্দ্র, শৈলেন্দ্র—কুমার কনকেন্দ্র, নীরদ—নলিনী গুপ্ত, এম, এস, সি, মন্মথ—হরেন্দ্র লাহিড়ী, এম, এ,—অন্যান্য ভূমিকা পূর্ব্ববৎ

মনোমোহন ষ্টেজে (আলিপুর জজকোর্ট ক্লাব)

এক হাজার টাকা উক্ত রিলিফের জন্য উঠায়

ডিসেম্বর—মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)

গোবিন্দ সিং—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, মহাবৎ—জীবপ্রিয় রায় এম-এ, বি-এল।

১৯১৯

মিনার্ভা

২৫ মে—হীরার নথ (দাশরথি)

৫ জুলাই—মিশরকুমারী (বরদা দাশগুপ্ত)

আবন—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, রামেসিস্—হাঁদুবাবু, নাহেরিন—সুশীলাসুন্দরী, সামন্দেশ—প্রিয়নাথ ঘোষ, বুলা—সুবাসিনী, কাকাতুয়া—অনুকূল বটব্যাল (রাঙ্গাস), হারেম হেড্—কালীপ্রসন্ন দাস, জিনো—অটলবিহারী দাস, বাবের—কার্ত্তিক দে। নাহেরিন অপূর্ব্ব, আবনও খুব ভাল।

ষ্টার

৮ মার্চ—ওথেলো (প্রবীণ সাহিত্যিক ৺দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত)

ওথেলো—পালিত, ইয়েগো—অপরেশবাবু, ডেসডিমনা—তারাসুন্দরী ব্রাবনশিও—লক্ষ্মীকান্ত, কেশিও—প্রবোধ বসু, ডিউক—অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রিয়েকো—মণিলাল, এমিলিয়া—নীরদাসুন্দরী

এই নাটকে প্রবোধবাবুর নির্দেশমত পটলবাবু (পকেশচন্দ্র বসু) নৃত্যাদির পরিকল্পনা করেন। নৃত্যাদির উন্নতির আরম্ভ—

৩০ মার্চ—[illegible] (নির্মলশিব বন্দ্যো)

৩১ জুলাই—বিষবৃক্ষ (নাটক ও বায়স্কোপ একত্র অর্থাৎ অবকাশের দৃশ্যগুলি চিত্রে প্রদর্শিত হইত)

নগেন্দ্র—দানিবাবু, সূর্যমুখী—শশী, কুন্দ—রাণীসুন্দরী

ষ্টারে

৩রা এপ্রিল—হরিদাস

হরিদাস—প্রবোধ বসু, নিত্যানন্দ—কিরণ, লহরী—বসন্ত, আনন্দ—কালী, অদ্বৈত—হীরালাল দত্ত, পূজারী—লক্ষ্মীকান্ত মুখো, শ্রীবাস—শীতল পাল, রামচন্দ্র খান—প্রফুল্ল সেন, গৌরাঙ্গ—বসন্ত (ছোট), কাজী—হাস্যার্ণব অক্ষয়

[অপরেশবাবুর সময় হইতে ষ্টার]

অপরেশবাবু, তারাসুন্দরী ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহের সহায়তায় থিয়েটার চালান।

৫ জুন—রাখীবন্ধন (অপরেশ মুখো)

(Warrior of Heligoland অবলম্বনে)

ধারা—তারাসুন্দরী, চন্দ্রাবত কুম্ভ—পার্শিভ পরে অপরেশবাবু।

১৯ জুন—কুহকী (দেবেন্দ্র নাথ বসু)

২১ জুন—ছিন্নহার (অপরেশ, মেরি কোরেলির Worm Wood অবলম্বনে)

লীলা—তারা, পুলিশ ইনস্পেকটার—পার্শিভ, বিলাত ফেরত মিঃ রায়—অপরেশবাবু, পুঁটিরাম—রাধাচরণ লোকনাথ—নরেন সিংহ, হিমাংশু—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, প্রকৃতি—কুমুদিনী, ভোলানাথ—ননী মল্লিক।

শান্তি থিয়েটারে (ভবানীপুর)

এই সময় ভবানীপুরে একটী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দ মুখোপাধ্যায় লিজ নেন। খাসদখল, বলিদান, দেবলাদেবী প্রভৃতি অভিনয় হয়।

সরস্বতী পূজার রাত্রে হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের চেষ্টায়—বলিদান ও বৈকুণ্ঠের খাতা।

করুণাময়—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সরস্বতী—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী (সম্প্রতি একজন নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার), দুলাল—কুমার কনকেন্দ্র নারায়ণ ভূপ, বৈকুণ্ঠ—কালিবাবু, কেদার—বঙ্কুবাবু (সুধাংশু দাশগুপ্ত উকীল)

ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী কর্তৃক অযোধ্যা ও পূর্ণশশী

গৌরাঙ্গ—অতুল ঘোষ, উপেন—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত।

১৯২১

মিনার্ভা

১৪ মে—কেলোর কীর্ত্তি (ভূপেন বন্দ্যো)

কালভৈরব (কেলো)—হাঁদুবাবু, দামোদর (কর্ত্তা)—কুঞ্জবাবু, মথা উড়ে—কার্ত্তিকবাবু, লক্ষ্মীমণি—প্রকাশ, মেনকা—চারুশীলা, Race Guider—সন্তোষ দাস (ভুলো)

অভিনয় এত ভাল হয় যে প্রতিযোগিতায় "অপরাধী কে ?" দাঁড়াইতে পারে না।

এই ভূমিকায় নামিয়াই সন্তোষের বিস্কুটথেকো ভুলো নাম হয়।

২৫ ডিসেম্বর—নাদির শাহ (বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত)

নাদির শাহ—হাঁদুবাবু, আকবরী—চারুশীলা, সয়তান—কার্ত্তিকবাবু, অনৈকা বেগম—সুশীলা, নাগরিক—ভুলো।

বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে)

ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানী বাঙ্গালী থিয়েটার খোলেন।

১৪ মে—অপরাধী কে [হিন্দি 'আগা হাসার' হইতে সত্যেন দে কর্ত্তৃক অনূদিত]

১০ ডিসেম্বর—আলমগীর (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

আলমগীর—শিশির ভাদুড়ী, এম, এ, রাজসিংহ—প্রবোধ বসু, গরীব দাস—নৃপেনবাবু, ভীমসিংহ—সত্যেন দে, দয়ালশা—শীতল পাল, কামবক্স—ভূধরী বন্দ্যো, রামসিংহ—গোপাল ভট্টাচার্য্য, হীরাবাঈ—বসন্তকুমারী, রূপকুমারী—প্রভা।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম শিশির কুমারের শুভ অভিবাদন। সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার পরে রঘুবীর এবং চন্দ্রগুপ্ত ও হয়। রঘুবীরে রঘুবীর শিশির, অনন্তরাও—প্রবোধবাবু, শ্যামলী—বসন্ত, পরীবানু—সুশীলাবালা, সখার মা—পান্না, দেবল—হীরালাল দত্ত।

ষ্টার

১৫ জানুয়ারী—বাসবদত্তা (অপরেশ)

তাদের [illegible] বাসবদত্তা[illegible]

বিক্রম—শশী [illegible], [illegible]—তারা, [illegible]—[illegible], বাসবদত্তা—[illegible]

১লা এপ্রিল—মন্দাকিনী (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

মন্দাকিনী—[illegible]

৩রা ডিসেম্বর—অযোধ্যার বেগম (অপরেশ)

সুজাউদ্দৌলা—লক্ষ্মীবাবু, মিরকাশিম—চুনীবাবু, হাফেজর রহমান—অপরেশবাবু, ঐ বেগম—গোলাপ, বৌ বেগম (অযোধ্যার বেগম)—তারা সুন্দরী, ছায়া—কৃষ্ণ ভামিনী, জিন্নত—নিহারবালা

অভিনয় এবং অর্থাগম দুইই ভাল হয়। এই সময় matinee sale ভাল হইতে লাগিল।

রবিবার Candle Light এর পরিবর্তে Matinee আরম্ভ হয়। অন্যান্য থিয়েটারও পথানুসরণ করে।

মনোমোহনে

৩০ জুলাই—সর্ব্বতোভাবে ছায়াসম্পাত শূন্য 'বিষবৃক্ষ'।

রাজা বসন্তরায়, ভ্রমর, হারানিধি প্রভৃতি অভিনীত হয়।

২৫ ডিসেম্বর—প্রাণের টান (ঘুঘুডাঙ্গার সুরেন রায়)

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (মনোমোহনে)

মার্চ্চ—মেবার পতন—

গোবিন্দসিং—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

১৯২২

মিনার্ভা

১১ ফেব্রুয়ারীতে—'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে নরেশ মিত্র 'চাণক্য' এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এন্টিগোনস সাজেন।

চন্দ্রগুপ্ত—হীরুবাবু, মুরা—সুশীলা, কাত্যায়ণ—কার্ত্তিকদে

১৮ জুন—প্যালারামের স্বদেশিকতা—(ভূপেন্দ্র বন্দ্যো)

প্যালারাম—রাধিকানন্দ, মিঃ জেকব—নরেশ মিত্র

29th July—It is proscribed under Sec. 3 of Act XIX of 1876 (Dramatic Performance Act)

১লা অক্টোবর—কুসুমশর (ভূপেন্দ্র)

মদন—সুবাসিনী, রতি—নবতারা, বসন্ত—ভুলো

সুশীলাসুন্দরী মিঃ হিন্দ, মোহিতও করেন।

১৮ অক্টোবর থিয়েটার আগুনে পুড়িয়া যায়

ষ্টার

১লা জুলাই—নবাবী আমল—(নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামপ্রসাদ—পূর্ণঘোষ, পতিতা—তারা, হোসেন—হীরুবাবু, রাঘব—চুনীদেব চিন্ময়ী—কৃষ্ণভামিনী।

কোম্বর খাঁ—অটলদাস, আলিবর্দ্দি—প্রফুল্ল সেন, রঘুজী—ননীগোপাল মল্লিক, খাদিওজ্জমান—অপরেশ মুখোপাধ্যায়।

১৯ আগষ্ট—অপ্সরা (অপরেশবাবু)

অর্জ্জুন—হাঁদুবাবু, উর্ব্বশী—কৃষ্ণভামিনী

২৩ সেপ্টেম্বর—সুদামা (অপরেশ)

সুদামা—হাঁদুবাবু, সুমতি—কুমুদিনী, রুক্মিণী—নীহার, কৃষ্ণ—কৃষ্ণকামিনী

অভিনয় খুব ভাল হয়। এখনও চলে, তবে বেশী অর্থাগম হয় না।

মনোমোহনে

১১ ফেব্রুয়ারী—"বঙ্গেবর্গী"—(নিশিকান্ত বসু রায়)

ভাস্কর পণ্ডিত—দানিবাবু, মোহনলাল—ক্ষেত্রমিত্র, মাধুরী—শশীমুখী, গৌরী—আশ্চর্য্যময়ী, মীরহাবি—পূর্ণঘোষ, উপানন্দ—জীবনকৃষ্ণ পাল, ছিদাম—অহীন্দ্র দে, আলিবর্দ্দি—হীরালাল চট্টো, সিরাজ—রাণীসুন্দরী, মিরজাফর—হরিভূষণ

বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী

২ ডিসেম্বর—মুক্তার মুক্তি (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

রাজা—তুলসীবাবু, রতনচাঁদ—নৃপেনবাবু, ব্রাহ্মণ—গোপাল, অঞ্জণা—মালিনী (সুবাসিনী)

২২ ডিসেম্বর—রত্নেশ্বরের মন্দির (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ)

রত্নেশ্বর—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, সরমা—প্রভা। প্রতাপাদিত্যও হয়।

আর্ট থিয়েটার খুলিবার মুখে কর্ত্তৃপক্ষ এই থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে "প্রফুল্ল"

আগষ্ট মাসে—প্রয়োজক—কিশোরীপতি রায় এম, এল, এ,

যোগেশ—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, রমেশ—সুরেন্দ্র সিংহ, সুরেশ—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম, এল, এ, পিতাম্বর—ভবতোষ বসু এম-এ বি-এল, কাঙালী—নরেন ভট্টাচার্য্য, মদনদাদা—যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গায়ক—উমেশ গুহ বি-এল, (চট্টগ্রাম) জগমণি—যতীন্দ্র ঘোষ, উমাসুন্দরী—ভূপেন্দ্র বসু, জ্ঞানদা—ক্ষীরোদ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল—অমূল্য বসু। দর্শক—দেশ বিশ্রুত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রায় ৮ শত রাজনৈতিক কয়েদী ও জেলের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দর্শকগণ অভিনয়ের অত্যাধিক সাধুবাদ করেন। তাঁহারা জেলের মধ্যে জেলের দৃশ্য দেখিয়া নাট্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ম্যানেজার—অমূল্য রায়চৌধুরী।

অষ্টম অধ্যায়

নূতন যুগ ও আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্

গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পরে একযুগ বহিয়া গেল, কিন্তু তথাপি নূতন নাট্যকারের উদ্ভব হইল না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে,' 'সিংহল বিজয়' ও 'বঙ্গনারী' এবং ক্ষিরোদ প্রসাদের ভীষ্ম, ভাগ্যচক্র, কিন্নরী প্রভৃতি কিছুদিন চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তারপরে প্রধানতঃ অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই নূতন নাটক লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। রামানুজ ও অযোধ্যার বেগম প্রচুর অর্থ প্রদান করিল বটে, কিন্তু অপরেশচন্দ্র পূর্ব্বগামী নাট্যকারের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া নাটকের অভাব কতকাংশে পূর্ণ করিলেন মাত্র। আরও অনেক নাট্যকারও আসিলেন সত্য, কিন্তু বরদা দাশগুপ্ত ভিন্ন সে সময়ে আর কাহারও নাম করা চলেনা। দেশে জাতীয় আন্দোলনের এক নবপ্রবাহ প্রবাহিত হইল বটে, কিন্তু কেবল 'বঙ্গে বর্গী' বা 'অযোধ্যায় বেগমে' নব ভাবধারার কোনরূপ স্ফুরণই হইলনা।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ, নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এল, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ শিক্ষিত যুবকগণ অভিনয়-কলা জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া নাট্যশালার পরিপুষ্টি সাধনে ব্রতী হইলেন। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন, দানিবাবুও প্রতিদ্বন্দীহীন ক্ষেত্রে ক্রমে নূতনত্ব-বিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং এই সময়ে এই নূতনের অভিযান লোকে বড় আগ্রহ সহকারেই অভিনন্দিত করিয়াছিল। এই নবীন অভিনেতৃমণ্ডলীর নিকট দেশ বড় আশা করিয়া উন্মুখ হইয়াও রহিল। নূতন লোক মনে করিল নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; পুরাতন অপরেশচন্দ্র কিন্তু এই নূতনের সহায়তারই দশটী বৎসর আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালনা করিয়া অভিনয়-কলার উৎকর্ষসাধন ও কালোপযোগী নাটকের পরিবেশন করিয়া সাময়িক অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন। নবীন দলেরও নায়করূপে তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যখনই তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, তাহাতেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কখনও লাঘব হয় নাই। পরশুরাম, ইস্‌কিবাল, রসিক ও মদনদাদার অভিনয়ের প্রশংসা সকলের মুখে এখনও শুনিতে পাই। তবে হিরো সাজিবার তাঁহার বয়স এবং দেহ-সৌষ্ঠব যে অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহা খুবই সত্য।

ষ্টার থিয়েটারের যখন অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল, অপরেশ

বাবু ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ উহা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পরিচালক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্' নামে একটী যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। কোম্পানীর ডিরেকটার হন বাবু ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও কুমারকৃষ্ণ মিত্র। কিছুদিন পরে ভূপেনবাবু চলিয়া যাওয়ায় গদাই মল্লিক মহাশয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। থিয়েটারের স্বত্ব ও আসবাবপত্র অপরেশ-বাবু ও প্রবোধবাবু এই কোম্পানীর নিকট ৫০০০০, টাকায় (২৫০০০, নগদ ও ২৫০০০, শেয়ারে) একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া দেন। অপরেশবাবু হন নাট্যকার, শিক্ষক ও ম্যানেজার, আর প্রবোধবাবু হন সেক্রেটারী।

থিয়েটারের বাহ্যিক সংস্কারও বেশ সাধিত হয়। গেলারীর বেঞ্চগুলি সরাইয়া একটী সুন্দর মেজ (floor) করিয়া সমস্ত আসনের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত হয়। হলের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে একটী নূতন দরজা খোলা হয় এবং বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার প্রচুর ব্যবস্থা হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনা এবং কার্য্যনির্ব্বাহের ভারই ছিল প্রবোধবাবুর উপর।

পোষাক পরিচ্ছদও দেশীয় ও স্থানোপযোগী করা হয়। সর্ব্বোপরি নূতন নূতন সুদর্শন শিল্পীগণের সমাবেশে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ বড়ই আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে বাবু তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে রাধিকানন্দবাবু ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সন্তোষ সিংহ প্রভৃতিও আসিয়া মিলিত হন।

১৯২৩

৩০ জুন—কর্ণার্জ্জুন (অপরেশ মুখোপাধ্যায়)

কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শকুনি—নরেশমিত্র বি, এল, অর্জ্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম—অপরেশবাবু, ভীম—ননীগোপাল মল্লিক, কৃষ্ণ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুঃশাসন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যো, দুর্য্যোধন—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, দ্রোণ—কালীপ্রসন্ন পাইন, ভীষ্ম—সন্তোষ দাস (ভুলো), যুধিষ্ঠির—হেমেন্দ্ররায়চৌধুরী, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী, কুন্তী—মনোরমা, নিয়তি—নীহারবালা, দ্রৌপদী—নিভাননী, সুকেতু—গোলাপ

কর্ণ খুব ভাল, অন্যান্য ভূমিকাও ভাল হয়। স্বল্প কয়েকটী কথাতেই দুর্গাদাস বাবু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পদ্মাবতী ও নিয়তি ভাল হয়।

কর্ণার্জ্জুনে অজন্তা গুহার খোদিত মূর্ত্তি এবং প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত প্রাচীন-

যুগের বেশভূষার ন্যায় কৌরবপাণ্ডবগণের বসনভূষণের নূতনত্ব দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হয়।

অক্টোবর মাসে 'চন্দ্রগুপ্ত' পুনরভিনীত হয়। চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস, চাণক্য—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, সেলুকস—অহীন্দ্র চৌধুরী

বড়দিনে—মুক্তির ডাক (মন্মথরায়ের একাঙ্ক নাটিকা) [এই প্রথম একাঙ্ক নাটিকা।]

ইডেন গার্ডেনে শিশির সম্প্রদায়

বড় দিনে একজিভিসনে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"। রাম—শিশির, লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভরত—তারাকুমার ভাদুড়ী, বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শম্বুক ও দুর্ম্মুখ—রবীন্দ্ররায়, লব—জীবনগাঙ্গুলী, কুশ—ননী সান্যাল, সীতা—প্রভা। চারি রাত্রি অভিনয় হয়।

মনোমোহনে

১০ ফেব্রুয়ারী—নজরে নাকাল, ৩রা মার্চ্চ—আশাপ্রতীক্ষা

১৮ আগষ্ট—আলেকজাণ্ডার (সুরেন্দ্র বন্দ্যো)

আলেকজাণ্ডার—দানিবাবু, পুরু—হীরালাল, বেসাস—অহীন্দ্র, ফিলিপ—নরেন্দ্র সিংহ, ভবানী—আশ্চর্য্য, মীরা—শশী, ক্লিওপেট্রা—রাণীসুন্দরী

আলেকজাণ্ডার—দর্শকের মনঃপূত হয় নাই। ইহাতে দানিবাবুর কিছুমাত্র যশ হয় নাই। অর্থাগমও বিশেষ হয় নাই। তখন নূতনের অভিযানে সংবাদ-পত্রে দানিবাবুকে উপহাস করিয়া সমালোচনা বাহির করিতে লাগিল।

বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী (৯১ হ্যারিসন রোড)

১০ মার্চ্চ—বিদুরথ (ক্ষীরোদ)

বুদ্ধ—প্রবোধবসু, অম্বালিকা—কুসুম, বিদুরথ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, চম্পা—প্রভা, বাসরী—হরিমতি (ব্লাকী)

২১ এপ্রিল—সতীলীলা, কস্তুরী—কুসুম

মিনার্ভা (আলফ্রেডে)

রকমারী

১৯২৪

মিনার্ভা (আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে)

৯ সেপ্টেম্বর—জীবন যুদ্ধ (মনোমোহন রায়) লা মিজারেবল অবলম্বনে

মেঘনাদ—কার্ত্তিক দে, ইনস্পেক্টার প্রতাপচাঁদ—সত্যেন দে, রমানাথ—

হাঁদুবাবু, ঐ পত্নী রেবতী—নগেন্দ্রবালা, মাধুরী—চারুশীলা পরে সুশীলা, রেবতী—নগেন্দ্রবালা, বামা—কুমুদিনী

কারিকর রমণীগণের গান—

"খদ্দর পর খদ্দর বোনো গাও খদ্দর বাণী
খদ্দর মোদের দেশের রাজা চরকা মোদের রাণী।"

৪ নভেম্বর—জোর বরাত (ভূপেন্দ্র বন্দ্যো)

জয়শঙ্কর—কুঞ্জবাবু, ঐ কন্যা—আসমানতারা, ব্যারিষ্টার—কার্ত্তিকবাবু, ঘটকী—প্রকাশ, দন্তুর দম্পতি—শশীমুখী, ফটিকচাঁদ—সুরেন রায়।

২৫ ডিসেম্বর—কৃতান্তের বঙ্গদর্শন (ভূপেন্দ্র)

কৃতান্ত—কুঞ্জবাবু, মহাবীর—হাঁদুবাবু, ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্ত—কার্ত্তিক দে,

শিশির সম্প্রদায় (আলফ্রেডে)

মার্চ্চ—বসন্তলীলা (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

বসন্ত দূত—অঙ্গারক কৃষ্ণ দে। নৃত্য শিক্ষা দেন সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্র রায় ও মণি গাঙ্গুলী মহাশয়।

আলমগীর পুনরভিনয়েও শিশির বাবুর যশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আর্ট থিয়েটার (ষ্টার রঙ্গমঞ্চে)

১লা জানুয়ারী—ইরাণের রাণী (অপরেশ মুখোপাধ্যায়)

রাণী—কৃষ্ণ ভামিনী, গুলরুখ—সুবাসিনী, নর্ত্তকী—নীহার, দারা জোবেয়ার—অহীন্দ্র চৌধুরী, দাউদ সা—অপরেশবাবু, কাজী—দুর্গাদাস বন্দ্যো, দাউদ—অপরেশবাবু, নাদের খাঁ—প্রফুল্ল সেন, বাজীরাখো—ভুলো, বাদী—কোহিনূরবালা।

শনিবার রবিবার 'কর্ণার্জ্জুন' হইত, আর বুধবার হইত ইরাণের রাণী। বৃহস্পতিবার পুরাতন নাটকে অভিনয় করিবার জন্য দানিবাবুকে হাজার টাকা মাসিক বেতনে তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্ট করিয়া আনা হয়। দানিবাবু আসিয়া এত শক্তি ও প্রাণ দিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন যে অচিরে শত্রুমিত্রের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইলেন। চাণক্য-ভূমিকায় এখানেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অপরাজেয়ই রহিয়াছেন। 'নাচঘর' ঠিকই লিখিয়াছে—"এবার আর্ট থিয়েটারের চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় যে সমস্ত থিয়েটারের অভিনীত চন্দ্রগুপ্তের বিগত খ্যাতিকে অতিক্রম ক'রে যাবে (Record break) সে বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ থাকৃতে পারে না, কারণ এখনও চাণক্যের ভূমিকায় দানিবাবু অপরাজেয়, রাধিকাবাবুর এণ্টিগোনস্ বেশবিখ্যাত, অহীন্দ্রবাবুর সেলুকস শত্রুমিত্রের প্রশংসা

অর্জন করেছে। চন্দ্রগুপ্তে দুর্গাদাস বাবুর প্রতিভার বিকাশ সর্বজনবিদিত। সুশীলাসুন্দরীর মুরার অভিনয় মর্মস্পর্শী। তিনকড়িবাবুর ভিক্ষুক সম্রাটকেও প্রলুব্ধ করে।"

বাচালের ভূমিকায় সন্তোষ দাস (ভুলো) এত ভাল অভিনয় করেন যে দানিবাবু একবার হাসিয়া ফেলিতেই বাধ্য হন। ভুলো অপূর্ব্ব অভিনয় করে। প্রফুল্ল, বলিদান, গৃহলক্ষ্মী, সরলা, বিষবৃক্ষ, সাজাহান প্রভৃতি নাটকের অভিনয়েও দানিবাবুর সমান প্রতিভা পরিস্ফুরিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চাণক্য লইয়া সর্ব্বাধিক বিক্রয় ৮০০৲ টাকার বেশী হইত না, কিন্তু দানিবাবুর চাণক্যে এত লোক সমাগত হইত যে প্রতিরাত্রে প্রায় দুই হইতে আড়াই হাজার টাকার টিকেট বিক্রী হইত। রঙ্গমঞ্চে দানিবাবুর চাণক্য সত্যই অতুলনীয়।

৩রা ডিসেম্বর—রূপকুমারী (নির্ম্মল শিব)

কলাবতী—নীহার, রূপকুমারী—নিভাননী

২৫ ডিসেম্বর—বন্দিনী (অপরেশ)

Gilbert ও Sullivanএর Aida অবলম্বনে ইস্‌কিবল (দুর্গাদাস)—গ্রন্থকার, তাবেজ (বালক ভৃত্য)—আশ্চর্য্য, র‍্যামসিস্—অহীন্দ্রবাবু, বন্দিনী—ফিরোজা, মিত্তানীর রাজা—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, নাহোরিন—নীহার, আবভিরা—রাণীসুন্দরী, ফারাও—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, পুরোহিত—ব্রজেন্দ্র সরকার

দৃশ্যাদি অতি মনোরম ও মিশর দেশোপযোগী চাকচিক্যসম্পন্ন

গ্রন্থকার, আশ্চর্য্য ও নীহারের ভূমিকায় অভিনয় খুব চমৎকার হয়। কিন্তু এই সময় সম্প্রদায় নীহারসহ রেঙ্গুনে চলিয়া যাওয়ায় বিক্রয় কিছু কম হয়।

মনোমোহন থিয়েটার

১ ফেব্রুয়ারী—ললিতাদিত্য (নিশিকান্ত রায়)

ললিতাদিত্য—দানিবাবু, গৌড়েশ্বর ভূপাল সেন—ক্ষেত্রমিত্র, রাণী অরুণা—কুসুম কুমারী, রাণীরট্যা—শশীমুখী, বিজয় সেন—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, চম্পা—আশ্চর্য্য, অনন্ত—হীরালাল চট্টো

Indian Daily News—The sonambalastic scene played by Dani Babu is a marvel of histrionism. He is ably supported by Kusum who as queen shows rare histrionism. The part of Bhupal Sen has well been rendered by Khetra Babu (Mitra)

"অমৃতবাজার পত্রিকা"

"As Rani Aruna Kusum appeared to be a real Rani. Ratta and Champa gave us much fine acting. Mr. S. N. Ghose appeared in the title role and did his best in a part which was Mark Antony and Macbeth rolled into one. But above all towered head and shoulders the character of Bhupal Sen as rendered by Khetra Babu.

'অবতার'—দানিবাবু ও কুসুমকুমারীর অভিনয় দেখিয়া বুঝিয়াছি এখনও তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

যদিচ অভিনয় খুব ভাল হয়, কিন্তু কোন কোন দায়িত্ববিহীন কাগজ আবার বিরুদ্ধ সমালোচনাও করে। মোটের উপর তখন লোকের তরুণের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকট হইল। দানিবাবু খিজির খাঁ ও ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অপূর্ব্ব শক্তি প্রদর্শন করিলেও, আলেকজাণ্ডারে তাঁহার অখ্যাতি হয়। ললিতাদিত্যে সাফল্যলাভ হইলেও, মনোমোহন পাঁড়ের ধারণা জন্মিল যে তরুণের অভিযানে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই সময় তাঁহার কাশীতে থাকাও বিশেষ দরকার হয়, আর বাড়ীটীও ইম্প্রুভমেণ্টট্রাষ্টে পড়ায় আজ হোক কাল হোক্, উঠাইয়া দিতেই হইবে; তাই ভাবিয়া তিনি থিয়েটার উঠাইয়া দিয়া বাড়ী ভাড়া দিবেনই স্থির করেন। এই সময় শিশিরবাবু দার্জ্জিলিং গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া মনোমোহন-থিয়েটার বাড়ীটী ভাড়া লইয়া আসেন। 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' নাম হইবে স্থির হয়।

মনোমোহন নাট্যমন্দির

লেসি ও প্রযোজক—শিশির ভাদুড়ী

৬ই আগষ্ট—সীতা (যোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

রাম—শিশির ভাদুড়ী, সীতা—প্রভা, দুর্ম্মুখ—অমিতাভ বসু, শম্বুক—গ্রন্থকার, বশিষ্ট—ললিত লাহিড়ী, বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভরত—তারাকুমার ভাদুড়ী, শত্রুঘ্ন—তুলসী বন্দো, লব—জীবন গাঙ্গুলী, কুশ—রবিরায়, শম্বুকপত্নী—নীরদা, বৈতালিক—কৃষ্ণ দে (অন্ধগায়ক) অষ্টাবক্র—শরৎ চট্টোপাধ্যায়। রাম, সীতা ও বাল্মিকী ভাল।

দৃশ্য ও সাজসজ্জার কর্ণার্জ্জুনের ন্যায়ই উন্নতি হয়।

১৩ ডিসেম্বর—পাষাণী (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ইন্দ্র ও গৌতম—শিশিরবাবু, চিরঞ্জীব—মনোরঞ্জন, রাম ও সূর্য্য—রবিরায়, সত্যানন্দ—বিশ্বনাথ, মদন—জীবন গাঙ্গুলী, রতি—ঊষা, মাধবী—মনোরমা

চিরঞ্জীব দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয়। গৌতমও ভাল হয়।

মনোরঞ্জন বাবু অন্যতম সুশিক্ষিত, সুদর্শন ও সুদক্ষ নট। তিনি বি-এল-পি পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কেবল রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন গোস্বামী ছিলেন। এবার অনেকে আসিলেন।

শান্তিনিকেতনে

৮ মে—লক্ষ্মীর পরীক্ষা (রবীন্দ্রনাথ)

[৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩২ নাচঘর—"এদেশের রঙ্গালয়ের বয়স বেশী দিন নয়। সে এই মাত্র অর্দ্ধশতাব্দি অতিক্রম ক'রে চলে এসেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এ দেশের জল হাওয়ার গুণে সে জরাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল। তার নাড়ী ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং পরমায়ু দ্রুত হ্রাস হ'চ্ছিল। শুভক্ষণে শিশিরবাবু প্রমুখ নবযুগের তরুণ অভিনেতার দল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে আজ রঙ্গালয়কে জরার অভিশাপ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এদেশের রঙ্গালয়ে আজ আবার নবযৌবন দেখা দিয়েছে"]

মিনার্ভা (আলফ্রেডে)

১৮ এপ্রিল—ঠকের মেলা (ডাক্তার নরেশ সেন) ঠক্—হীরুবাবু

১৫ জুলাই—ডালিম (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গল্প হইতে বরদা দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারিত)

ডালিম—সুবাসিনী, নবীন—তুলসী বন্দ্যো, ক্ষেমঙ্করী (দজ্জাল শাশুড়ী) প্রকাশমণি, জগদীশ—অমূল্য দত্ত, রামচাটুর্য্যে—অহীন দে

[বাগানবাড়ী দৃশ্যে মনে হয় সত্যই মিনার্ভা ষ্টেজের উপর বাগানবাড়ী রহিয়াছে]

মিনার্ভা (নব নির্ম্মিত নিজ বাটীতে)

৬, বিডন ষ্ট্রীট

৮ আগষ্ট—আত্মদর্শন (মহাতাপচন্দ্র ঘোষ)

মনরাজা—হীরুবাবু, কাম—তুলসী বন্দ্যো, ক্রোধ—সত্যেন দে, লোভ—ভুলো, প্রবৃত্তি—মনোরমা, নিবৃত্তি—নগেন্দ্রবালা, সুমতি—নবতারা, কুমতি—শশীমুখী, সুখ—রেণুবালা, দুঃখ—ভবানী, ভক্তি—সুবাসিনী, বিবেক—আঙ্গুর, বৈরাগ্য—রেণো, নিষ্ঠা—কুমুদিনী, লালসা—প্রকাশমণি, হিংসা—শরৎকুমারী

২৫ ডিসেম্বর—সত্যভামা (বরদা দাশ গুপ্ত)

সত্যভামা—সুবাসিনী, নারদ—হীরুবাবু, শ্রীকৃষ্ণ—তুলসীবাবু, মধুকর—আঙ্গুরবালা

বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল্স লিমিটেড (আলফ্রেড রঙ্গে)

৭ আশ্বিন—মহারাষ্ট্র

সদাশিবরাও—নির্ম্মল লাহিড়ী, পেশওয়া—প্রবোধ বসু, গোপিকাবাঈ—কুসুমকুমারী। ভুজঙ্গ রায়ও নামেন।

ষ্টারে

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—গোলকুণ্ডা (ক্ষীরোদ)

ঔরঙ্গজেব—অহীন্দ্র চৌধুরী, মিরজ্জুমলা—তিনকড়ি, হাসান—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, আমিন—ভুলো, সেলিমা—সুবাসিনী, মহম্মদ—ইন্দু মুখোপাধ্যায় আইরিন—নিভাননী, আরজুমন্দ—কৃষ্ণভামিনী, জেরিণা—কোহিনুরবালা।

এপ্রিলের শেষ—জনা (গিরিশ)

জনা—সুশীলা সুন্দরী, বিদূষক—দানিবাবু, প্রবীর—অহীন্দ্রবাবু, মদনমঞ্জরী—নিহার, নায়িকা আশ্চর্য্য। কয়েক রাত্রি পরে দানিবাবু প্রবীর হন, বিদূষক—তিনকড়িবাবু। সুশীলা সুন্দরী ও দানিবাবু খুব ভাল অভিনয় করেন।

বিজ্ঞাপনে এইরূপ দেওয়া হয়—

"হেথা অঙ্গহীন নহে বঙ্গ পূর্ব্ব অবয়ব
এস, দেখো যেই জনা গিরিশ গৌরব।"

১৫ আষাঢ়—দেশবন্ধুর স্মৃতি পূজায় অর্ঘ্যদান। অমৃত বসু কর্ত্তৃক স্মৃতির পাদপীঠে বিনীত অভিবাদন। সমবেত-সঙ্গীত-রচয়িতা অপরেশবাবু। রাধিকানন্দ 'পুরাতন ভৃত্য' খুব সুন্দর আবৃত্তি করেন।

এই সময়ে অনেকবার 'বিষবৃক্ষও' হয়। নগেন—দানিবাবু, তিনকড়িবাবু বা অহীন্দ্রবাবু তিনজনের একজনই নামিয়াছেন। দেবেন্দ্র—আশ্চর্য্য, হীরা—সুবাসিনী। সরলার শশীভূষণ—তিনকড়িবাবু, বিধু—নির্ম্মলেন্দু, শ্যামা—আশ্চর্য্য গদাধর—দানিবাবু, প্রমদা—রাণীসুন্দরী, সরলা—কৃষ্ণভামিনী, [জনার অগ্নি—দুর্গাবসু, গঙ্গারক্ষক—ভুলো ও ধীরেন বানার্জ্জি, অর্জ্জুন—রাধিকানন্দ, নীলধ্বজ—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত]

১৮ জুলাই—চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ)

চন্দ্রকেশব—হরিমোহন বসু, মৃত্যুঞ্জয়—ব্রজেন্দ্র সরকার, গুরুদাস—কালীবাবু, অক্ষয়—তিনকড়িবাবু, চন্দ্র—অহীন্দ্রবাবু, রসিক—অপরেশবাবু, পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যো, শ্রীশ—ইন্দু মুখার্জ্জি, বিপিন—রাধিকানন্দ, নীরবালা—নীহার, শৈল—সুশীলা সুন্দরী, নৃপবালা—রাণীসুন্দরী, নৃপবালা—কিরোজা, জগত্তারিণী—রাজবালী, নির্ম্মলা—নিভাননী

চন্দ্রের মেক্ আপ্ অতি চমৎকার হইয়াছিল। অক্ষয় খুব স্বাভাবিক অভিনয় করেন। পূর্ণ খুব interesting, রসিক অদ্ভুত অপেক্ষা অদ্ভুত।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। তিনি অনেক ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং অপরেশবাবুকে 'রসিকবাবু' বলিয়া সম্বোধন করেন। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে নিরোবালা, শৈল ও জগত্তারিণীর প্রশংসা করেন। অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়।

"ষ্টারের 'বিল্বমঙ্গল' দানিবাবুকে বাদ দিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়েছে। অপরেশ বাবুর সাধক ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর ভিক্ষুক যেন মাণিকজোড় বলে মনে হচ্ছিল, এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।"—নাচঘর

কাশীধামে অহীন চৌধুরী, ভুলো. ক্ষেত্রমিত্র, কাশী চাটুর্য্যে, সুরেশ ঘোষ প্রভৃতি গিয়াছিলেন।

২৫ ডিসেম্বর—ঋষির মেয়ে (ডাঃ নরেশ সেন)

অগ্নিবর্ণ—অহীন্দ্রবাবু, চারুদত্ত—দুর্গাদাস বানার্জ্জি, আপস্তম্ব—রাধিকানন্দ বাবু, ঐ স্ত্রী শাশ্বতী—সুশীলাসুন্দরী, শীলা—বাণীসুন্দরী, [illegible]—নীহার, উগ্রশ্রবা—দুর্গাপ্রসন্ন বসু (ইনি সংযত অভিনয় করেন), সাজসজ্জা ও দৃশ্য পটাদির পরিকল্পনা করেন শ্রীযুক্ত চারুরায়।

৫ই ডিসেম্বর—গৃহ প্রবেশ (রবীন্দ্রনাথ)

যতীন—অহীন, ডাক্তার—তিনকড়ি, অখিল—কুমার কনকেন্দ্র। অতঃপরে কবির "বশীকরণ" যুক্ত হয়।

'শেষরাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ—ডাক্তার তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মণি—সেবাবালা মাসী—সুশীলাসুন্দরী, (অভিনয় স্বাভাবিক), হিমি—[illegible]।

অহীন্দ্রবাবু যতীনের ভূমিকায় খুব ভাল অভিনয় করেন। মমতাময়ী মাসীর ভূমিকায়ও সুশীলাসুন্দরীর অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়, আর নিহারের গানটী—

"ঐ মরণের সাগর পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বরূপে"

বড় চমৎকার হয়।

মনোমোহন নাট্যমন্দির

৩রা জুন—জনা (গিরিশ) ১৯২৩

জনা—তারা, প্রবীর—শিশিরবাবু, বিদূষক—যোগেশবাবু, নীলধ্বজ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ—রবীন্দ্রবাবু, গঙ্গা[illegible]—গোপাল ভট্টাচার্য্য,

অমিতাভ বসু, বৃষকেতু—বিশ্বনাথ, অগ্নি—তারাকুমার, মদনমঞ্জরী—প্রভা, অর্জুন—ললিত লাহিড়ী, নায়িকা—চারুশীলা।

তারাসুন্দরী ও শিশিরবাবুর অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল।

"আমরা 'নাট্যমন্দিরের' মুখপত্র নই, তবে শিশির প্রবর্ত্তিত কলাসঙ্গত উচ্চ অঙ্গের অভিনয় পদ্ধতির আমরা অনুরাগী……শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় খুব উচ্চ অঙ্গের বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগত কূটভাব প্রকাশে এই উদীয়মান নবীন নট যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছেন, এটা তার পক্ষে খুবই আশা ও প্রশংসার বিষয়।"—নাচঘর

১৩ আগষ্ট—পুণ্ডরীক (মিঃ শ্রীশবসু ব্যারিষ্টার)

পুণ্ডরীক—শিশিরবাবু, শাকী—তারাসুন্দরী, ইরাণীরুস্তানা—চারুশীলা, ভূঙ্গার—নরেশমিত্র, উষানাথ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, কমলা—সরলা (বেঁকি), অমলা—সেফালিকা (পুতুল), কাশিমদ—গোপাল ভট্টাচার্য্য। রুস্তানার ভূমিকায় খুব কৃতিত্ব ছিল।

ডিসেম্বর মাসে আলমগীর নাটকে শিশিরবাবু আলমগীর ও তারাসুন্দরী হন উদীপুরী। কয়েকখানি সংবাদপত্র লেখেন "শিশিরবাবু যখন স্বপ্নের খেয়ালে নানারূপ মুখ ভঙ্গি করেন, তারাসুন্দরী স্বাভাবিক অভিনয়ে হাত চাপিয়া তাহা থামাইয়া দেন, অতঃপরে নাকি শিশিরবাবুর অভিনয় তেমন জমেনা।"

১৯২৫, ২৩ ডিসেম্বর নাট্যমন্দির লিমিটেড রেজিষ্টারী হয়। মূলধন হয় ৫ লক্ষ টাকা, ১০০৲ করিয়া শেয়ার।

ডিরেকটার—তুলসী গোস্বামী, নির্ম্মল চন্দ্র ও শিশির ভাদুড়ী।

ম্যানেজিং এজেন্টস—মেসার্স ভাদুড়ী এণ্ড কোং।

১৯২৬

মিনার্ভা থিয়েটারে

২০ মার্চ্চ—বাঙ্গালী (ভূপেন্দ্র)

দীনদাস—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, ভিখারিনী—সুবাসিনী, রামলোচন—কার্ত্তিকবাবু, পদ্মা—আসমানতারা, অভয়—জিতেন ঘোষ, বড়গিন্নি—নগেন্দ্রবালা, তানপুরা বাদক ওয়ালা—অহীন্দ্র দে, কিরণ—তুলসীদাস, সুখদাস—হাঁদুবাবু, বড়ছেলে—সুরেনরায়, ললিত—রেণুবালা, মেজবৌ ও বামুন ঠাকুরুণ—শরৎসুন্দরী। স্থানোপযোগী দৃশ্যপট অঙ্কনের জন্য পটলবাবু প্রশংসার যোগ্য। কার্ত্তিকবাবুর অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য। প্রয়োজনার জন্য কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রশংসার যোগ্য। অভিনয় বেশ জমে।

৯ জুলাই—ব্যাপিকা বিদায় (অমৃতলাল বসু)

সজীব চৌধুরী—কুঞ্জবাবু, ব্যাপিকা—নগেন্দ্রবালা, ঘনশ্যাম—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পচরণ—সত্যেনদে, মিনি—শশীমুখী, ষতীশ্বর—সুরেনরায়, লীলা লাহিড়ী—সুবাসিনী, চমৎকার—আঙ্গুর। অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়।

৯ জুলাই—নারী রাজ্য (ভূপেন্দ্র)

কৃষ্ণ—লীলাবতী (জয়দেবের কৃষ্ণ), প্রমীলা—ননীবালা ওরা, মুক্তা—নবতারা, চিপিটক—কার্ত্তিকদে

১৩ নভেম্বর—ধর্ম্মঘট (কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী)

[মনীষী গুহ—জীবন গাঙ্গুলী, নায়িকা—শশীমুখী, শ্রীশ—সুরেন রায়, জাহ্নবী—নগেন্দ্রবালা, কিশোরীবাবু—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী]

নির্ম্মলা ঝি—শরৎ, কুসুম—নবতারা।

২৪ ডিসেম্বর—যুগ মাহাত্ম্য (ভূপেন বন্দ্যো)

Parody on Rabindranath

ষ্টারে

১৫ মে—শ্রীকৃষ্ণ (অপরেশ মুখো)

শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়ি, ভীষ্ম—দানিবাবু, দুর্যোধন—অহীন্দ্র চৌধুরী, অর্জ্জুন—দুর্গাদাস, কংশ—প্রফুল্ল সেন, শিশুপাল—রাধিকানন্দ, বসুদেব ও জরাসন্ধ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, প্রাপ্তি—সুশীলাসুন্দরী, অস্তি—নীহার, অশ্বত্থমা—প্রফুল্ল রায়, দ্রোণাচার্য্য—ব্রজেন্দ্র সরকার, সাত্যকি—সন্তোষ (ভুলো), যশোদা—নন্দরাণী, দেবকী ও দ্রৌপদী—নীরসুন্দরী

অর্থাগম ভাল হয়।

ভীষ্ম ও প্রাপ্তি খুব ভাল হয়। অর্জ্জুনও অপূর্ব্ব হয়। শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যপট ভাল এখানে নুতন নাটকে এই প্রথম দানিবাবু অভিনয় করেন। বসুদেবও খুব ভাল। কৃষ্ণও মোটের উপর ভাল হয় ও পোষাক পরিচ্ছদ উচ্চ-কলাসম্মত।

৭ই জুলাই—লাখ টাকা (সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

এটর্নি রক্তবীজ—অহীন্দ্র চৌধুরী, ফক্কারাম—রাধিকানন্দ, চঞ্চলা—সুশীলা সুন্দরী, বেয়াক্কেল—সন্তোষ রায় (ভুলো) ভুজঙ্গিনী—নীহার, খোস্তামাসী—কুমুদিনী (বেঁটে কুমুদ,) কমাবাঈনি ঝি—নন্দরাণী

সকলেরই ভাল, বিশেষতঃ রক্তবীজ, ফক্কারাম, খোস্তামাসী ও বেয়াক্কেল।

২০ জুলাই—শোধবোধ (রবীন্দ্রনাথ)

সতীশ—অহীন্দ্র চৌধুরী, শশধর ও মিঃ নন্দী—রাধিকারায়, মিঃ লাহিড়ী—

কুমার কনকেন্দ্র, নন্দিনী (নেনি)—নীহার, সুকুমারী—সুশীলাসুন্দরী, চারুবালা—সরস্বতী। নন্দী ও চারুবালা ভাল। অভিনয় জমে না।

১০ নভেম্বর—স্বদেশ মাতনম (অমৃত বসু)

বাহাদুর—অহীন্দ্র, কবালী মাল—কুমার কনকেন্দ্র, নব—তিনকড়ি, মতি-বিবি—সুশীলা, ঘুঁটেওয়ালী—নন্দরাণী, গোবরার মা—কুমুদিনী

২৫ ডিসেম্বর—চণ্ডীদাস (অপরেশ)

চণ্ডীদাস—তিনকড়িবাবু, রামী—নীহার, হারাধন—সন্তোষ দাস (ভুলো) চাঁপা—সরস্বতী, নিত্যা—সুশীলাবালা (ছোট), সুচেৎসিং—কুমার কনক, দুর্লভ—রাধিকানন্দ, নফরমামা—ননীগোপাল মল্লিক, সনাতন—তুলসী চক্রবর্তী, ভূতানন্দ—প্রফুল্ল সেন, নকুল—সন্তোষ সিংহ। সব পার্ট ভাল হয়, বিশেষতঃ চণ্ডীদাস, রামী, হারাধন ও চাঁপার।

মিত্র থিয়েটার (আলফ্রেড)

২রা এপ্রিল—শ্রীদুর্গা (বরদা দাশ গুপ্ত)

শ্রীদুর্গা—তারাসুন্দরী, মহিষাসুর—নির্মলেন্দু লাহিড়ী নাগকন্যা—কুসুম, কুটুস—ধীরেন গাঙ্গুলী, ইন্দ্র—প্রকাশ মুখুর্জী, শচী—নিভাননী। নরীসুন্দরী ও আশ্চর্য্যময়ী ছিলেন। প্রথমদিনে খুব বেশী বিক্রী হইলেও (নহান্যৎ তিলধারণং) হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামায় মিত্র থিয়েটারের বিশেষ লোকসান হয়।

প্রেক্ষাগৃহের অনেক সংস্কার হয়, গ্যালারী উঠে, সব চেয়ারের বন্দোবস্ত হয়। দেখিতে বেশ ভাল হয়।

বিবাহ বিভ্রাটে মিঃ সিং—ধীরেন

অতঃপরে হিরন্ময়ী, কৃষ্ণকান্তের উইল চন্দ্রশেখর অলীকবাবু প্রভৃতির অভিনয় হয়। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাট্যাচার্য্য অমৃতবসু কৃষ্ণকান্ত, নির্মলবাবু গোবিন্দলাল, তারাসুন্দরী রোহিণী, কুসুমকুমারী ভ্রমর, নৃপেনবসু হরে, উড়ে মালী ধীরেন গাঙ্গো, কিরী আশ্চর্য্য, ওস্তাদজী দেবকণ্ঠবাগচী প্রভৃতি ভূমিকায় নামেন। অলীক-বাবুতে ধীরেন গাঙ্গুলী অলীকবাবু প্রকাশ মুখুর্জী সত্যসিন্ধু বিবাহ বিভ্রাটে তারা ঝি, প্রকাশবাবু কর্তা, ধীরেনবাবু মিঃ সিং ও কুসুম বিলাসিনী কারফরমা প্রভৃতি হন। চন্দ্রশেখরে প্রকাশবাবু চন্দ্রশেখর, তারা শৈবালিনী নির্মল নবাব ইন্দু মুখোপাধ্যায় গঙ্গালিন হন। আলিবাবায় নির্মলবাবু হন মুস্তাফা।

২৪ জুলাই—জয়শ্রী (ক্ষীরোদ)

জয়শ্রী—শান্তবালা, সুমিত্রা—কুসুম, দেবসেনা—আশ্চর্য্য, উদ্ধব—নির্মল, চণ্ডসেন—প্রকাশ মুখুর্জি, উদ্দালক—ডি, জি,

'ডায়মী টিকেট' হইবার পরে নভেম্বর মাসে মিত্র থিয়েটার মনোমোহন থিয়েটারে স্থান পরিবর্তন করে। ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় অনেক পুরাতন নাটকের (বঙ্গেবর্গী, দুর্গাবতী, দেবলাদেবী, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির অভিনয় হয়)

চোরবাগান F. D. Union বিষবৃক্ষ *

নাট্যমন্দির (কর্ণওয়ালীস্ থিয়েটারে আজ যেখানে উত্তরা)

২৬ জুন—রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন লইয়া উদ্বোধন হয়—

রঘুপতি—শিশির, জয়সিংহ—রবীন্দ্র, রাণী গুণবতী—চারুশীলা, রাজা—মনোরঞ্জন, অপর্ণা—ঊষা (পটল)

পরে শিশির হন জয়সিংহ, নরেশ মিত্র রঘুপতি। রবিবাবুও একবার রঘুপতি হইয়াছিলেন। রবি রায় রঙ্গমঞ্চের অন্যতম সুকণ্ঠ অভিনেতা।

১৫ আগষ্ট গিরিশের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পুনরভিনীত হয়

ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ—শিশির ভাদুড়ী। পুতুল হয় উত্তরা, দ্রৌপদী—প্রভা, যুধিষ্ঠির—যোগেশবাবু, উত্তর—চারুশীলা, বৃহন্নলা—রবিরায়, বিরাট—শীতল পাল, অভিমন্যু—ধীরেন দাস। শিশিরবাবুর অভিনয় অপূর্ব।

১লা ডিসেম্বর—নরনারায়ণ (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

কর্ণ—শিশির, পদ্মা—কৃষ্ণভামিনী, দ্রৌপদী—চারুশীলা, কৃষ্ণ—বিশ্বনাথ অর্জুন—মনোরঞ্জন, যুধিষ্ঠির—যোগেশ চৌধুরী, গান্ধারী—রাণী

২৭ অভিনয়ের পরে শিশিরবাবু অসুস্থ হইয়া বাঙ্গালোরে যান। রবীন্দ্ররায় কর্ণ সাজেন।

বৌবাজারস্থ **আনন্দ পরিষদের** "গৃহদাহ" আলফ্রেড থিয়েটারে

মহিম—রবীন্দ্র বসু, কেদার—শরদিন্দু ঘোষ, মৃণাল—কেশবদেব, অচলা—তারক মুখার্জ্জি, সুরেশ—লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র

শান্তিনিকেতনে

২৫ বৈশাখ—নটীর পূজা

মালতী—অমিতা দেবী, শ্রীমতী—গৌরী বসু (নৃত্য অতুলনীয়) অন্নপূর্ণা সম্মিলনীর হারানিধি (University Instituteএ)

---

* ১৯০৯—কলিকাতা ইভিনিং ক্লাব বিষবৃক্ষ করেন। দেবেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। চোরবাগান Friends Dramatic Union এর কয়েকজন উৎসাহী ও প্রতিভাবান সভ্য বেরিয়ে এসে ইভনিং ক্লাব করেন।

F. D. & Evening Club বিষবৃক্ষ প্রতিযোগিতায় বিষবৃক্ষ করেন।

ইভনিং ক্লাব—চিরকুমার সভা।

অক্ষয়—সুহৃৎ ঘোষ, চন্দ্র—ক্ষিতিশ রায়, রসিক—সতীশ দত্ত, পূর্ণ—হেমন্ত গুপ্ত, নীরবালা—তরুণ ঘোষ।

ঢাকা পোষ্টাল ক্লাব ১লা এপ্রিল বিরাজ বৌ

নীলাম্বর—নকুলেশ্বর দাশগুপ্ত, পিতাম্বর—ধীরেশ মুখার্জ্জি, রাজেন্দ্র—অত্রী গুহঠাকুরতা, হরিমতী—মন্মথ মুখার্জ্জি, সুন্দরী—রাজেন্দ্র দে, মোহিনী—মনীন্দ্র দে।

১৯২৭

মিনার্ভা

২৩ এপ্রিল—তুলসীদাস (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)

তুলসীদাস—আঙ্গুরবালা, ঐ স্ত্রী—সুহাসিনী, রত্নাবলী—নগেন্দ্রবালা, রাম—রেণুবালা গান ভাল হয়।

৯ জুলাই—রামায়ণে আর্ট (শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়)

১০ ডিসেম্বর—নর্ত্তকী (বরদা দাশগুপ্ত) [নাট্যাচার্য্য—দানিবাবু]

নর্ত্তকী—আসমানতারা, ওসমান—দানিবাবু

২৪ ডিসেম্বর—ছটাকী (গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা)

ষ্টার

১০ সেপ্টেম্বর—পরিত্রাণ (রবীন্দ্রনাথ)

ধনঞ্জয় বৈরাগী—তিনকড়ি, (বৌঠাকুরাণীর হাটের উপর প্রতিষ্ঠিত)

বসন্ত রায়—নরেশ মিত্র, প্রতাপাদিত্য—তুলসী বন্দ্যো, রামচন্দ্র—মনীন্দ্র

৩ ডিসেম্বর—মগের মুলুক (অপরেশ)

সাম্‌জা—তিনকড়ি, পিয়ারীবাপু—নিভাননী, গুলবানু—নীহার, সন্ধ্যা—কুসুম, চিন্‌তে—তুলো, নরহরি—নরেশ, মিরজুমলা—দুর্গাপ্রসন্ন, ঔরঙ্গজেব—প্রফুল্ল সেন, মহম্মৎ—দুর্গাদাস। 'ভজ গোবিন্দ—তুলো' নাম হয়।

১লা জুন দানিবাবু যোগেশ হন, ভজহরি দুর্গাদাস। তারা মিত্র হইতে আসিয়া উমাসুন্দরী হন। সেপ্টেম্বর মাসে দানিবাবু মিনার্ভায় চলিয়া যান।

মনোমোহনে আর্ট থিয়েটার

[আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এখানেও অভিনয়ের আয়োজন করেন।]

১লা জুলাই—শ্রীরামচন্দ্র (অপরেশ) রথের দিন খোলা হয়।

রাবণ ও দশরথ—অহীন্দ্র, রাম—দুর্গাদাস, সীতা—সুশীলাবালা, [illegible] —দুর্গাপ্রসন্ন, বিশ্বামিত্র—প্রফুল্ল সেন, কৈকেয়ী—সুশীলাসুন্দরী, রাজলক্ষ্মী—আশ্চর্য্য, কৌশল্যা—রাণীসুন্দরী।

৫ জুলাই—দুর্গেশ নন্দিনীতে দানীবাবু ওসমান ও তারা আয়েষা

১৮ সেপ্টেম্বর—চাঁদ সওদাগর (মন্মথ রায়)

বেহুলা—সুশীলাবালা, চাঁদ—অহীন্দ্র চৌধুরী

৬ আগষ্ট—ষোড়শী (শরৎ চট্টোপাধ্যায়)

জীবানন্দ—শিশির, ষোড়শী—চারুশীলা, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য্য, জনার্দ্দন রায়—যোগেশ চৌধুরী, শিরোমণি—অমলেন্দু লাহিড়ী, সাগর সর্দ্দার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মল বসু—শৈলেন চৌধুরী, প্রফুল্ল—রবীন্দ্রমোহন রায়, হৈমবতী—পদ্মা।

[Forward—In the role of Jivananda Mr. Bhaduri revealed talents of the master actor. The audience remained spell-bound by the graceful and free movements. Constant modulation of voice was the special feature and the acting of Sisir was superb.]

নাচঘর—"আমাদের বিশ্বাস স্বয়ং স্রষ্টাই শিশিরকুমারকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন, কারণ শিশির হয়তো স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেই অতিক্রম করেছেন।"

৭ সেপ্টেম্বর—শেষরক্ষা (রবীন্দ্রনাথ)

চন্দ্র—শিশির, বিনোদ—রবিরায়, নিবারণ—যোগেশ, শিবচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গদাই—শৈলেন, ক্ষান্ত—চারুশীলা, কমল—কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুমতী—প্রভা, ঠাকুরাণী—পটল (ঊষা)

বহুদিন ষোড়ষী ও শেষরক্ষা একসঙ্গে অভিনীত হয়। এই যুক্তাভিনয় শিশির কুমারের বিজয় বৈজয়ন্তী। 'মুক্তার মুক্তির'ও পুনরভিনয় হয়—

রতনচাঁদ—শিশির, রাজা—রবীন্দ্র রায়, অঞ্জনা—কৃষ্ণভামিনী (আর্টের)

১৯২৮

মিনার্ভা থিয়েটার

৫ মে—যাজ্ঞসেনী (অমৃত বসু)

শ্রীকৃষ্ণ—দানীবাবু, দ্রৌপদী—শশীমুখী, অর্জ্জুন—শরৎ চট্টো, ধৃতরাষ্ট্র—

দানিবাবু, শকুনি—প্রভাত সিংহ, যুধিষ্ঠির—কুঞ্জ চক্র, ভীম—কার্ত্তিক, বৃদ্ধা ও গান্ধারী—নগেন্দ্রবালা, সুভদ্রা—সুবাসিনী

১১ আগষ্ট—সত্যের সন্ধান (জলধর চট্টো)

অরিন্দম—শরৎ চট্টো, চন্দন—ভূপেন, নারদদেব—কার্ত্তিক, অধীরা—শশী, পিয়ারী—আঙ্গুর, সুখদা—রেণুবালা, রাজা—হাঁদুবাবু, কবি—কৃষ্ণধন, পুরোহিত—প্রভাত সিংহ

১৫ ডিসেম্বর—ত্রিমূর্ত্তি (প্রহসন) জলধর

২২ ডিসেম্বর—জাতিচ্যুত (শরৎ ঘোষ)

রাজা গণেশ—হাঁদুবাবু, ত্রিপুরাসুন্দরী—নগেন্দ্রবালা, ইব্রাহিমখাঁ—শরৎ চট্টো, যদুমল্ল—ভূপেন রায়, বীনরাজ—প্রভাত সিংহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—সুরেন রায়, জীবন রায়—হীরালাল চট্টো

গিরিশ থিয়েটার

৫ অক্টোবর—আলফ্রেডে 'প্রফুল্ল' [দানিবাবু যোগেশ, ক্ষেত্রমিত্র রমেশ]

মনোমোহন

আর্ট থিয়েটারের আরবী হুর (পাঁচকড়ি চাটুয্যে) ভাল অভিনয় হয়।

প্রবোধগুহ এই থিয়েটারের ভার নেন

১১ আগষ্ট—মীরাবাই (কবি বসন্ত চট্টো জ্যোতিরিন্দ্র জীবনস্মৃতি প্রণেতা)

কুম্ভ—নির্ম্মলেন্দু, মীরা—সুবাসিনী, কুম্ভের সহোদর—জয়নারায়ণ, কবি-শেখর—সত্যেনদে। দানিবাবু মিনার্ভা হইতে আসেন।

১৫ ডিসেম্বর—পথের শেষে (নিশিবসু)

দুর্গাশঙ্কর—দানিবাবু, নলিন—নির্ম্মলেন্দু, যোগেশ—মণিঘোষ, ললিতা—নিরুপমা, শ্যামা—কুমার মিত্র, গোবিন্দ—সতীশ চট্টো, সুখদা—প্রকাশ, পারুল—সরযু, বিধুখুড়ো—জিতেনবাবু, নিবারণ—রমেশবাবু, যজ্ঞেশ্বর—বঙ্কিমবাবু [অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়, দানিবাবু অপরাজেয়]

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—পুণ্যাদিত্য (অপরেশ)

তিনকড়িবাবু ও সন্তোষ সিংহ অনঙ্গ ভাই হন। বলাসুর—ভুলো, দধিচি—নরেশ ঘোষ, ইন্দ্র—মণিঘোষ

২৮ এপ্রিল—দেবাসুর (মন্মথ রায় এম্-এ, বি-এল)

বৃত্র—অহীন্দ্র, শচী—নিভা, ঊষা—নীহার,

[illegible] (মন্মথ রায়)

৯ আগষ্ট—রমা (শরৎ চট্টো)

বেণী—মনোরঞ্জন, গোবিন্দ গাঙ্গুলী—প্রফুল্ল সেন, রমা—নীহার, রমেশ—অহীন, বিশ্বেশ্বরী—তারাসুন্দরী, মুস্তি—ভুলো

২০ অক্টোবর—ফুল্লরা (অপরেশ)

কালকেতু—অহীন, চণ্ডী—শান্তবালা, ফুল্লরা—নীহার, ভাঁড়ুদত্ত—মনোরঞ্জন, যুবরাজ—ভুলো, বল্লভা—চারুবালা

ডিসেম্বর—রজনী (বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় হইতে অপরেশ)

রামসদয়—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, হীরালাল—মনোরঞ্জন, রজনী—সুশীলাবালা, লবঙ্গলতা—নীহার, শচীন্দ্র—সন্তোষ সিংহ, অমরনাথ—অহীন্দ্র, মাঝি—ভুলো

২৫ ডিসেম্বর—শাঁখের করাত (ভূপেন) নন্দন—ভুলো

১৯২৮

নাট্যমন্দির

২২ আগষ্ট—হাস্নো হানা (বরদা দাশগুপ্ত)

মগধরাজ—শীতল পাল, রুদ্রগিরি—শিশির, মিকাডো—অমল লাহিড়ী, নটবর—চারুশীলা, যশোবর্দ্ধন—বিশ্বনাথ, প্রেমিকা—সেফালিকা, য়্যামাতো—ঊষা পটল, হাস্নু-নো-হানা—কৃষ্ণভামিনী

৩রা অক্টোবর প্রফুল্ল ও আবুহোসেন। যোগেশ—দানিবাবু, রমেশ—শিশিরবাবু, উমাসুন্দরী—তারা। সকলেই ভাল, কিন্তু দানিবাবু ইতিপূর্ব্বে এত ভাল যোগেশ করেন নাই। আবু—ইাড়ুবাবু, (গিরিশ স্মৃতিকল্পে) [illegible]

'সাজাহানে'—সাজাহান—শিশির, ঔরঙ্গজেব—রাধিকানন্দ, দারা—রবি রায়, সুজা—বিশ্বনাথ, যশোবন্ত—ভূমেন, মোরাদ—অমিতাভ, জাহানারা—সুশীলা, পিয়ারা—চারুশীলা, নাদিরা—কৃষ্ণভামিনী

পুষ্পলতা

১৪ ডিসেম্বর—দিগ্বিজয় (যোগেশ চৌধুরী)

নাদিরসা—শিশির, রহমত—রবিরায়, নেককদম্—নৃপেশ রায়, আলি আকবর—যোগেশবাবু, আহমেদ আবদালি—জীবন গাঙ্গুলী, সালেবেগ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মির্জ্জা মেহদী—অমলেন্দু লাহিড়ী, সাদত আলি—শীতল পাল, সিতারা ও ভারত নারী—কৃষ্ণভামিনী, সুলতানা বেগম—প্রভা, সিরাজী বেগম—চারুশীলা, রেবা—শৈলেন চৌধুরী

"গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ" ও আর ২ খানা রবিবাবুর গান কনকবতী সাহ বি-এ কর্ত্তৃক গীত হয়।

কালিয়া ষ্টেজে

অক্টোবর—সরলা

শশীভূষণ—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, বিধুভূষণ—হেমন্ত সেন,

কালীঘাট ক্লাবে

সরস্বতী পূজায়—প্রফুল্ল (গিরিশ)

যোগেশ—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেশ—সুধাংশু দাশগুপ্ত বি, এল, জগমণি—ললিত সেন।

পূর্ণ থিয়েটারে

"দণ্ডকারণ্য" [রাম—সন্তোষদাস, নিয়তি—পান্নারাণী, রাবণ—ললিত মিত্র]

এম্পায়ারে

দুইরাত্রি উপরি উপরি রাধিকানন্দের দ্বারা চিত্রাঙ্গদা

অর্জ্জুন—রাধিকা, চিত্রাঙ্গদা—সুশীলা, বসন্ত—প্রভা। গাঙ্গুলী বাউলের গান করেন।

ইহার পূর্ব্বেও চিত্রাঙ্গদা ষ্টারে হয়। নীহার ও সরস্বতী মদন ও বসন্ত হয়।

১৯২৯

মিনার্ভা

১৭ জুলাই সুভদ্রা হরণ (বরদা), ভাসুরক—ভূমেন, সুভদ্রা—নীহার

১৬ জুলাই সবুজ সুধা (বরদা), দাদামহাশয়—কার্ত্তিক, দিদিমা—নগেন্দ্রবালা

৩০ আগষ্ট বলিদান। দুলাল—রাণিবাবু, সরস্বতী—তারা, ঘনশ্যাম—এন, বানার্জ্জী, [নীহার মিনার্ভায় নাইবিন১৩৩৬ কার্ত্তিক]

২১ ডিসেম্বর শ্রী—(শরৎ ঘোষ এম্-এ)—শ্রী—নবতারা

মনোমোহন

৩০ এপ্রিল কর্ণবীর (বরদা দাশগুপ্ত) নির্ম্মলেন্দু—চরক, রবিরায় অভিমন্যু (গোল্ডমেডেল পায়) লক্ষ্মী—শশীমুখী, কনিষ্ক—মণীন্দ্রঘোষ, মাথুর—গণেশ গোস্বামী

প্রাণের দাবী (জলধর)—কেশব—নির্ম্মল, শশাঙ্ক—রবিরায়, অচলা সরযূ, জগদম্বা প্রকাশমণি সর্ব্বাণী আশালতা

রক্তকমল (শচীন সেন) দাদামহাশয়—নির্ম্মলেন্দু, পতিতপ্রসন্ন রবীন্দ্ররায় করুণা আশালতা মমতা—সরযূ, কমলা শেফালিকা, পূরবী—ইন্দুবালা পুরাতন

পুস্তক revived—রবিরায়, রমেশ, বশিষ্ঠ, অমরক হন। এইখানেই নির্ম্মল ও শিশিরে বাদানুবাদ হয়। প্রফুল্ল ও শাজাহান। দারা ঔরঙজেব, শিশির শাজাহান, নির্ম্মল দিলদার, রবিরায়—দারা, জাহানারা—চারুশীলা, পিয়ারা—কঙ্কা।

২৭ ভাদ্র—দানিবাবু প্রথম কীচক।

২৫ অক্টোবর সমুদ্রগুপ্ত (সুধীর রাহা) সমুদ্রগুপ্ত নির্ম্মল, দত্তা—উষাবতী কালনাগিনী—আঙ্গুর, কেশবগুপ্ত বঙ্কিমদত্ত, বাদশাহ—সতীশচট্টো, অমরক—মণীঘোষ, মনিরা—সরযু, [প্রবোধবাবুর পর সুধীর গুহ প্রোপ্রাইটার হন।]

২৫ ডিসেম্বর—জাহাঙ্গীর (মণিলাল) জাহাঙ্গীর—দানীবাবু, নুরজাহান—শশীমুখী, সুন্দরলাল মণিঘোষ, সাজাহান নির্ম্মলেন্দু, যশোবন্ত—দুর্গাদাস বন্দ্যো, হুসিয়ার—ইন্দুবালা, নয়নী—সরযু, মমতাজ—উষাপতি, জাহানারা—সেফালিকা, মহামায়া—আশালতা

৩১ ডিসেম্বর—মহুয়া (মন্মথ) হুমরো সর্দার—নির্ম্মলেন্দু, নদেরচাঁদ—দুর্গাদাস, সুজন—প্রভাতসিংহ, বাদ্‌দ্য—ইন্দুবালা, মহুয়া সরযু, পালঙ্ক আশালতা

রাধিকানন্দ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ২৮ এপ্রিল জ্যোতিবাচস্পতির 'নিবেদিতা' প্রতিপত্তি—রাধিকা, নিবেদিতা সুশীলা, প্রশান্ত সন্তোষদাস।

ষ্টার

২রা জুলাই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর মৃত্যু, আষাঢ় মাসে প্রবোধ গুহ ছাড়িয়া যান। মন্ত্রশক্তি অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রবোধবাবু মনোমোহনে যান।

২৩ নভেম্বর মন্ত্রশক্তি—(অনুরূপাদেবীর উপন্যাস হইতে অপরেশবাবু কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

মৃগাঙ্ক—অহীন্দ্র, রমাবল্লভ কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, অম্বর—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, আত্মনাথ—নরেশঘোষ, পরাণ—তুলসী চক্রবর্ত্তী, তুলসী—সুবাসিনী, কৃষ্ণভামিনী—কুসুম, বাণী—কৃষ্ণভামিনী, অজা—সুশীলাবালা, মথুরো—তিনকড়ি, অতরা—প্রফুল্লশশী।

নাট্য মন্দির

২রা নভেম্বর—শঙ্খধ্বনি (ভূপেন্দ্র) (Bells অবলম্বনে) কেতনলালে শিশিরকুমার "অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়েছেন" নাচঘর। অজিতসিং—রবি রায়।

২৩ নভেম্বর হাবাণো (সৌরেন মুখো) রতন—রতন হালদার যোগেশ কল্যাণী চারুশীলা, বেয়ারা নৃপেনরায় [পাণ্ডবগৌরব ভীম—শিশির, কৃষ্ণ—রবিরায়, সুভদ্রা চারুশীলা, কঞ্চুকী যোগেশ]

২৫ ডিসেম্বর—তপতী (রবীন্দ্রনাথ) রাজা—শিশির, রাণী সুমিত্রা—প্রভা, দেবদত্ত—যোগেশ, ত্রিবেদী ও চন্দ্রসেন—অমলেন্দু লাহিড়ী, বিপাশা—কঙ্কা, কুমারসেন ও রত্নেশ্বর—রবীন্দ্ররায় বিক্রমদেবের সহোদর—জীবন গাঙ্গুলী

এলফ্রেডে—মার্চ মাসে পাণ্ডবগৌরব ভীম—গোপিকারমণ, কৃষ্ণ—রাধিকা দণ্ডী—সন্তোষদাস, দ্রৌপদী—মনীবালা, কঞ্চুকী—ললিত মিত্র, সুভদ্রা—সুশীলা।

এমেচিয়ার

সরস্বতী পূজা—কালীঘাট ক্লাবে "পথের শেষে" দুর্গাশঙ্কর হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেশ সুধাংশু দাশগুপ্ত,

শানগর ক্লাবে পথের শেষে দুর্গাশঙ্কর—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে

আলিপুর Lawyers' Dramatic Club কর্ত্তৃক পথের শেষে

২১ ডিসেম্বর Dramatic Director হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, দুর্গাশঙ্কর—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, নলিন—ভূপাল ঘোষ বিএল, যোগেশ—সুধাংশু বিএল, অনাদি পঙ্কজ গাঙ্গুলী এম এ বিএল, নিধুখুড়ো—ধীরেন চক্রবর্ত্তী বিএল, শ্যামা—ফকির চক্র বিএল, গোবিন্দ—হীরেনমিত্র এম এ বি এল, রাধা—হরিধন মুখো, বি-এল, পারুল—বিশ্বনাথ চট্টো বি-এল, ললিতা—অমরেন্দ্রনাথ মুখো, সুখদা অমূল্য ভাদুড়ী বি-এল। নিবারণ বিনয়বসু বিএল।

১৯৩০

মিনার্ভা

২০ মার্চ হাটে-হাঁড়ি—সতীশঘটক (গিরিজা) কার্ত্তিকদে রঙ্গিনী বেদানাবালা, কাজল নীহার। ললিতা নবতারা, টেপারী হুনিয়াবালা, সমীর—শরৎবাবু। বেহুলা—(হরনাথ বসু) চন্দ্রধর—অহীন্দ্র, মণিভদ্রা—চারুশী লা। বেহুলা—আসমান

এপ্রিল মিশর কুমারীতে—আবন—অহীন্দ্র, নাহরিন নীহার

জুন যে আত্মদর্শনে—অহীন মনরাজা (এই প্রথম)—

২৫ মে রাণারাণী (অমর) রবীন্দ্ররায়—জিমার্ডার, ডাক্তার আমির—অহীন্দ্র, অমর—রবিরায়, মধুরভ প্রতাপ সিং, কুকুরে—নিখিলাসের ভূমিকায় দুর্গাদাস বাড়ি চলো—কার্ত্তিকদে, অপূর্ব্বকুমার—ভূমেন, অভিনব কুমার—শরৎ, বেবৌ—চারুশীলা, রাধা ঠাকুরুণ—নগেন্দ্রবালা, কিরী—আঙ্গুর।

১৫ আগষ্ট অগ্নিশিখা (সতীশ ঘটক) খুব ভাল। রাম—রবিরায়, শরৎ—লক্ষ্মণ, কালনেমি—কাত্তিক, সীতা—নবতারা, সরমা—বেদানা, মন্দোদরী—চারুশীলা

৬ ডিসেম্বর প্রতাপাদিত্য। ভবানন্দ—অহীন্দ্রবাবু, রবিরায় সুন্দর, রুডা—ভূমেন, গোবিন্দদাস—কৃষ্ণদেব, প্রতাপ—শরৎ, শঙ্কর—প্রভাত, কল্যাণী—চারুশীলা, বিজয়া—আঙ্গুর।

দেশের ডাক (ভূপেন বন্দ্যো) গুণধর—অহীন্দ্রবাবু।

ষ্টার

শিশির ভাদুড়ী যোগদান করেন।

২৮ শ্রাবণ চিরকুমার সভায় চন্দ্র শিশির রসিক অপরেশ

৩০ অক্টোবর—শকুন্তলা। সুশীলাবালা নাম ভূমিকায়, রাজা—দুর্গাদাস। কণ্ব—তিনকড়ি। গৌতমা—কুসুম।

মনোমোহন

১৭ মে মুক্তির উপায় (রবীন্দ্রনাথ) রাধিকা—ফকীর, আত্মাশক্তি নিভাননী মহাকালী—আশালতা, ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী নীহার, হংসবতী—সরযূ অনৈক বৃদ্ধা নন্দরাণী, মাখনলাল মণীঘোষ। ফকির খুব উজ্জ্বল। দানিবাবু, রাজসিংহে ঔরঙ্গজেব।

রঙ্গের দিনে

১৩ জুলাই—গৈরিক পতাকা (শচীন সেন) শিবাজী—নির্ম্মলেন্দু, রাধিকানন্দ—ঔরঙ্গজেব। অভিনয়ে খুব অর্থাগম হয়।

সুশীলাসুন্দরী—জিজাবাই, শ্যামলী—সরয, বীরাবাই—নীহার, গোড় করে মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাহজী—সন্তোষ দাস, রণরাও—জয়নারায়ণ।

২০ সেপ্টেম্বর গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণ (সুধীন্দ্ররায়) প্রধান ভূমিকায়—ললিত, মেঘনাথ (গোষ্ঠবিহারী দে) মেঘনাথ ভূমেন রায়, রাজীবলোচন—মণিঘোষ, মোহন—রাধিকা, হানিফ সর্দার সতীশ চট্টো। বাবু বলায় নাচঘরের মাথে গোপিকারমণের নালিশ।

২৪ ডিসেম্বর—কারাগার—(মন্মথ) দানিবাবু—বসুদেব, নির্ম্মল—কংস, ভূমেন—কঙ্ক, নীহার—চঞ্চলা, দেবকী—সুশীলাসুন্দরী, কঙ্কা—সরযূ, নরক—মণিঘোষ, শেফালিকা—মল্লিকা (নর্ত্তকী), ধরিত্রী—রাজলক্ষ্মী, বিদূরথ—মনোরঞ্জন। কারাগার উদ্দীপনাময়ী অজুহাতে ২৩ রাত্রি পরে গভর্ণমেন্ট বন্ধ করেন।

১৯৩০—৩১

শিশির সম্প্রদায়ের আমেরিকা অভিযান *

নিউইয়র্কে মিস্ মারবারী নাম্নী একজন বিশিষ্ট মহিলা বাস করেন। তাঁহার এমন প্রতিপত্তি যে বিশেষ বিশেষ নির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত অনেক লোককেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইনি বিশেষ নাট্যামোদী। ইউরোপ ও এসিয়ার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ থিয়েটার সম্প্রদায় আনাইয়া আমেরিকাবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। নিউইয়র্ক প্রবাসী বাঙ্গালী সতুসেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি সেনকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যসম্প্রদায় তথায় আনাইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। সতুসেন তাহার পরামর্শানুসারে শিশির বাবুর সঙ্গে পত্রাদি চালান।

ইতিপূর্ব্বে এরিক ইলিয়ট নামক জনৈক স্কটলাণ্ড-বাসী 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার অন্যতম কর্ম্মচারীর সহিত 'নাট্যমন্দিরে' সমাগত হইলে শিশিরবাবুর সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই এরিকই শিশিরবাবুর প্রতিনিধিরূপে মিস্ মারবারীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে নিউইয়র্কে নেওয়াইবার আয়োজন করেন। মারবারীর প্রয়োগ শিল্পী ছিল কার্ল রীড। উভয়ের চেষ্টায় রুসভেল্ট কোম্পানীর অর্থ-সামর্থ্যে ভাদুড়ী সম্প্রদায়কে আনাইবার জন্য এরিক ভারতে প্রেরিত হয়েন। ইরা ক্যাম্পব্যাল ছিল এই রুসভেল্ট কোম্পানীর উকীল।

শিশির কুমার তখন আর্ট থিয়েটারের অধীন কাজ করিতেছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী প্রভা, কঙ্কা, পরিমলদেবী, বেলারাণী, ঊষা (পটল), সরলা (বেঁকি) প্রভৃতিকে লইয়া জাহাজে রওনা হন, এবং উহারই দুই দিন পরে অপর একটী জাহাজে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, বেচাচন্দ্র, রমেন চট্টোপাধ্যায়, মণিচট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খিদিরপুর ডক্ হইতে রওনা হন। ২৫ অক্টোবর শিশিরবাবু আমেরিকায় পদার্পণ করেন এবং নিউইয়র্ক সিটি হলে ডেপুটী মেয়রের সভাপতিত্বে তাঁহাকে এমন উচ্ছসিত অভিনন্দন প্রদান করা হয় যে তৎকালে আমেরিকায় উপস্থিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও

---

*এই প্রবন্ধের অধিকাংশ খবরই (প্রথম কয়েক ছত্র বাদে) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বিএল, সি, এবং যোগেশ চৌধুরীর লিখিত প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। যোগেশবাবু "শ্রাবণী" কাগজে ধারাবাহিকভাবে, 'নিউইয়র্কে বাঙ্গলা থিয়েটার' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। [শ্রাবণী ১৩৩৭।৩৮]

ইয়াঙ্কিবাসীর নিকট হইতে যেরূপ সম্মানলাভে বঞ্চিত হন। অবশ্য শহরে বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নটের শুভাগমন হইয়াছে The Wizard of the Indian Stage with a band of Nautch Girls at Broadway. প্রথম সপ্তাহের জন্য থিয়েটারের সমগ্র সিটই (বসিবার আসন) রিজার্ভ হইয়া যায়। সর্ব্বনিম্ন সিটের মূল্য ১২ ডলার বা ৩৫৲ টাকা মাত্র।

প্রসিদ্ধ বিল্টমোর থিয়েটারে ২৮ অক্টোবর অভিনয় হইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব্বরাত্রিতে ড্রেস রিহার্সেলের সময় মারবারী এবং রীড্ গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অভিনয় অচল বলিয়া তাঁহারা সমস্ত চুক্তি ভাঙ্গিয়া দেন ও ভবিষ্যতে কোনরূপ অর্থপ্রদানে বিরত হন। থিয়েটার এইরূপে বন্ধ হইয়া যায় এবং পরদিন 'Sun' কাগজে বাহির হয় কলিকাতা হইতে একটা bogus কোম্পানী আসিয়াছে। ইতিমধ্যে এরিকের সহিত শিশিরবাবুর বন্ধুবিচ্ছেদ হয় এবং ধূর্ত্ত এরিক নাকি প্রকাশ করিয়া দেন যে "শ্রীশচট্টো, বেচাচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই শিশিরবাবুর বন্ধু, ইহারা কেহই অভিনেতা নহেন।"

অতঃপরে সন্তুসেনই বিদেশে বিপাকে এই পর্য্যুদস্ত দলটীর একমাত্র সহায় হন। তাঁহারই বহু চেষ্টায় আড়াই মাস পরে Vanderbolt নামক একটী ছোট থিয়েটারে অভিনয় হয়, এবং ইনিই দেশবাসীর সম্মানের জন্য সমস্ত সংবাদপত্রাদির মুখবন্ধ করেন।

অভিনয় ভালই হয় এবং New York, American, পূর্ব্বোক্ত Sun, Evening World প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু টিকেট বিক্রয় হয় খুবই কম, এমন কি স্থানীয় নাচের মেয়েদের পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হয় না। আমেরিকায় অতঃপরে আর অভিনয়ের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকায় রীডের উকিল ফ্যানেলের সহায়তায় সম্প্রদায় জাহাজে চড়িয়া ভারত যাত্রা করিতে সমর্থ হয়। আসিবার সময় বহুদিন বসিয়া থাকিবার জন্য কোম্পানীর ঋণভার এক বিষম দায় হইয়া পড়িল, কিন্তু সে ভার—প্রায় ২৫০০৲ টাকার দায়-গ্রহণ করেন অসমসাহসী বিদেশে কোম্পানীর একমাত্র বন্ধু সন্তু সেন।

যে অভিনয় হয়, তাহাতে কোন দৃশ্যপট ছিল না। পশ্চাতে Black curtain (কালো বর্ণের পরদা) এবং আকাশ (Sky Piece) রাখিয়া অভিনয় হইয়াছিল। স্থানীয় নৃত্যগীতের সঙ্গে অবশ্য হিন্দু বাদ্যযন্ত্রও ছিল। তিনমাস যাতায়াত—তিনমাস অবস্থান—শুধু রাত্রি একটী ছোট থিয়েটারে অভিনয়ের

সুযোগ—সতু সেনের বক্ষুত্বলাভ—ইহাই আমেরিকা অভিযানের সংক্ষিপ্ত পরিণতি।

অভিনয় বাঙলায়ই হইয়াছিল। ভূমিকালিপি এইরূপ—রাম—শিশির, সীতা—প্রভা, কৌশল্যা—কঙ্কা, উর্ম্মিলা—বেলা, লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ, ভরত—তারাকুমার, বাল্মিকী—মনোরঞ্জন, বশিষ্ঠ—যোগেশ চৌধুরী, তম্বুর্প—অমলেন্দু লাহিড়ী ইত্যাদি—

আমেরিকায় ব্যর্থ মনোরথ হইলেও নট হিসাবে শিশিরবাবুর যশের কোনরূপ হানি হয় নাই। তবে জয়ী হইলে বাঙলার রঙ্গালয়—সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইত। এ বিষয়ে নাচঘরের উক্তি (১৫ ফাল্গুন ১৩৩৭) উপেক্ষনীয় নয়—"ইয়াঙ্কে স্থানের বাসিন্দা তাদের দেখেই বাংলার নটনটীদের বিশেষত্ব বিচার করবে, কাজেই তাদের জয়ে আজ বাঙ্গালীর মুখ আলো। তাদের পরাজয়ে আজ বাঙ্গালীর মুখ কালো হয়ে উঠতে পারে।"

১৯৩১

ষ্টার

১৩ মে—স্বয়ংবরা (সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর দিনে

সত্যবান—তুলসী বন্দ্যো, সাবিত্রী—কৃষ্ণভামিনী, শৈব্যা—কুসুমকুমারী, যম—দুর্গাদাস, দ্যুমৎ সেন—তিনকড়ি চক্রবর্তী, কাঠুরে—ভুলো (সন্তোষ), ঐ পত্নী—সরস্বতী, টিট্টিভ—সন্তোষ সিংহ, ভিক্ষুবেশ্বর—ননী মল্লিক, অদিতি—সুশীলাবালা, জয়া—রাজলক্ষ্মী।

১৮ সেপ্টেম্বর—শ্রীগৌরাঙ্গ (অপরেশ)

গৌরাঙ্গ—তিনকড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া—কৃষ্ণভামিনী, নিত্যানন্দ—জহর, জগাই—সন্তোষ সিংহ, মাধাই—ইন্দু মুখো, গোবিন্দ (চৈতন্যের ভক্ত)—ভুলো, বারমুখা—সরস্বতী, শচী—কুসুমকুমারী, রাধিকা—সুশীলাবালা, ভিখারিণী—রাজলক্ষ্মী, উদ্ধারিণী—শান্তবালা। ভিখারিণীর একটী কথায়ই সকলকে মুগ্ধ করে।

"চাপাল গোপাল ও রায় রামানন্দ—দানি বাবু।

"সমগ্র নাটকে লিখিত পুরুষগুলির মধ্যে সব চেয়ে ফুটেছে চাপালগোপাল। যোগ্য ভূমিকায় দানিবাবু এ বয়সেও যে অতুলনীয়, তাঁর চাপালগোপাল সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। চাপালগোপাল ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয় না থাকলে আমরা অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতুম যে শ্রীগৌরাঙ্গ পালাখানি কালের বেশী বাঁচবে না। কিন্তু দানিবাবুর প্রতিভা হয়তো এই

অপদার্থ নাটকখানিকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখলেও রাখতে পারে। হাস্যরস ও করুণ রসের ভিতর দিয়ে সরল ও মূর্খ চাপাল গোপালের জীবনের ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুই-ই ফুটে উঠেছে"।—নাচঘর। রাজলক্ষ্মীর সুমধুর গানে দানিবাবু নাচিয়া নাচিয়া গৌরাঙ্গের কাছে যাইতেন।

"Dani Babu has astonished us by appearing in a dual role. His rendering of Chapal Gopal proves, if any proof is necessary that he is not to be beaten even in this old age. Krishabhamini is her usual self as Bishnupriya. The sincerity of her voice touches every heart and everyone in the auditariam shares in her suffering. She has run away with best acting honours of Sri Gouranga Udhwarini too was ably rendered by Santabala and Baramukhi by Suraswati". লিবার্টি—২৭—৯—৩১

নাট্যনিকেতন

১৯ মার্চ্চ উদ্বোধন, ১৬ মার্চ্চ আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়। দানিবাবু জগৎশেঠ, গদাধর প্রভৃতি খণ্ড ভূমিকার আবৃত্তি করেন।

২৫ মার্চ্চ—ধ্রুবতারা (রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহের উপন্যাস হেমেন্দ্র রায় কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

উপেন—নির্ম্মল, অরুণ—মণিঘোষ, মিঃ ব্যানার্জ্জি—সন্তোষদাস, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তর্করত্ন—মনোরঞ্জন, চারুশশী—নীহার, বনলতা—সেফালিকা, প্রভাবতী—আশালতা, মিঃ চক্রবর্ত্তী—ললিতমিত্র, বীরেন—বঙ্কিমদত্ত, লজ্জাবতী—নিরুপমা

৩রা এপ্রিল—গুডক্রাইষ্টেতে মুক্তির উপায় (রবীন্দ্রনাথ ; ফকির—মনোরঞ্জন, হৈমবতী—নীহার

৩০ মে—সাবিত্রী (মন্মথ রায়) অশ্বপতি—নির্ম্মলেন্দু, যম—সন্তোষ দাস, দ্যুমৎসেন—মনোরঞ্জন, সত্যবান—কামেশ চট্টো, সাবিত্রী—নীহার, শাশ্বতী—নিরুপমা, নারদ—জয়নারায়ণ। অভিনয় ভাল হয়, বিশেষতঃ মনোরঞ্জনবাবুর।

এই সময়ে সতুসেন প্রযোজক নিযুক্ত হন। তাঁহার উচ্চাঙ্গের প্রভাকল্পনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 'ঝড়ের রাতে'র "আলোক সম্পাতে, বিদ্যুতের ঝলসানিতে, বৃষ্টির শব্দে, রাস্তায় মোটরের হর্ণের আওয়াজে", সতুসেনের দক্ষতা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। প্রবোধবাবুও প্রচুর অর্থব্যয়ে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। 'ঝড়ের রাতে' নাটকও স্বতন্ত্র রকমের। এক দৃশ্যের নাটক, কিন্তু অভিনয় হয় তিনঘণ্টাব্যাপী।

১৬ নভেম্বর—ঝড়ের রাতে (শচীন সেনগুপ্ত)

প্রশান্ত—নির্মলেন্দু, বিজলী—নীহার, প্রভঞ্জন—রাধিকানন্দ মুখো, ক্ষেত্রবিহারিনী—সুশীলাসুন্দরী, রায়বাহাদুর—ললিত মিত্র, ঝি—অন্নদা, মাসীমা—নীরদা, ভৃত্য ভৈরব—মণিঘোষ, সন্ধ্যা—পুতুল, রেবা—নিরুপমা, ইনস্পেক্টর—পশুপতি সামন্ত। অভিনয়ও ভাল হয়।

"সুশীলার অভিনয় অতি চমৎকার—তিনি যে ভাবে চলেছেন, ফিরেছেন, কথা কয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের বাইরেও কেউ তার চেয়ে সহজভাবে চলে না, ফেরে না, কথা কয়না—প্রভঞ্জন একটী জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ। Play হিসাবে ঝড়ের রাতে এত ভাল হয়েছে যে, প্রেক্ষাগারের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর সকল দর্শকের কাছে এর রস নিবেদন করা যায়।" নাচঘর

১৯ ডিসেম্বর—নজরুলের আলেয়া—ইহাতেও সতুসেনের দক্ষতা দৃষ্ট হয়। মীনকেতু—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রকেতু—ভূপেন রায়, কবি—জ্ঞানদত্ত

২৫ ডিসেম্বর—দিদি (নিরুপমা দেবীর উপন্যাস শিবরাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নাটকাস্তরিত)

মিনার্ভা

১৩ এপ্রিল—ধর পাকড় (ভূপেন)

২০ জুন—অভিজাত (শরৎ ঘোষ)—রুদ্রপ্রতাপ—অহীন্দ্র।

"অভিজাত রুদ্রপ্রতাপ গৃহপ্রবেশের যতীনের ভূমিকাকে স্মরণীয় করে তুলেছে"—নাচঘর। চন্দ্রা—আঙুরবালা, সর্ব্বাণী—আসমানতারা, অনুরাধা—চারুশীলা, প্রশান্ত—শরৎ চট্টো, উদয়—গণেশ গোস্বামী

১৫ আগষ্ট—মানভঞ্জন (ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী) কৃষ্ণ—আঙুরবালা

৩১ আগষ্ট—কলির সমুদ্রমন্থন (সুরেন্দ্র বন্দো) নায়ক—অহীন্দ্রবাবু, ঐ স্ত্রী—বেদানাবালা

৪ঠা সেপ্টেম্বর—পদধূলি—(সতীশ ঘটক)। আঁধারে আলো—(মন্মথ বসু)

৩রা অক্টোবর—চন্দ্রনাথ (৺শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস হইতে) চন্দ্রনাথ—শরৎ, ব্রজকিশোর—হীরালাল চট্টো, সুলোচনা—চারুশীলা, হরকালী—বেদানা, মণিশঙ্কর—প্রভাত সিং, হরিদয়াল—গণেশ গোস্বামী, সরযূ—আসমানতারা, হরকালী—বেদানাবালা, হরিবালা—রাণী

১৯ ডিসেম্বর—বাসুকী (ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী) বাসুকী—অহীনবাবু, জন্মেজয়—শরৎ চট্টো, কৃপাচার্য্য—হীরালাল, ইন্দ্র—প্রভাত সিংহ, আস্তিক—রেণুবালা, নয়ননীলা—চারুশীলা, হিরণ্যবাহু—বঙ্কিমদত্ত, কুসুমবতী—সুবাসিনী, জগৎকারু—বেদানাবালা, সাবিত্রী—উষা, উত্তঙ্ক—গণেশগোস্বামী, বক্র—নির্ম্মল বসু, পূষী—ব্রজেন্দ্রসরকার, তক্ষক—জয়নারায়ণ, বপুষ্টমা—আসমানতারা।

রংমহল

রংমহল প্রধানতঃ বাবু রবীন্দ্রমোহন রায়ের উৎসাহ ও চেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। মিনার্ভা হইতে 'রাঙারাণী'তে অভিনয় করিয়া আসিবার পরে ইনি এবং অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে একটী লিমিটেড কোম্পানী করিয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে থাকেন। এবং ৬৫।১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে বাড়ী করার উদ্যোগ করেন। রবি বাবু, কৃষ্ণ বাবু আর মেসার্স হরী কুমার গাঙ্গুলী N. C. Chandra D. N. Dhar, Hem Chandra De, S. Ahmed ডিরেক্টার হন। অমর ঘোষ হন ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইতিপূর্ব্বে রবি বাবুরা দীপালী সঙ্ঘ নাম দিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে অভিনয় করিতেন। বাবু নরেশ মিত্র, মিস্ লাইট, নিভাননী প্রভৃতিও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। ১৭ বৈশাখ (১৯৩৮) গৃহ প্রবেশ হয় এবং উদ্বোধন হয় নাট্যাচার্য্য অপরেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে।

অতঃপরে অধিকাংশ ডিরেক্টারের মত হওয়ায় মিঃ শিশির ভাদুড়ীকে দশ হাজার টাকা বোনাস্ দিয়া সদলে অভিনয় করিবার জন্য আহ্বান করা হয়।

৮ আগষ্ট—বিষ্ণুপ্রিয়া (যোগেশ চৌধুরী)

নিমাই—শিশির, বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভা, শচী—কঙ্কা, অদ্বৈত—যোগেশ, শ্রীবাস—শীতল পাল, নিতাই—নৃপেশ রায়, পাগল—কৃষ্ণ দে, রামরূপ—কার্ত্তিক দে আচার্য্য—অমরেন্দু, মালিনী—রাজলক্ষী, নারায়ণী—সরযূ

রবি রায়কে কোন পার্ট দেওয়া হয় না—তিনি নিজেই একটী সামান্য ছুতোর ভূমিকায় মূক অভিনয় করেন।

সতু সেন আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি রংমহলে যোগদান করিয়া আলোকরশ্মি সম্পাত করেন।

এই সময়ে 'নাচঘরে'র সম্পাদক নৃত্যবিশারদ ও প্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ও খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী 'নাচঘরে' কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দুই একটী কথা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। শচীন বাবু লিখিয়াছেন—

"শিশির বাবু তাঁর সম্প্রদায় গড়েছিলেন এমন একদল লোক নিয়ে যাদেরকে নবভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন, যাদের মনে জাগ্রত হয়েছিল থিয়েটারকে কলাভবনরূপে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প। দেশের অনেক গুণীদেরও তিনি বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। নিজের শক্তির বলে প্রতিভার জোরে থিয়েটারকে তিনি খানিকটা উঁচুস্তরে তুলেছিলেন এবং এক শ্রেণীর দর্শকও

তৈরী করে নিয়েছিলেন—কিন্তু এসব সত্ত্বেও যোগাযোগের কোথায় যেন ত্রুটী ছিল, আর তারই জন্য থিয়েটারের ঐ নবযুগ শুধু প্রতিভার খানিকটা আলোক ছড়িয়ে দিয়েই শেষ হ'য়ে গেল।" ২২ আশ্বিন ১৩৩৮ নাচঘর।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন (৯ শ্রাবণ ১৩৩৮ নাচঘর।)—

"আমাদের নাট্যজগতে নবযুগের নেতা বা অভিনেতা এখনো আসেনি··· যাঁরা নেতা বলে বাজারে চলছেন, হয় তাঁরা শক্তিমান নন, নয় তাঁরা যে trurst hold করেন, তা betray কচ্ছেন।"

সম্পাদক, **নাচঘর (৩ কার্ত্তিক ১৩৪০)**, লিখিতেছেন—

"আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনয়ের আদর্শ দিনে দিনে নেমে যাচ্ছে। এখানে নূতন দল যখন প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন এ রকম অভিযোগ করার কারণ ছিল না। তাঁদের ভাবভঙ্গি 'ষ্টাইল' ও মুদ্রাদোষ আজ অতি পরিচিত ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে ······ শিশিরকুমারের নিজস্ব ভঙ্গি ও মুদ্রাদোষই তাঁদের অভিনয়ে ফুটে উঠে যত্র তত্র···কিন্তু গত যুগের শিল্পী হয়েও গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দু শেখর শিক্ষা দিতেন ভিন্ন উপায়ে। তাঁদের ছাত্ররা ভালো মন্দ মাঝারি অভিনয় করতেন, কিন্তু কারুর অভিনয়ের ভিতর থেকেই গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখতে পাওয়া যেত না। শিষ্যরা সর্ব্বাগ্রে আত্মসাৎ ক'রে বসে গুরুর মুদ্রাদোষগুলিই, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় এতটা স্বাভাবিক ছিল যে, তার মধ্যে মুদ্রাদোষ একরূপ পাওয়াই যেত না।"

এমেচিয়ার ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদারবাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অধিনায়কত্বে ভাইকৌটার গারে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল।

যোগেশ—মাখন ভাদুড়ী, রমেশ—ভূপাল, জ্ঞানদা—হেমন্ত, সুরেশ—জগদীশ, ভজহরি—সারদা, প্রফুল্ল—প্রফুল্ল।

১৯৩২

রংমহল

এই সময়ে রংমহলে বড় বিপর্য্যয় হয়। সাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে ১৩৩৮ সালের ১লা মাঘ তারিখের নাচঘর হইতে সম্যক ঘটনাটী উদ্ধৃত করিতেছি—

"···আজকাল থিয়েটারের বড় মন্দা, অনেক থিয়েটারই প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। শিল্পীরা নিয়মিত মাহিনা পাচ্ছে না—অনেকেরই তিন চারি মাসের মাহিনা বাকি পড়েছে কিন্তু তাদের হঠাৎ চাকুরী ছাড়বার কোন অধিকার নেই। কারণ তাদের পেশা হচ্ছে আর্টের পেশা এবং সে পেশার উপরে জনসাধারণের দাবী আছে অনেকখানি।

"কিন্তু অধুনা লুপ্ত 'নাট্যমন্দিরের' এমন কয়েকজন নট ও নটী সম্প্রতি রঙমহলে কাজ করছিলেন, যারা জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের পেশায় কোন সম্পর্কই স্বীকার করেন না। গেল হপ্তায় তারা এমন এক কাণ্ড করেছেন, যে জন্য তাঁদের ছি-ছি করা ছাড়া উপায় নেই। রঙমহলের কর্তৃপক্ষ শনি ও রবিবারের অভিনয় তালিকা যথানিয়মে সহরময় প্রচার করেছেন, এবং তখন কেউই টের পাননি যে ভিতরে ভিতরে মস্ত একটা ষড়যন্ত্র চোরকাঁটার মত প্রস্তুত হয়ে আছে। হঠাৎ তাদের জব্দ করার জন্য...শনিবারেই আচম্বিতে জানা গেল যে, "নাট্যমন্দিরের" প্রায় ১৩।১৪ জন নট ও নটী রঙমহলে আর অভিনয় করবে না।......

"রবিবার সন্ধ্যার আলো জ্বালতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষকে আর এক বিপদে ঠেক্‌তে হল কারণ আলোক শিল্পী অদৃশ্য এবং বিজলী সরবরাহের তারগুলোও কে কেটে দিয়ে গেছে।

"প্রধান ভূমিকাগুলিতে শিশিরকুমার ও তার অনুগতদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েও (কেবল যোগেশ চৌধুরী ও অমলেন্দু লাহিড়ী মাত্র শনিবারে দেখা দিয়েছিলেন) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও সীতা প্রভৃতি নাটকে রঙমহলের নবীন—এমন কি অতি নবীন—অভিনেতৃগণও এমন প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন যে দর্শকেরা তাদের অপ্রস্তুত অবস্থা ও গুরুতর অসুবিধার কথা বুঝতে পারে নি—শ্রীমতী নীরদা ও শেফালিকাকে সীতার সুভদ্রা ও অম্বিকার ভূমিকায় অবতরণের অনুমতি দিয়ে নাট্যনিকেতনের উদার কর্মকর্তা প্রবোধ গুহ মহাশয় বিপদে শোভনীয় সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।"

১৭ জানুয়ারী—বিজয়িনী (সৌরেন্দ্র মুখোর রুমেলার নামান্তর)

কাদের—রবি রায়, রুমেলা—শেফালিকা, মন্নু—কৃষ্ণ দে, দাসিয়া—লাইট।

মার্চ দেবদাসী (নলিনী চট্টোপাধ্যায়)

শেখর—রবি রায়, রজনীগন্ধা—পুতুল, পার্বতী—প্রকাশ।

দোলের সময়—রঙের খেলা (ঐ)

সাধু সেন আলো ও হেমেন রায় নৃত্য প্রযোজনা করেন। পরিচালনা করেন রবি রায়।

শ্রীকৃষ্ণ—রবি রায়, ললিতা—চারুবালা, বসন্ত—কৃষ্ণ দে, শ্রীমতী—লাইট, বৃন্দা—পুতুল।

মে—শাহী কি খুন

বকাউল্লা—কার্তিক দে, মহবুব—রবি রায়, মির্জান—হীরালাল, শব্বু—বেলা, জুলেখা—পুতুল, মনিয়া—চারুবালা, পথিক—জ্ঞান দত্ত।

২৫ জুন—সিন্ধুগৌরব (উৎপলেন্দু সেন) প্রযোজক—রবি রায়

রঞ্জন—রবি রায়, রঙ্গলাল—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, অরুণা—সরযূবালা, সুমিত্রা—চারুবালা, রাজা দাহির—প্রফুল্ল দাস, কাসিম—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য।

জুলাই—অসবর্ণা (জলধর চট্টো)

নির্ম্মলেন্দু—ধানুকী, ঋতুরাজ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মলয়া (ঋষিকন্যা)—সরযূ, বাণিকণ্ঠ—কৃষ্ণ দে।

৫ অক্টোবর—রাজ্যশ্রী (আশু সান্ন্যাল)

দস্যু প্রতাপ—রবি রায়, রঙ্গলাল—নির্ম্মলেন্দু, মাধবী—সরযূ, উদাসীন—কৃষ্ণ দে, পুণ্ডরিক—কার্ত্তিক দে, রাজা—সন্তোষ সিং, রাণী—শান্তিবালা, কাঞ্চন নটী—চারুবালা।

মাধবী খুব ভাল হয়, কিন্তু অভিনেতাদের বেতন বাকী পড়ায় ধর্ম্মঘট হয়।

নাট্য নিকেতন

২০ জুন—সতীতীর্থ (শচীন্দ্র সেনগুপ্ত) বীরভদ্র—দুর্গাদাস, সাবিত্রী—নীহার, শোভনলাল—ভূমেন, বলদেব—মণিঘোষ, সবিতা—সুহাসিনী, অম্বালিকা—রাণী, সোমদেব—সন্তোষদাস, সন্ধ্যাপিসী—কুসুম, উগ্রতপা—কুঞ্জসেন, শিরোমণি—ললিতমিত্র, উৎপল—কামেশ্বর, কল্যাণী—পুতুল।

৮ জুলাই—আঁধারে আলো (জলধর), রায়সাহেব নৃত্যহরি—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, সুদেবী কুসুম, সুনীল—দুর্গাদাস, মৃন্ময়—ভূমেনরায়, শান্তিরাম—সন্তোষদাস, কবিরাজ—ললিতমিত্র, সুলতা—নীহার, ইন্দু—পুতুল, রাঙ্গনী—নীরদা, মালিনী—রাণী—

আগষ্ট—বিপ্লব (সুধীর রাহা) তৎপরে শিশির ভাদুড়ী আসিয়া চন্দ্রগুপ্ত, ষোড়শী প্রভৃতি নাটকের সম্মিলিত অভিনয় করেন।

আগষ্টের শেষ দিকে চন্দ্রশেখর। নামভূমিকায় শিশির, প্রতাপ—দুর্গাদাস

২৫ ডিসেম্বর—মহাপ্রস্থান (সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত) কৃষ্ণ—শিশির, গান্ধারী ও রুক্মিণী কঙ্কা, লক্ষ্মণা—নীহার, জরাসন্ধ—ভূমেন রায়, মায়াবতী—পুতুল, অর্জ্জুন—শৈলেন চৌধুরী, বসুদেব—যোগেশ চৌধুরী বলরাম—মণীন্দ্রঘোষ, বৃদ্ধাঠাকুরাণী ঊষা। গান্ধারী ও লক্ষ্মণা ব্যতীত অন্য কোন ভূমিকার অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। এমনকি কৃষ্ণও প্রাণহীন।

মিনার্ভা

মার্চ—আবীর কুঙ্কুম

৬ জুলাই—পুরোহিত (ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ—অহীন্দ্র, রাজা—শরৎ চট্টো, রাণী সন্ধ্যা—চারুশীলা, সুচিত্রা—নিরুপমা, ভীল সর্দ্দার—জয়নারায়ণ, বৈতালিক—যুগলকৃষ্ণ পাল, অলর্ক—বঙ্কিমদত্ত, পীতুল—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অর্জ্জুনা—আশ্মানতারা।

১০ ডিসেম্বর—দেবযানী (বরদা দাশগুপ্ত), শুক্রাচার্য্য—অহীন্দ্র, যযাতি—শরৎ চট্টো, ঘণ্টাকর্ণ—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, বৃষপর্ব্ব—হীরালাল, পূর্ণাহ—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দেবযানী—চারুশীলা, শর্ম্মিষ্ঠা—রাজলক্ষ্মী (দুই রাত্রি অভিনয় করিয়া অসুস্থ হওয়া বেদানাবালা) জয়া—নগেন্দ্রবালা।

ষ্টার খোর্টে আর্ট থিয়েটার

১২ মার্চ্চ—পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অপরেশ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

শ্যামাকান্ত—দানিবাবু, বৈকুণ্ঠ—তুলসী চক্রবর্ত্তী, বিনোদ—জীবন গাঙ্গুলী, রজনীনাথ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য হেমেন্দ্র—সন্তোষ সিংহ, ফটিক—জহর গাঙ্গুলী, নন্দ—সুরেন রায়, বিপিন—বিভূতি দত্ত, গাঁটকাটা—আশুবসু এবং সুবলঘোষ, যোগেন—ইন্দুমুখাজ্জি, সিদ্ধেশ্বরী—শান্তবালা, শিবাণী—কৃষ্ণভামিনী, শান্তি—সুশীলাবালা, মণিমালা—আঙুর, তাকিয়া হরি—রাজলক্ষ্মী, চন্দরী—সরস্বতী।

পোষ্যপুত্রের অভিনয় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হয় যে আর্ট থিয়েটারে প্রতিরাত্রে অর্থাগম দুই হাজার টাকার উপরে উঠিতে লাগিল। পরে পরে রবিবারে ২৬০০।২৭০০ টাকাও হইত। সকল ভূমিকাই খুব ভাল এবং নিখুঁত হয়। তন্মধ্যে শ্যামাকান্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরেশচন্দ্র বলিতেন 'দানীবাবুর শ্যামাকান্ত কাশীর চন্দ্রগ্রহণ।' লেখক নিজে এই ভূমিকায় তিনরাত্রি অভিনয় দেখিয়া দানীবাবুর ঐশী প্রতিভার অদ্ভূত বিকাশ লক্ষ্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সামাজিক নাটকে এত ভাল অভিনয় হইতে পারে—তখনকার লোকেরা একরূপ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

যে 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক আলেকজাণ্ডারের পরে দানিবাবুকে শ্বেতহস্তী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আর্ট থিয়েটার এত বেশী বেতন দিয়া কেন তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে—বলিয়া তীব্রোক্তি করিতে দ্বিধা করিতেন না, তিনিই দানীবাবুর অসুস্থতার দরুণ অনুপস্থিতিতে লিখিতেছেন—"দানীবাবুর অভাবে পোষ্যপুত্রের অবস্থা হয়েছে বড় কাহিল। মাত্র একজন নাটুয়ার অভাবে যে নাটকের হাল হয় এমন খারাপ, সে নাটক কোন নাটক?

তবে কি বুঝতে হবে যে অপরেশ বাবুর হাতযশ দানীবাবুর কাছ থেকেই ধার করা? লোকে নাটক দেখতে যেতো—না—দেখতে যেতো দানীবাবুকে—ভেল্কি খেলে বীর বুড়ো হাড়ে? হা অপরেশচন্দ্র, ধন্য দানীবাবু!"

পার্টটি সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। দানীবাবু কাগজওয়ালাদের বড় ভয় করিতেন। ঘটনাটী এইরূপ—পোষ্যপুত্রের শ্যামাকান্তের ভূমিকাটী অপরেশ বাবু দানীবাবুর হাতে দিলে তাঁহার স্বাভাবিক কথায়, তিনি ফিরাইয়া দিয়া বলেন এ পার্ট আমি করিব না, প্রায় দুর্গাশঙ্করের মত পার্ট, কাগজওয়ালারা আবার নানারূপ বলিবে।"

দানীবাবুকে পূর্ব্বে যে কোন কোন কাগজওয়ালা যে 'শ্বেতহস্তী' 'অচল,' 'পুরোণো', 'স্থবির' প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি উহাদের বড় ভয় করিতেন।

দুইএকদিন পরে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দানীবাবুকে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন "কেন আপনি সিরাজদ্দৌলা করিয়াও মিরকাসিম যখন করেন তখনতো কেউ কিছু বলেন নাই"

দানীবাবু—"তখন আমার যৌবন ছিল. আমার অভিনয় দেখতে সকলে ছুটিয়া আসিত, আর বাপি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখাইয়া দিতেন, এখন আমার কি আছে?"

তিনি—"এখনও আপনার শক্তির কোন হ্রাস নাই, এই বয়সেও আপনার যুবক প্রবীরে পর্য্যন্ত যথেষ্ট অর্থাগম হয়।"

দানীবাবু—"না মশায়, কাগজওয়ালারা আবার কি বলবে, আমি পারবো না আমার নিন্দে হবে।—"

তিনি—"আপনি গদধরচন্দ্রের "ভিডি চরণে"—পার্ট ভুলে যান, চাণক্যের মত বলুন—"ঐ অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে ফেলেছে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে যাক্তে, রাখ্‌তে পারবো না তবু যাবার পূর্ব্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো।"

দানিবাবু কাণ পাতিয়া শুনিলেন, এবং যাইবার পূর্ব্বে 'আকাশ পুড়িয়ে দিয়েই' চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীয় অভিনেতাগণ বিশেষতঃ মনোরঞ্জন বাবু, ইন্দুবাবু একবাক্যে অজস্রভাবে তাঁহার অভিনয়-প্রতিভার প্রশংসা

করিয়াছেন। অনেকেই আবার এরূপ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন "তবে কি গিরিশচন্দ্র * আবার সমস্ত শক্তি লইয়া পুনরাবির্ভূত হইলেন ?"

দানীবাবুর অভিনয়ে অবশ্য প্রমাণিত হইয়াছে যে বার্দ্ধক্যেও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দানিবাবুর নাগাল পাইতে কোন নটেরই সামর্থ্য নাই, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে সকলেই ভাল অভিনয় করিয়াছেন। রজনীনাথের ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য মনোরঞ্জন বাবুতে খুব ভাল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হেমেন্দ্রকে মৃদু তীরস্কারের expression টীও খুব ভাল হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠ বিনোদও চমৎকার হয়। ইহাও খুব স্বাভাবিক হয়। তবে পুরুষ চরিত্রের মধ্যে অতিশয় উপভোগ্য হয় জহরবাবুর ফটিকচাঁদ ও আশুবাবুর চোর। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণভামিনীর শিবানী হয় অতুলনীয়। সুশীলাবালার ভাবই ছিল শান্তিরূপিনী, আর সিদ্ধেশ্বরীও চরিত্রানুরূপ খুব ভালই হয়। বস্তুতঃ অপরেশবাবু শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর উপন্যাসখানির এমন অদ্ভুত নাট্যরূপ দিয়াছেন যে উহা একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটকে পরিণত হইয়াছিল। অমৃতবাজার ঠিকই লিখিয়াছিল—

"In his present performance Aparesh Babu can fairly take his stand even with the famous adaptors of the English Stage... After a long time we found a genuine social drama on the stage...

---

* অন্য কোন দেশের কোন অভিনেতা গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অভিনয়কলা দেখাইতে পারেন, দেশের কোন সুধীব্যক্তিই তাহা মনে করিতেন না। আজকালকার যুবকবৃন্দ তাঁহার অভিনয়রীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে নাচঘরের প্রবীণ সম্পাদকের (নাচঘর ১৩৩৮, ৯ শ্রাবণ) কথায় তাহাদিগকে বলিতেছি—

"আমরা গিরিশচন্দ্রের বড় অল্প অভিনয় দেখিনি এবং তার মধ্যে বিশেষ ক'রে যোগেশ, করুণাময়, করিম চাচা, পশুপতি চন্দ্রশেখর ভূমিকায় তাঁর যে অভিনয় দেখেছি তাতে দেখেছি—গিরিশচন্দ্র কথা কইতেন ঘরোয়া সুরে, একেবারে স্বাভাবিকভাবে এবং বিশেষ কারণ না থাকলে হস্তপদ সঞ্চালন পর্য্যন্ত করতেন না। অথচ তাঁর অভিনয় নিথর পুতুলের অভিনয় ব'লেও মনে হ'ত না। নাচঘরের প্রথম বৎসরে 'গিরিশচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে তাঁর এই পরম আধুনিক বিশেষত্বের কথা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।"

"It is indeed a treat to see that the old veteran Dani Babu in his elements again, as if he has got back his youthful fire. Age seems to have no effect upon the great actor. He reminded us often of his illustrious father—Girish Chandra Ghose the greatest actor and the father of the Bengali stage. Such presentations, complex emotions in the stage without of affectation or undue straining are to be seldom met with, be it on the English or the Bengali Stage as when he heard of his son's death and again when he notices the exact likeness of his son Benode. All other characters have acquitted themselves well. Benode, Rajani and Baikuntha deserve special mention. But the whole humour of the piece is centred in Fatik Chand who took the whole house by storm by his humourous acting.

"The female characters were well represented specially that of Shibani, Sidheswari, Shantilata, Harimati and Chanduri. Krishnabhamini as usual was at her best in the pathetic character of Shibani. Her histrionic talents are beyond any dispute and Sushilabala in the character of Shanti has also kept up her tradition as an actress of merit specially in her gentle and tender sentiments."

অভিনয় এমন হৃদয়স্পর্শী হইত যে, এক এক দিন অভিনয়ান্তে লোকের দানীবাবুকে দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে ভিড় ঠেলিয়া বাড়ী যাইতেই অনেক কষ্টস্বীকার করিতে হইত। একদিকে বৃদ্ধবয়সেও দানীবাবুর গৌরবোজ্জ্বল অভিনয়, অন্যদিকে শিশিরকুমারের অবনতি সম্বন্ধে—শিশিরকুমারের একান্ত পক্ষপাতী স্বয়ং নাচঘরই লিখিয়াছেন—

"কিন্তু এতো গেল গৌরবময় যুগের কথা, যে-যুগে শিশিরকুমারের একদিন পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করত, যে যুগে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছিলো আমাদের DemiGod...আজ আর সে দিন নেই। নিজের হাতে শিশিরকুমার নিজেকেই বধ ক'রে এনে ফেলেছেন। মনে হয়,

যেন তিনি চেয়ে-চেয়ে দেখতে চাইছেন 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর।

"...আজ শিশিরকুমার তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছেন, কখনও যে তার ফিরে পাবেন তাও মনে হতেছে না। নিয়মিত অত্যাচারের ফলে কোন নাটকের সমগ্র রূপ কল্পনাতো দূরের কথা, মাত্র নিজের ভূমিকা সম্বন্ধেই চিন্তা করবার জন্যে যতটুকু মস্তিষ্কের আবশ্যকতা আছে, ততটুকু মস্তিষ্কও তাঁর মাথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার নূতন নূতন ভূমিকাগুলির অভিব্যক্তি দেখে।...আজকের শিশিরকুমারকে দেখে ভূতপূর্ব শিশিরকুমারকে চিনতে পারা যায় না; দুঃখ হয়, সহানুভূতি হয়, কাঁদতে ইচ্ছে করে...

... ...

"আর এই নতুন যুগের লবশাটপটাবৃত শিক্ষিতাভিমানীর দল? তাঁরা মনে করেন যেন অভিনয় ক'রে তাঁরা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে—তথা বাংলাদেশকে ধন্য করছেন। কোনও রকম চিন্তা বা ধারণার চেষ্টা করাতো দূরের কথা, গৃহীত ভূমিকাটিতে সাদা কথায় 'মুখস্থ করা' পর্য্যন্তও তাঁরা মোটেই একটা দরকারী কাজ ব'লে মনে করেন না।...

"শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসে সাধারণতঃ অশিক্ষিত অভিনেত্রীর দল নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করবে? ...পুরোনো যুগের দু'একজন নটী আজও রঙ্গালয়ের উপজীবিকা ত্যাগ করেন নি; তাঁরা এই সব দুষ্কৃতের প্রচণ্ডতা দেখে বলছেন না কি—এঁরা আবার দাদার উপরও দাদা?...এঁদের মদোন্মত্ত দাপাদাপিতে বিলাসিনীর দল ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছেন। স্বরসাধনা, অঙ্গভঙ্গির অভ্যাস, নূতন ধ্যানধারণার জন্য দেশ-বিদেশের বিখ্যাত নটের কথা মনোযোগ দিয়ে পড়া, ভূমিকায় নবরূপ দেখান প্রচেষ্টা সংযমশিক্ষা...এর কিছুই দরকার নেই এই নতুন যুগের জন্ম-অভিনেতাদের, পরিবর্ত্তে কোনক্রমে স্মারকের সহায়তায় দিনগত পাপক্ষয় ক'রে 'ম'কারের নেশায় দিশাহারা হয়ে বেড়ানই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য—"

নাচঘর ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ পৃ ৩—৪।

'পোষ্যপুত্র' নাট্যজগতে আবার যুগান্তর আনয়ন করিল, বটে, কিন্তু যাহারা সে যুগ পুনঃপ্রবর্ত্তন করিলেন—তাঁহারা আর ইহজগতে রহিলেন না। দানীবাবু শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সপ্তবিংশতি রাত্রির অভিনয়ের পরে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে অসমর্থ হন—তাঁহার বদলে মনোরঞ্জনবাবু ঐ ভূমিকায় নামেন। পরে ভুগিতে ভুগিতে ১৯৩২ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে তিনি

ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ে রঙ্গমঞ্চের তিনিই ছিলেন নটসম্রাট। তাঁহার শোকসভায় বড় দুঃখে মনোরঞ্জন বাবু ছলছলনেত্রে বলিয়াছিলেন "দানীবাবু তাঁহার সিংহাসন শূন্য করিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসিবার জন্য কাহাকে উহা দিয়া গেলেন ? *

'পোষ্যপুত্রে' একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ধপ্ করিয়া উহা নিভিয়া গেল, আর আর্ট থিয়েটারেরও ভরাহাট যেন ভাঙ্গিতে লাগিল। কৃষ্ণভামিনীও শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িল, আর স্বয়ং অপরেশচন্দ্রও শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণভামিনী স্বর্গধামে চলিয়া যান ১৯৩৩, জুন মাসে, আর আর্টের স্তম্ভ অপরেশচন্দ্রের তিরোধান হইল ঠিক উহার বৎসরেক পরে। তাঁহার সম্বন্ধেও 'নাচঘর' সত্যই লিখিয়াছিল—

নাচঘর ৪টা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১—

"সেদিনও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন শক্তিমান অভিনেতাদের মাঝখানে বৃদ্ধবয়সে ব্যাধিজীর্ণদেহে দাঁড়িয়েও 'রসিকের' ভূমিকায় তিনি যে অতুলনীয় নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন, তার অনুপম স্মৃতি কেউ কোনদিন ভুলবে না নবযুগের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং শিশিরকুমার পর্য্যন্ত 'রসিকের' ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের গৌরব একটুও ম্লান করতে পারে নি। অপরেশ বাবুর শিক্ষাদান প্রণা ছিল অদ্ভুত, আর কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারবেন।"

৫ নভেম্বর—বিদ্রোহিনী (অপরেশ) রানী—সরস্বতী, টঙ্কু—মনোরঞ্জন, সিংচু—আশুবসু, হাসি—আঙুর

২০ ডিসেম্বর—মানময়ী গার্লস স্কুল (রবীন্দ্র মৈত্র) Pure simple

---

* নাচঘর ২ চৈত্র ১৩৪০ "সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবুর) কথা মনে করলেই গর্ডনক্রেগের কথা আমাদের মনে পড়ে। অভিনেতা বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি একটা প্রাকৃতিক শক্তি।

তিনি ছিলেন কলাবিদ, তিনি স্রষ্টা। তাঁর মত শিল্পী পৃথিবীর যে কোন জাতির গর্ব্বের নিধি। এই জন্যই বাংলাদেশে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিৎ।"

comedy একখানি সুন্দর সরস নাটিকা। নাটকের উৎকর্ষতার সঙ্গে নিখুঁত অভিনয়-সাফল্য দর্শককে বিশেষ আমোদ দিতে সমর্থ হয়। তিনঘণ্টার অভিনয় আগাগোড়াই চমৎকার এবং অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। নীহারিকা —পদ্মাবতী, মানস—জহর গাঙ্গুলী, রাজেন খারড়ী—ইন্দুমুখোপাধ্যায় দামোদর (জমিদার) ননীগোপাল মল্লিক, মানময়ী—শরৎকুমারী, ফার্ণেণ্ডিজ— ললিত মিত্র, চপলা—সুহাসিনী, হারানিধি—আশুবসু ('ভজরে মন নন্দঘোষের নন্দন'—খুব চিত্তাকর্ষক। দুই মাস মধ্যেই এই উদীয়মান নাট্যকার পরলোক গমন করেন।

২৪ ডিসেম্বর—বড় বৌ (নরেশ সেনগুপ্ত), নারায়ণী বা পাগল গল্প হইতে নাটকান্তরিত

সত্যেন্দ্র (গাবু)—জহর, সুরেন্দ্র—জীবনগাঙ্গুলী, বড় বৌ (নারায়ণী)— সরস্বতী, হেমলতা—সুশীলা, যোগেন (জমিদার)—মনোরঞ্জন, পরেশ— সন্তোষদাস (২), হরিহরানন্দ—ললিত মিত্র। নরেশঘোষ দেওয়ান হন।

নাটক জমে নাই। তবে জহর ও সরস্বতীর অভিনয় বেশ ভাল হয়। সরস্বতী শীঘ্রই পরলোক গমন করে।

ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে আলিপুরের

Lawyers' Dramatic Club

উকীল সম্প্রদায় কর্তৃক

২২ ডিসেম্বর—'পোষ্যপুত্রের' অভিনয়।

সভাপতি—'রায়বাহাদুর' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাবলিক প্রসিকিউটার

শ্যামাকান্ত—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, রজনী পঙ্কজ গাঙ্গুলী এমএ, বিএল, বৈকুণ্ঠ— ধীরেন চক্রবর্ত্তী বিএল, বিনোদ—হীরেন মিত্র এম এ, বিএল, (ভূতপূর্ব্ব পাবলিক প্রসিকিউটারের পুত্র), হেমেন্দ্র—নরেন মুখার্জ্জি এমএ, বিএল, নন্দ—সূর্য্য মুখার্জ্জি এমএ বিএল, ফটিক সুধাংশু দাশগুপ্ত বিএল, বিপিন— মনোজ দত্ত বিএল, যোগেশ—ফকির চক্রবর্ত্তী বিএল, সিদ্ধেশ্বরী—গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জি এমএ বিএল (এখন সবজজ), শিবানী—হরিধন মুখার্জ্জি এমএ, বিএল, শাস্তি—বিশ্বনাথ চাটার্জ্জি বিএল। সম্পাদক বীরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সহযোগী সেক্রেটারী বসন্তকুমার সেন বিএল, হরিমতি—অমর মুখার্জ্জি এমএ, বিএল, হারাণের মা—অমূল্য ভাদুড়ী বিএল, (এখন জজ)। যোগেন—প্রভাংশু

পঙ্কজ গাঙ্গুলীর ভূমিকাও দর্শককে খুসী করেছিল অতিমাত্রায়। থিয়েটার দলের সভাদের মধ্যে ফটিকচাঁদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুধাংশু দাশগুপ্ত ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সের কৌতুকানুবৃত্তি করে ও নন্দর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার মুখাজ্জি সিরিওকমিক ভাবভঙ্গী দেখিয়ে দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল তুলেছিলেন। গাঁটকাটা দুটি এমন বাস্তবতার সৃষ্টি করেছিল যে অনেকেই বোধ করি ভবিষ্যতে তাদের কাছে ঘেসতে দেবেন না। যোগেশ, হেমেন্দ্র ও দেবেন উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন। সুকুমার ও অমূল্যরূপে ১০ বছর ও ৩ বছরের ছেলে দুটীও বেশ।

"স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর হয়েছিল সিদ্ধেশ্বরী ও শিবানী, দুজনেই সমান তালে চলে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন। শান্তিও চমৎকার হয়েছিল। তাকিয়া হরির ভূমিকায় অমর মুখোপাধ্যায়ের নৃত্যলীলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অমূল্য ভাদুড়ীর চেকরীও উল্লেখযোগ্য।" নাচঘর।

"রঙ বে রঙ" ২০ পৌষ ১৩৩৯ পৃ ১০ "আইনজীবিদের নাট্যাভিনয়" :—

"অভিনয় বাস্তবিকই ভালো হয়েছে। শ্যামাকান্তের ভূমিকায় বিখ্যাত নাট্যরসিক, নাট্যসমালোচক ও রঙ্গালয়ের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অভিনয় দেখে আমরা অবাক হয়েছি; তিনি কেবল পাবলিক মিটিংএরই বক্তা ন'ন, রঙ্গমঞ্চেও যে তাঁর বাক্‌শক্তি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, এ আগে জানতুম না। বিনোদ, রজনীনাথ, বৈকুণ্ঠ ও ফটিকচাঁদের ভূমিকায় অভিনয়ও ভাল হয়েছে। শিবানীর মায়ের অংশে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখাজ্জির অভিনয় হয়েছে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। শিবানী, শান্তি ও তাকিয়া হরিও ভাল হয়েছে।" [১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মোটামুটি ঘটনাবলী এইখানে শেষ হইল।"

নবম অধ্যায়

বৃদ্ধ দানিবাবু জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রতিভার চরম নিদর্শন দেখাইয়া মহাপ্রয়াণ করেন। সুদক্ষ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং অপ্রতিদ্বন্দী অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্রও মহাযাত্রা করিয়াছেন, কৃষ্ণভামিনীও মৃত্যুপথগামিনী হইয়াছেন। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য তৈয়ার হইয়াছেন। ছায়াচিত্র অনেক নটকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। শিশির কুমারেরও

প্রতিভা এখন অস্তাচলগামিনী। যদিচ রাসবিহারী, দিগম্বর প্রভৃতিতে তাঁহার শক্তি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হন বটে, কিন্তু নিজদোষে তিনি ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাইতেছিলেন। তাই নাট্যশালার অবস্থা এখন বড় শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দবাবু, নির্ম্মলেন্দুবাবু, নরেশবাবু রবীন্দ্রবাবু ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই যথাসম্ভব চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দুর্গাদাসবাবুকে যে দর্শকমাত্রেই খুব প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ইতিমধ্যে ছায়াচিত্রের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চের আরও ক্ষতি সাধন হয়। তবে বাঙ্গলার নাট্যকার কতকটা 'টকির' ছাঁচে সময়োপযোগী করিয়া বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চকে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া যে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালার ঘরে নানা কারণে বেশ অর্থাগম হয়। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে ১৯৪৩, ১৯৪৪ এমন কি বর্ত্তমান বৎসরেও (১৯৪৫) অভিনয়ের বিজ্ঞাপন পড়িলেই থিয়েটারে আর লোক ধরেনা! রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারীগণের প্রচুর লাভ হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নটের ব্যবসাও বেশ উন্নতিকর ব্যবসারূপেই পরিণত হয়।

অভিনয়ের ধারা কিন্তু আর কোন নিয়ম বা রীতির পক্ষপাতী রহিল না। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেরূপভাবে অভিনয় চালাইতে লাগিল। তথাপি বাবু নরেশ মিত্র, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি স্বাভাবিকতারই পক্ষপাতী রহিলেন। মনোরঞ্জনবাবুও ক্রমে এইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু নটের আসরে তাঁহারা নেতৃত্বের দাবী করিতে না পারায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। বস্তুতঃ অভিনয়ের দিক হইতে বাঙ্গালার গৌরব করিবার বিশেষ কিছু রহিল না।

১৯৩৩

মিনার্ভা।

মিনার্ভার মূল্য হ্রাস

মে—শক্তির মন্ত্র (জলধর)

শক্তিধর—শরৎ, ধূমকেতু—রঞ্জিত রায়, মালিনী—আঙ্গুরবালা ২ নম্বর, কমলা—বেদানাবালা, সুনন্দা—তারকবালা, উল্কা—মিস্ লাইট।

আঁধারে আলো (মন্মথ বসু এম, এ,)

২৩ ডিসেম্বর—বামনাবতার

চীপ্ থিয়েটার (১৫৭এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট)

৭ জানুয়ারী—ক্রীতদাসী (বরদা দাশগুপ্ত)

Calcutta Art Players (C.A.P.)

বা ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ারস্

১৬ ফেব্রুয়ারী—দালিয়া (রবীন্দ্রনাথ)

(রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও আনুকূল্যে।)

বৃদ্ধ ধীবর—প্রীতি মজুমদার, ঐ কন্যা—নীলিমা সেন, রহমত সেখ—কল্যাণ, ধীবরদ্বয়—ধীরেন ঘোষ, গৌরী ওঝা, স্বলেখা—মীরা হালদার, দালিয়া—মধুবসু, আমিনা (তিন্নি)—সাধনা বসু।

"আধুনিক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়া এই দলটী আলিবাবা, আবুহোসেন অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন"—'নাচঘর'।

Calcutta University Institute কর্ত্তৃক

মার্চ্চ মাসে বামুনের মেয়ে

গোলক—সুশীল মুখো, সন্ধ্যা—রবি মিত্র, রাসমণি—সুহাস মিত্র।

ষ্টার

অহীনবাবু মিনার্ভা ছাড়িয়া আসিয়া আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। মার্চ্চ মাসে গোষ্ঠপুত্রে তিনি শ্যামকান্ত হইয়াছিলেন।

২৭ মে মন্দির প্রবেশ (জলধর)

লোকনাথ—মনোরঞ্জন, রসিক—অহীন্দ্র চৌধুরী।

১৭ জুন—বৈকুণ্ঠের খাতা (রবীন্দ্রনাথ)

বৈকুণ্ঠ—অহীন্দ্র, কেদার—মনোরঞ্জন, অবিনাশ—জহর।

ইহার পরে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড উঠিয়া যায়।

১লা জুলাই শিশির ভাদুড়ী কেদারের ভূমিকা লয়েন।

শিশিরকুমার ষ্টার থিয়েটারে সদলবলে আত্মপ্রকাশ করেন।

২৫ ডিসেম্বর—অভিমানিনী (যদুনাথ খাস্তগীর)

বালা—কঙ্কাবতী

রূপের আয়না (নরেন্দ্র দেব)

রঙমহাল (নূতনবাজার)

২৫ ডিসেম্বর—চিত্রাঙ্গদা।

নাট্য নিকেতন

২২ জুলাই—জননী (শচীন্দ্র সেনগুপ্ত)

জননী—চারুশীলা, বিলাস—রাধিকানন্দ, নিখিল—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, নীহার—পান্নারাণী, পশুপতি—সুশীল ঘোষ, পুরাতন ভৃত্য—গণেশ গোস্বামী, বালক অজয়—শ্রীমান বিজয়, যুবক অজয়—সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, জজ—উৎপলেন্দু সেন, অনেক সাক্ষী ও মাষ্টার—নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আড্ডার গায়িকা—সত্যবালা।

১৬ ডিসেম্বর—মা (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অপরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত। পূর্ব্বে আর্ট থিয়েটারে হওয়ার কথা ছিল)

অরবিন্দ—অহীন্দ্র, ব্রজরাণী—নীহার, শরৎশশী—চারুশীলা, পরিত্যক্তা স্ত্রী—মনোরমা। অজিৎ—সরযূ। সরযূর অদ্ভুত অভিনয়ে অজিৎ চমৎকার ফুটিয়া উঠে।

নিতাই—নির্ম্মলেন্দু (প্রাণখোলা ও সদানন্দ) মৃত্যুঞ্জয়—মনোরঞ্জন, দুর্গাসুন্দরী—কুসুমকুমারী, নির্ম্মলা (নিতাইর স্ত্রী)—রাণীবালা, অরবিন্দের মা—নীরদাসুন্দরী, ব্রজরাণী—নীহার। 'মা'র অভিনয় বেশ জমে উঠে। "নীহারের অভিনয়ে স্নেহকোমলপুষ্ট মনের কাঠিন্য ও সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন মাতৃত্বের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে"—নাচঘর।

রংমহাল

দর্শকদের অভাব হইতেছে, রংমহালের অবস্থা এত শোচনীয় হইল যে কেবল অভিনয় বন্ধ করিতে হয়। এই সময় মিঃ শিশির মল্লিক (মিঃ জাষ্টিস্ মন্মথনাথ মল্লিক আই, সি, এস এর পুত্র) এর উপর থিয়েটার পরিচালনার ভার পড়ে। তিনি বাবু যামিনী মিত্র ও শম্ভু সেনের সহায়তায় পূর্ণ দক্ষতার সহিত রংমহলের সুনাম বৃদ্ধি করেন। তাঁর পূর্ব্বেই "বনের পাখীর" রিহার্সেল আরম্ভ হইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী—বনের পাখী (বরদা দাশগুপ্ত)

ভুবনেশ্বর—রবিরায়, দীনদাস—কৃষ্ণচন্দ্র দে, জটায়ু—বিজয় কার্ত্তিক দাস, জয়ন্ত—উৎপল সেন, সমরু—অহি সান্যাল, ইন্দিরা—প্রফুল্ল, পাখী—চারুবালা, তোমল—কুমার মিত্র।

১৭ এপ্রিল—মহানিশা (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস যোগেশ চৌধুরী কর্ত্তৃক নাট্যকান্তরিত)

মুরলীধর—রবিরায়, রাধিকাপ্রসন্ন—যোগেশ চৌধুরী, বেহারী—নরেশ মিত্র, ব্রজরাজ—ভূমেন রায়, নির্মল—রতীন বানার্জি, কেশব ডাক্তার—অমর বসু, সৌদামিনী—আসমানতারা, অপর্ণা—সেফালিকা (পুতুল), হীরা (অন্ধ বালিকা) — চারুবালা, কেদারবাবু — হীরালালচট্টো, ব্রজরাজের স্ত্রী — রেণুবালা (সুখ)।

মহানিশার সময়ে মঞ্চের বিশেষ উন্নতি হয়। সতু সেনের চেষ্টায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চের (Revolving Stage) অবতারণা করা হয়। অভিনয় খুব ভাল হয়, তন্মধ্যে মুরলীধর, রাধিকাপ্রসন্ন, বেহারী, কেশব ডাক্তার প্রভৃতি সব ভূমিকাই খুব ভাল। হীরাও খুব স্বাভাবিক হয়। ব্রজরাজ খুব বেশী উপভোগ্য হয়। movements ও খুব free. অপর্ণাও খুব ভাল।

২রা ডিসেম্বর—অশোক (মন্মথ রায়)

অশোক—রবিরায়, বীতশোক — ভূমেনরায়, পিঙ্গেকাম্ — অমরবসু, মহাতক—নরেশ মিত্র, তিষ্যরক্ষিতা—শান্তিগুপ্তা (প্রথম বড় ভূমিকায়) সৈন্যাধ্যক্ষ—কৃষ্ণধন, উপগুপ্ত—যোগেশ চৌধুরী, কুনাল—রতীন বন্দ্যো, কাঞ্চনমালা—রেণুবালা (সুখ), রাধাগুপ্ত—নিজয়কার্তিক, মহেন্দ্র—ইন্দুমুখো, যবনী—বীণাপাণি, দেবী—সুহাসিনী।

'নাচঘর' ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪০ লিখিতেছে—

"...তখনকার চই অশোকেরই অভিনয়ে দানীবাবুর জীবন্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করতুম কিন্তু এখনকার অভিনয়ে কারো ব্যক্তিত্ব আছে ব'লে সন্দেহ পর্যান্ত হ'ল না। মাইকেলের ভাষায় সুধোতে পারি—"একেই কি বলে উন্নতি?" সে দুটীর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হবে, সে আলো, এ অন্ধকার।"

সরস্বতী পূজার সময় কালীঘাট ক্লাবে আলিপুর ড্রামেটিক ক্লাবের অনেক সভ্য পোষ্যপুত্র করেন। অভিনয় অতি চমৎকার হয়।

নাচঘর ৯ আষাঢ় ১৩৪০—

"সেদিন ষ্টার ও নাট্যমন্দিরের সম্মিলিত অভিনয় উপলক্ষ্যে প্রাচীরপত্র যখন ঘোষণা করল যে শিশিরকুমার মন্ত্রশক্তিতে মৃগাঙ্ক ও বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার সেজে মঞ্চাবতরণ করবেন তখন রঙ্গদর্শকদের আর আগ্রহের সীমা রইল না। কিন্তু ৭।১১ বাগবাজার ষ্ট্রীট থেকে বগলা ভট্টাচার্য্য লেখেন (৯ আষাঢ়)

"...মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এসে খবর দিলেন মাতামহীর মৃত্যুতে সারাদিন উপবাস করবার পর তিনি অসুস্থ। সেই সনাতন অসুস্থতা। ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ দর্শকবৃন্দ সেদিন নিরীহ ভদ্রলোক মনোরঞ্জনবাবুকে এমন ভাবে আক্রমণ

করেছিল যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর অবস্থা দেখে। অসুস্থতার সংবাদ জ্ঞাপন করাও এমনি বিপজ্জনক আজকাল।"

"হায় শিশিরকুমার! তোমার জনপ্রিয়তা ছিল দেবতারও কাম্য, বিশ্বকর্মার লোভের বস্তু! সেই অসাধারণ জনপ্রিয়তাই আজ তুমি স্বেচ্ছায় হারিয়ে বসে আছ। তোমায় আর হিতকথা বা কটুবাক্য শোনাতে যাওয়াও অরণ্যে রোদন, বাংলার নাট্যরসিকরা তোমার জন্যে আজ শুধু নীরবে অশ্রুত্যাগই করতে পারে। তুমি আর ট্রাজেডির অভিনেতা নও। তোমার জীবনই আজ মস্ত একটা ট্রাজেডি। তোমার জন্যে আমরা দুঃখিত।" নাচঘর

১৯৩৪

মিনার্ভা

২৯ সেপ্টেম্বর—মারাঠা মোগল (সুধীরেন্দ্র রাহা)

শিবশক্তি

মহাদেব—শরৎ চট্টো, তারকাসুর—জয়নারায়ণ, শচী—মিস লাইট্।

নাট্য নিকেতন

৭ মার্চ—পূর্ণিমা মিলন (যোগেশ)

চঞ্চল বৃদ্ধ অর্থপতি—অহীন্দ্র চৌধুরী, পুরোহিত মকরধ্বজ—মনোরঞ্জন, চতুরিকা—নীহার, মালিনী—চারুশীলা, নিপুণিকা—সুশীলা, তরঙ্গিনী—রাণীবালা।

২৮ ফাল্গুন এখানে দানীবাবুর স্মৃতিসভা হয়।

১৫ আগষ্ট—স্বর্ণলঙ্কা (শিবপ্রসাদ কর)

রাবণ—নির্মল লাহিড়ী, বিভীষণ—মনোরঞ্জন, ইন্দ্রজিত—সন্তোষদাস, রাম—সন্তোষ সিংহ, মন্দোদরী—চারুশীলা, সূর্পনখা—নীরদা, সীতা—নীহার, সরমা—সরযু, নিরকুম্ভ—ললিত মিত্র, বালি—মণীন্দ্র, রুমা—নিরুপমা।

২৩ নভেম্বর—চক্রব্যূহ (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিএস, সি)

ভাসের 'পঞ্চরাত্রম' হইতে

শকুনি—অহীন চৌধুরী, অভিমন্যু—নীহার, লক্ষ্মণ—নিরুপমা, দ্রৌপদী—চারুশীলা, উত্তরা—সরযু, কর্ণ—মনোরঞ্জন, সুভদ্রা—উষা, ভীম—নির্মলেন্দু, অর্জুন—সন্তোষ সিংহ, দুর্যোধন—সন্তোষ দাস, বিরাট—ললিত মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ—ভূপেন চক্রবর্তী, যুধিষ্ঠির—পশুপতি সামন্ত, দ্রোণাচার্য্য—তুলসী চক্রবর্ত্তী, উত্তর—যতীন্দ্র দত্ত, কুন্তী—তারাসুন্দরী।

শকুনি প্রধান চরিত্র। অহীন্দ্রবাবু যথেষ্ট শক্তি দেখাইতে সক্ষম হন, তবে প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা একটু চাপা থাকিলে বোধহয় আরও ভাল হইত।

নবনাট্য মন্দির (ষ্টার থিয়েটারে)

প্রতিষ্ঠাতা—শিশির ভাদুড়ী

২৮ জুলাই—বিরাজ বৌ (শরৎ চট্টো।)

নীলাম্বর—শিশির, বিরাজ—কঙ্কা, মোহিনী—রাণীবালা, পীতাম্বর—প্রভাত চট্টো।, নিতাই গাঙ্গুলী—কানুবন্দো।, ভুলু মুখুয্যে—ইন্দু চক্রবর্ত্তী, সুন্দরী—রাধারাণী, গাজন সন্ন্যাসী—শান্তশীল।

২৭ সেপ্টেম্বর—সরমা (সুরেন্দ্র বন্দো।)

রাবণ—শিশির, সরমা—রাণীবালা, তরণী—কানু ব্যানার্জ্জি, বিভীষণ—শৈলেন চৌধুরী, রাম—বিশ্বনাথ, মন্দোদরী—কঙ্কা, সীতা—প্রভা, কালনেমি—শান্তশীল, ত্রিজটা—রাধারাণী। মন্দোদরী খুব ভাল। নাটক মোটে জমে না।

২৪ নভেম্বর দশের দাবী (শচীন সেনগুপ্ত)

উদারচন্দ্র দয়াল—শিশির, কবি নিশানাথ—বিশ্বনাথ, প্রফুল্ল—শৈলেন, সুজাতাদেবী—কঙ্কা, নন্দিনী—প্রভা, সর্দ্দার—শীতল পাল, মহিম—কনকেন্দ্র, সাঁওতাল—শান্তশীল।

২২ ডিসেম্বর বিজয়া (শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের দত্তা উপন্যাস নাটকান্তরিত)

বিজয়া—কঙ্কা, নরেন—বিশ্বনাথ, রাসবিহারী—শিশির, বিলাস—শৈলেন, দয়াল—শীতলপাল, পরেশ—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়। রাসবিহারীও ভাল, তবে ইনি শরৎবাবুর রাসবিহারী নহেন।

রঙ্গমহাল

জুলাই, মহামানব (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

অগস্ত্য—গণেশ গোস্বামী, নহুষ—মাণিকলাল, ইন্দ্র—ধীরেন পাত্র।

রংমহাল

৩১ মার্চ্চ—পতিব্রতা (কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উপন্যাস স্পর্শের প্রভাব যোগেশ চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

রাজ্যেশ্বর—যোগেশ চৌধুরী, বিমল—ভূমেন রায়, গোপীগুপ্ত—কৃষ্ণধন মুখো, সোণামণী—অমর বসু, মাতঙ্গিনী—রাজ্যশ্রী, জ্যোৎস্না—শান্তি, রণেন্দ্র—রবীন্দ্র (পরে রবিরায়) কাশীনাথ—নরেশ মিত্র, মন্মথ—ইন্দু মুখো।

৭ আগষ্ট—কাজরী

অনাদি—নরেশ মিত্র, পল্লব ও তমাল—রবিরায়, মিঃ গুপ্ত—অমরবসু, শিহরণ—ভূমেন রায়, বেণুদত্ত—ইন্দুমুখো, বরদা ও শ্যামল—জহর গাঙ্গুলী,

আশু—কৃষ্ণধন, নিশিলাল—যোগেশ চৌধুরী, সত্যভামার পিসেমহাশয়—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, গীতা—চারুবালা, কোয়েলা গিন্নি—সুহাসিনী, মলী—সুখ, চীফ্ গার্ড—কৃষ্ণধন মুখো, মিসেস্ পাকড়াশী—গিরিবালা আকুলা—বীণাপাণি।

২০ সেপ্টেম্বর—বাংলার মেয়ে (প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর পথের সাথী হইতে যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাটকান্তরিত)

উপেন—যোগেশ, জিতেন—নরেশ মিত্র, সুরেশ—রবিরায়, সত্যেন—রতীন, প্রকাশ—জহর গাঙ্গুলী, অনিল ডাক্তার—ভূমেন রায়, দেবী—চারুবালা, ভবানী—রেণুবালা, বীথি—সেফালিকা, মায়া ব্যানার্জি—শান্তিগুপ্তা, ঐ মা—গিরিবালা, সুধীর—অমরবসু, ইলা—রেণুকা, কুঞ্জলাল—কৃষ্ণধন, জিতেন ভাল অভিনয় করেন, মায়া ব্যানার্জিও বেশ ভাল অভিনয় করেন।

১২ ডিসেম্বর রাবণ (যোগেশ চৌধুরী)

মারুতি—রবিরায়, রাবণ—ভূমেন রায়, বিভীষণ—ইন্দুমুখো, কুম্ভকর্ণ—বিজয়কার্তিক, রাম—জহর গাঙ্গুলী, তরণীসেন—রাধারাণী, ধান্যমালিনী—শান্তিগুপ্তা, সীতা—চারুবালা, মেঘনাদ—রতীন বন্দো।

১৯৩৫

রংমহাল

৯ই মে—পথের সাথী (প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাটকান্তরিত)

বসন্ত সেন—যোগেশ চৌধুরী, শশাঙ্ক—জহর, অমরেন্দ্র—নরেশ মিত্র, ঐ স্ত্রী—গিরিবালা, শরদিন্দু—রবিরায়, নরেন্দ্র—ভূমেন রায়, হিরণ্ময়—রতীন, শোভা—চারু, করবী—শান্তিগুপ্তা, প্রতিমা—পদ্মাবতী, বড় বৌ—বিন্দুবাসিনী রাজলক্ষ্মী, ছোট বৌ—আসমানতারা, নন্দা—সুহাসিনী।

বাবু অমর ঘোষ আসেন ও মিঃ শিশির মল্লিক ছাড়িয়া দেন। রবি ও ভূমেনবাবু, জহরবাবু ও চারুবালা ছাড়িয়া দেন।

২০ ডিসেম্বর—চরিত্রহীন (শরৎবাবুর উপন্যাস যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাটকান্তরিত)

উপেন—মনোরঞ্জন, সতীশ—রতীন, শিবপ্রসাদ—যোগেশ চৌধুরী, কিরণময়ী—শান্তি, সাবিত্রী—সেফালিকা, সুরবালা—সুহাসিনী, নরেশ মিত্র, দিবাকর—ধীরাজ ভট্টাচার্য।

রঙ্গমহলে—রূপমহাল (নূতন বাজারে)

ধর্মতলার প্রাক্তন চীপ থিয়েটারের অভিনেতৃ সঙ্ঘ রূপমহল সঙ্ঘে পরিণত হয়। সেক্রেটারী নরেন চক্রবর্ত্তী।

৮ সেপ্টেম্বর—আত্মাহুতি (জলধর)

বশিষ্ঠ—গণেশ, ক্ষমা—রেণুবালা (সুখ)।

৩০ নভেম্বর আবুল হাসান (শচীন সেনগুপ্ত) আবুলহাসান—দুর্গাদাসবন্দ্যো। তুলসী বন্দ্যো, সন্তোষ সিংহ, ললিত মিত্র, কুঞ্জসেন, আশু বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, শান্তি সামন্ত, অন্নপূর্ণা [illegible], নীরদাসুন্দরী, আশালতা প্রভৃতি ছিলেন। দুর্গাদাস নাম ভূমিকায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নাচঘর—"অভিনয়ের দিক দিয়ে ইহা আমাদের মনে তৃপ্তি দিয়েছে।"

মিনার্ভা

৩১ আগষ্ট—দীপান্তরা (সুধীর রায়)

নাট্যনিকেতন

১০ মার্চ—জন্মলিপি (প্রবোধ মজুমদার [illegible] উকীল) বিশেষ ভূমিকায় —কুসুম কুমারী

১৯ এপ্রিল—ব্রতচারিণী (প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এস্-সি কর্ত্তৃক নাট্যরূপায়িত)

বিহারী—অহীন্দ্র, রজনীনাথ—মনোরঞ্জন, ঈশানী—সুশীলা, জ্যোতি—নির্ম্মলেন্দু, জয়ন্তী—চারুশীলা, প্রফেসার মিত্র ও নিতাইবাবু—মণিঘোষ, রাখাল—ননীমল্লিক, কানু—সুহাসিনী, উমা—সরযূ, সীতা—নীহার, দেবযানী—নিরুপমা। নাটক ভাল জমে নাই।

১৯ অক্টোবর—খনা (মন্মথ রায়) বরাহ—অহীন্দ্র, মিহির—জীবনগাঙ্গুলী, খনা—সরযূ, ধরণী—চারুশীলা। ভৈরব চরিত্রে মূক অভিনয়—মণিঘোষ। খনা খুব ভাল হয়।

নভেম্বর—মানময়ী বয়েজ স্কুল—

১৪ ডিসেম্বর—নরদেবতা (শচীন)—রাজা—অহীন, অগ্নিবেশ—ভূমেন রায়, দেবদত্ত—রবিরায়

২১ ডিসেম্বর—বিদ্যাসুন্দর সুন্দর—জহর, বিদ্যা—চারুবালা, হীরা—নীহার, অজামিল—রবিরায়,

২৯ নভেম্বর—গ্লোবথিয়েটারে শাজাহান (ইংরাজীতে) শাজাহান—ড্রাঃ

হয়েন্দ্র মুখার্জ্জি, ঔরঙ্গজেব—ডগলাস্ রোগেল্ড, জাহানারা—মিস্ রিতা এন্‌গেলে, দারা—লায়নেল কার

ষ্টার

২৫ সেপ্টেম্বর—শ্যামা, (সত্যেন্দ্রগুপ্ত, বৌদ্ধজাতক হইতে) চন্দনক—ভাদুড়ী (হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে অভিনয় করেন) শ্যামা—প্রভা, বীর্যাসেন—বিশ্বনাথ, উত্তীয়—শৈলেন চৌধুরী।

নাচঘর—"বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আজ আর তেমন কিছু নৈপুণ্য নেই। ···যে আলোর ক্ষীণ রেখাটুকুর সাক্ষাৎ মিলেছিল, তাও আজ নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে।"

২১ ডিসেম্বর—রীতিমত নাটক—Barriers thrown down between the stage and auditorium. দিগম্বর—শিশির, হৃদং চাক্লাদার—বিশ্বনাথ, শান্তনা—প্রভা (কঙ্কাও পরে করে) শান্তা—রাণীবালা, বসন্ত—কমল,

শিশিরবাবুর অভিনয় খুব ভাল হয়। নাচঘর—"অভিনয় পাশ্চাত্যগামী যে অনুপাতে নাটকের বিষয়বস্তু পাশ্চাত্যগামী হয়নি গরুর গাড়ীতে মোটর ইঞ্জিন লাগান হয়েছে।"

১৯৩৬

নাট্য নিকেতন

নবগঠিত—'ক্যালকাটা থিয়েটারস্ লিমিটেডের'এর উপর থিয়েটার পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। উহার ম্যানেজিং এজেন্ট হন বাবু যশোদা ঘোষ। প্রবোধবাবুর পুত্র সুধীর গুহ যশোদাবাবুর বন্ধু ছিলেন। থিয়েটার ম্যানেজ্ করেন সুধীরবাবু।

৪ঠা এপ্রিল—কেদার রায় (রমেশ গোস্বামী) কেদার রায়—অহীন চৌধুরী, চাঁদরায়—রবীন্দ্ররায়, শ্রীমন্ত—নরেশ মিত্র, কার্ভালো—ভূমেন রায়, কালু সর্দ্দার—মণিঘোষ, ঈশার্খা—জহর গাঙ্গুলী, মায়া—রেণুকা রায়, শান্তি (শ্রীমন্তের কন্যা) ছায়াদেবী, সোণা—নিরুপমা, রত্না—চারুবালা। সোণা, কার্ভালো এবং শ্রীমন্ত ভাল, কেদার রায় ও চাঁদরায়—মন্দ নয়। আলাদিন (সুধীর রায়), প্রযোজক—সুধীর গুহ, আলাদিন—ভূমেন, কুহকী—রবিরায়

১৯ ডিসেম্বর—গোরা (রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাস নাটকান্তরিত) আনন্দময়ী—রাজলক্ষ্মী, বরদাসুন্দরী—মনোরমা, সুচরিতা—শান্তিগুপ্তা, ললিতা—চারুবালা, পরেশ—অহীন্দ্র, পানুবাবু—নরেশমিত্র, গোরা—ভূমেন, মহিম—...

বিনয়—অহরা, আনন্দময়ী, পরেশ, পানুবাবু ও মহিমের ভূমিকায় অভিনয় খুব ভাল হয়।

রংমহাল

৩০ কে, সর্ব্বহারা (সুধীর রায়)

২০ আগষ্ট—নন্দরাণীর সংসার (যোগেশ চৌধুরী) নন্দরাণী—আসমানতারা, ঐ স্বামী মহিম—মনোরঞ্জনবাবু, ঐ কন্যাদ্বয়—শান্তি ও পুতুল, ঐ ভগ্নী—প্রভা, তাহাদের মাতুল—যোগেশবাবু।

অতঃপর রংমহলের নাট্যসংসারও বানচাল হয়। কিছুদিন থিয়েটার বন্ধ থাকে। এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। যোগেশবাবু, মনোরঞ্জন বাবু এবং প্রভা তিনজনই অপ্রতিদ্বন্দ্ব শিশিরবাবুর শিক্ষাধারায় প্রভাবান্বিত। যোগেশবাবু সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বাভাবিক অভিনয়ের ধারায় আসিয়া পড়িয়াছেন। সামাজিক নাটকে এইরূপ স্বাভাবিক অভিনয়ই ছিল গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। যোগেশবাবুর যদি অন্ততঃ অপরেশবাবুর মতও আংশিন ঘট্টীর কণ্ঠস্বর থাকিত, তবে সামাজিক নাটকে গিরীশবাবুর পরেই তাঁহার নাম সোল্লাসে ঘোষিত হইত।

মিনার্ভা

শিবার্জ্জুন—(সুধীর রায়) শিব—শরৎ চট্টো, দুর্গা—সুশীলাবালা, দস্যু—প্রভাত সান্যাল। [রংমহলে অভিনীত 'বাজীরাও'র রূপান্তর

পরশুরাম (বরদা দাশগুপ্ত) পরশুরাম—শরৎ চট্টো, জমদগ্নি—প্রফুল্ল দাস, কার্ত্তবীর্য্য—কামেশ্বর চট্টো, রেণুকা—নিভাননী

সি. এ. পি.—(হাউ-স্ক্যোয়ারে)

৭ এপ্রিল মন্দিরে (সৌরীন মুখোপাধ্যায়)

সাবিত্রী (মন্মথ রায়) সাবিত্রী—সাধনা, শাশুড়ী—মঞ্জু। পুনরভিনীত

৮ ডিসেম্বর—বিদ্যুৎপর্ণা—(মন্মথরায়). মোচাক্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, রাজা—কালীঘোষ, ইন্দ্রজিৎ—মধুবসু, চন্দ্রচূড়—বিভূতি গাঙ্গুলী, মঞ্জুরী—মঞ্জু দে, বিদ্যুৎপর্ণা—সাধনাবসু।

ষ্টার—(নটনাট্য মন্দির)

ডিসেম্বর—যোগাযোগ—(রবীন্দ্রনাথ) মধুসূদন—শিশির, বিপ্রদাস—বৈদ্যের

চৌধুরী, নবীন—কাণু ব্যানার্জি, কুমুদিনী—কঙ্কা, মতির মা—রাণীবালা, শ্যামা—ঊষা (পটল)

• নবনাট্যমন্দির কর্তৃক 'যোগাযোগ'ই শেষাভিনীত নাটক।

শিশিরবাবু মে মাস পর্য্যন্ত ছিলেন। ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীগণের সহিত মামলা মোকদ্দমা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ ফাঁসিয়া যায়, কিন্তু উচ্ছেদের মোকদ্দমায় তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হয়।

১৯৩৭

নাট্যনিকেতন

থিয়েটারের দর্শনী হ্রাস করা হয়

২৮ এপ্রিল—সতী (মন্মথ রায়)

৩০ জুন—মোগল মসনদ (সুধীন্দ্র রাহা) আকবর—ভূমেন রায়, বয়রাম—সন্তোষদাস, সিতারা—শান্তিগুপ্তা, দিলারা—রাণীবালা, মাতাহরির নক্সার নৃত্যের পরিকল্পনা করা হয় এবং এই প্রথম রাণীবালার নাম বিশেষভাবে জাহির হইল। অভিনয়ও ভাল হয়।

১৪ ডিসেম্বর—বভ্রুবাহন (সুধীর রাহা)

ইহার পর ক্যালকাটা থিয়েটারস্ লিমিটেড্ এখানে আর অভিনয় করে না। চীৎপুর রোডে জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া যায়। প্রবোধবাবু আবার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া নূতন নাটকের অভিনয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রংমহাল

মেসার্স যামিনী মিত্র, রঘুনাথ মল্লিক (গদাই মল্লিকের জামাতা) এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে আবার থিয়েটার চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৫ মে—অভিষেক

ভরত—দুর্গাদাস, রাম—জহর, সীতা—পুতুল, বৈতালিক কৃষ্ণ দে।

৬ জুলাই—প্রলয় (শচীন সেন) কুঞ্জ—দুর্গাদাস, সুস্থির—রতীন,

১২ জুলাই—ডিটেক্‌টিভ্ (শরদিন্দু বানার্জি) অনন্ত—জহর, কেয়া—পুতুল, হিরণ্ময়ী—গিরিবালা,

১৮ আগষ্ট—বন্দিনী। অতঃপরে কয়েকখানি পুরাতন নাটক পুনরভিনীত হয়

২৪ ডিসেম্বর—স্বামী স্ত্রী (শচীন সেনগুপ্ত) ললিত—দুর্গাদাস, লিলি—রাণীবালা, মোহন—জহর, মিনতি—ঊষাদেবী, মিঃ দাস—সন্তোষ সিংহ, মিসেস্ দাস—পদ্মাবতী,

ষ্টার

লেসি—বিমল পাল

১২ মার্চ্চ—কালের দাবী (শচীন সেন)

অতঃপরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি,এ, মিনার্ভা ছাড়িয়া ষ্টার থিয়েটারের লেসি হন—

ধর্ম্মদ্বন্দ এখানে পুনরভিনীত হইবার পরে—

৩ জুন—চক্রধারী—(মহেন্দ্র) শম্বর—শরৎ চট্টো, মায়াবতী—লাইট, প্রদ্যুম্ন গুপ্ত—জীবন গাঙ্গুলী।

৩০ সেপ্টেম্বর—বাংলার বোমা (সুধীর বন্দ্যো)

১৭ ডিসেম্বর—বাসুদেব (মণি বন্দ্যো), সত্যভামা—লাইট

রঙ্গমহাল ৮৫।১ আপার চীৎপুর রোড

ক্যালকাটা থিয়েটার ২৯ মে মনোরঞ্জন—চাণক্য, এন্টিগোনস—ভূমেন। 'উত্তরা'ও অভিনীত হয়।

১৯৩৮

নাট্য নিকেতন

প্রযোজক—প্রবোধ বাবু

২৯ জুন—সিরাজদ্দৌলা (শচীন সেন)

সিরাজ—নির্ম্মলেন্দু, আলেয়া—নীহার, গোলাম হোসেন—রবি রায়, লুৎফুন্নেসা—সরযু। অভিনয় খুব জমে।

সিরাজ, লুৎফা, গোলাম হোসেন ও আলেয়া অপূর্ব অভিনয় করেন।

সমাজ (জ্যোতি বাচস্পতি)

মিঃ ছবি বিশ্বাস একটী ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেন।

১৭ ডিসেম্বর—মিরকাশিম (মন্মথ রায়)

মিরকাশিম—ছবি বিশ্বাস, ভান্সিটার্ট—জিতেন গাঙ্গুলী, ফতিমা বেগম—নীহার, গুরগণ—অমল ব্যানার্জ্জি, গুরগণের ভাই—নরেশ মিত্র

রঙমহাল

১৩ জুলাই মেঘমুক্তি (বিধায়ক)—প্রফেসার ঘোষ—যোগেশ চৌধুরী, প্রদ্যোৎ—রতীন, অণিমা—সুহাসিনী, বেবি—ঊষা দেবী, বিজয়—জহর।

দুর্গাদাস বাবু ছাড়িয়া যান

২৪ ডিসেম্বর—তটিনীর বিচার (শচীন সেন)

ডাক্তার ভোস্—অহীন বাবু, তটিনী—রাণীবালা, বসন্ত—রতীন, সমর—অহর, ললিতা—পদ্মাবতী, কৃষ্ণভামিনী—রাজলক্ষ্মী, হরমোহিনী সুহাসিনী, কণিকা—উষাদেবী, প্রতিভা—সাবিত্রী, নলিনী জ্যোতি, বিচারক—বিজয় কার্ত্তিক, সরকারী উকীল—সন্তোষ সিংহ।

ডাঃ ভোস্ অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। এমন সংযত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অভিনয় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তটিনীও ভাল, খুব free.

রাজলক্ষ্মীর কৃষ্ণভামিনীও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছিল।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

১৯৩৯

রংমহল

যামিনী মিত্র প্রভৃতি ছাড়িয়া দেন, এবং অমর ঘোষ আবার আসেন।

ম্যানেজার—প্রভাত সিংহ

২০ মে—মাকড়সার জাল (যোগেশ চৌধুরী)

সুরজিৎ—দুর্গাদাস, সুরেন—মনোরঞ্জন, তৃপ্তি—শান্তি গুপ্তা, সুন্দর মুখার্জ্জি—প্রভাত সিংহ।

৫ জুলাই—ডক্টর মিস্ কুমুদ—(অয়স্কান্ত বক্সী)

সমীরণ—ভূমেন রায়, ডক্টর মিস্ কুমুদ—শান্তিগুপ্তা।

৯ সেপ্টেম্বর—মাটীর ঘর (বিধায়ক)

সত্যপ্রসন্ন—মনোরঞ্জন, অলক—দুর্গাদাস, ছন্দ—শান্তিগুপ্তা।

২১ ডিসেম্বর—বিশ বছর আগে (বিধায়ক)

দীপক—প্রভাত সিংহ (অভিনেতা) প্রদীপ—ভূমেন রায়, রমলা—শান্তি গুপ্তা, দুখদহন—মনোরঞ্জন।

দুর্গাদাসেরই দীপক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার কথা ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাকে না দেওয়ায় তিনি থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। নাটক মোটেই জমে না।

নাট্য ভারতী

৫ আগষ্ট—রঘুনাথ মল্লিক তটিনীর বিচার লইয়া নাট্য ভারতী খোলেন। অহীন বাবু না থাকায় ডাঃ ভোস্ করেন—সন্তোষ সিংহ। সন্তোষ বাবুর অভিনয় ভালই হইয়াছিল।

'তটিনীর বিচার' ও 'আবুল হসান' হইবার পরে—

২০ অক্টোবর—মধুমালা (নজরুল)—অমরকান্ত—রতীন, মদনকুমারী—রাণীবালা।

২৩ ডিসেম্বর—সংগ্রাম ও শান্তি (শচীন সেন)—চন্দ্রশেখর—অহীন্দ্র, অবিনাশ—রতীন, নিত্যানন্দ—জহর, মনোহর—সন্তোষ সিংহ, প্রতিমা—রাণীবালা, মগনলাল—মিহির, দৌলতরাম—বিজয় কার্ত্তিক, এনেছাবাজ—তুলসী চক্রবর্ত্তী, করুণাময়ী—রাজলক্ষ্মী, নীলিমা—নিরুপমা, কল্যাণী—সাবিত্রী।

মিনার্ভা

লেসী—মেনোয়ার হোসেন ও চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়

১৬ সেপ্টেম্বর—অভিযান (মহেন্দ্র গুপ্ত) নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—মহম্মদ তোগলক নিস্তারিনী হন রাণী (বিজয়নগর), সুবাসিনী হন গুলবাহু, মালেক খসরু—কামেখ্যা চাটুর্য্যে, গিয়াসুদ্দিন তোগলক—দেবতোষ ভট্টাচার্য্য, সুবেদার সন্তোষ দাস (ভুলো)

২৫ ডিসেম্বর—দেবী দুর্গা—

সুদন—অমল বন্দ্যো, চন্দ্রপীড়—কামেখ্যা চট্টো।

ষ্টার

১৮ মার্চ্চ—দুর্গাশ্রীহরি (ভূপেন বন্দ্যো)

২৭ মে—সোনার বাংলা (মহেন্দ্র গুপ্ত)

২রা সেপ্টেম্বর—জাহ্নবী (ভোলানাথ)

২৫ নভেম্বর—জননী জন্মভূমি (সুধীর রাহা)।

নাট্যনিকেতন

১৩ মে—পথের দাবী (শরৎ চট্টো) সব্যসাচী—অহীন, ভারতী—শেফালিকা, সুমিত্রা—প্রভা, শশী কবি—অমল বন্দ্যো,

সুপ্রসিদ্ধ সতু সেন আলোক সম্পাত করেন।

এই নাটক পয়সাও দিয়াছিল, কিন্তু আবার proscribed হয়।

১লা ডিসেম্বর—মহামায়ার চর (যোগেশ চৌধুরী) মৃত্যুঞ্জয়—যোগেশ, শচীন—নির্ম্মলেন্দু, উমাচরণ—উৎপল সেন, সুবর্ণলতা—নীহার, জগদ্ধাত্রী—শেফালিকা, দ্বিজেন—শিবকালী।

৩০ ডিসেম্বর—অগ্নিশিখা (শচীন্দ্রগুপ্ত)—

১৯৪০

মিনার্ভা

৩ মার্চ্চ—অন্নপূর্ণার মন্দির (মণি ব্যানার্জ্জি)

২৫ মে—বন্দিনী (আশুতোষ সান্যাল)

ষ্টার

১৬ মার্চ—সতী তুলসী (মহেন্দ্র) তুলসী—সরযু, ত্রিজটা—দুর্গারাণী।

১৯ মে—উত্তরা (মহেন্দ্র গুপ্ত) উত্তরা—শেফালিকা, ঘটোৎকচ—জীবনগাঙ্গুলী, অর্জ্জুন—অমল। কৃষ্ণ—সিধু গাঙ্গুলী। ঘণ্টাকর্ণ—রঞ্জিত। পুনরভিনীত।

১৩ জুলাই—রণজিত সিংহ (মহেন্দ্র গুপ্ত) রণজিত—জীবন গাঙ্গুলী, খড়্গসিং—অমল, ঝিন্দন—মিস্ লাইট, সেনাপতি সাহেব—জয়নারায়ণ, রণজিতের মাতা—নিভাননী। অভিনয় ভাল হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর – রণদা প্রসাদ (সুধীন্দ্র রাহা) রণদা—অমল ব্যানার্জ্জি।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস্ লাইট, সনৎ মুখোপাধ্যায় ও জয়নারায়ণ বাবুর পার্টের ভাল অভিনয় হয়। কিন্তু লোকসমাগম হয় কম।

২৬ অক্টোবর—গঙ্গাবতরণ (মহেন্দ্র গুপ্ত)

২১ ডিসেম্বর—ঊষাহরণ (মহেন্দ্র গুপ্ত) ঊষা—লাইট, বাণ—জয়নারায়ণ, অনিরুদ্ধ—অমল বন্দ্যো।

নাট্য ভারতী।

১৩ জুন নার্সিং হোম (শচীন) ডাঃ বিক্রমাদিত্য—অহীন্দ্র, রতীন—নিরুপম, রামকমল—রতীন, কুন্তলা—রাণীবালা—সন্তোষ সিংহ—তারিণী জহর নিরুপমা—মণিমালা লীলা—সুহাসিনী

৩১শে আগষ্ট অহীন্দ্র বোম্বাই যান ও তৎস্থলে নিশ্মলেন্দু লাহিড়ী চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় নামেন।

২৪ আগষ্ট—সিঁথির সিন্দুর (জলধর)—অশোক—রতীন, মহীতোষ—সন্তোষ সিংহ, মাধব রায়—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, কৈলাস সর্দ্দার বিজয় কার্ত্তিক, কনকরায়—জহর, যূথিকা রাণীবালা, মালতী রাজলক্ষ্মী, রামকান্ত—তুলসী চক্রবর্ত্তী, মনীষা সুহাসিনী। দুর্গাদাসবাবু যোগদান করেন এবং সিঁথির সিন্দুরে কৈলাস সর্দ্দার এবং স্বামী স্ত্রীতে ললিতের ভূমিকায় নামেন।

১লা অক্টোবর—পি ডবলিউ, ডি (জলধর)—মিঃ সেন দুর্গাদাস, রায়বাহাদুর নির্ম্মলেন্দু, সৌমেন রতীন, সনৎ—সন্তোষ সিংহ, শ্যামলী রাণীবালা, অঞ্জলি সুহাসিনী। মিঃ সেন, সৌমেন, রায়বাহাদুর, সনৎ ও শ্যামলী ভাল অভিনয় করেন।

রংমহাল

১৫ মে—আগামী কাল (আশুতোষ ভট্টাচার্য্য)

উমাপ্রসন্ন—অহীন্দ্র, মাধব রায় রবিরায়, বিমল ভূমেন রায়, শ্রীনাথ কৃষ্ণচন্দ্র দে, করুণা বেলারাণী, অর্পনা পদ্মা, সুনন্দা, উষাদেবী।

৭ই জুলাই—আঁধার পথে (বিধায়ক)

[১৪ জুলাই গোরা এবং আরও পুরাতন নাটক পুনরভিনীত হয়]

১৪ আগষ্ট—মালারায় (বিধায়ক)

মিঃ সেন—নরেশ মিত্র, মালারায়—শান্তিগুপ্তা, মিসেস্ সেন—উষাবতী, অবিনাশ—রবীন্দ্ররায়, সন্ধ্যা—উষাদেবী, লীনা ছায়াদেবী, অপরূপ ভূমেনরায়।

১৪ ডিসেম্বর—ঘূর্ণি (গৌরশী)

প্রভাকর—অহীন্দ্র চৌধুরী, সাগর ভূমেনরায়, রুদ্র সর্দার—রবিরায়, ভারতী—শান্তিগুপ্তা। অহীন্দ্র বাবু এই সময়ে নাট্যভারতীতেও কাজ করেন।

২৪ ডিসেম্বর—রত্নদীপ (বিধায়ক কর্তৃক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস নাটকান্তরিত)

খগেন্দ্র—(সোণার হরিণ) অহীন্দ্র, দাওয়ানজী মনোরঞ্জন, কনক শান্তিগুপ্তা, বারুণী—উষাদেবী, নায়ক—ভূমেন।

ইহার পরে রঙমহাল আবার বন্ধ হয়।

১৯৪১

মিনার্ভা।

৭ জুন—জয়ন্তী—(ধীরেন মুখো)

১১ই—জুলাই—কবি কালিদাস (ধীরেন মুখো)

১৫ সেপ্টেম্বর—পূজায় ব্লাক্ আউট—(বীরেন ভদ্র) নন্দী ও মাধব—অমল বন্দোপাধ্যায়।

১৩ ডিসেম্বর—হাউস ফুল—(জলধর)

ষ্টার।

৪ এপ্রিল—কমলে কামিনী (মহেন্দ্র) শ্রীমন্ত—অমল, রাধা—উষাদেবী।

১০ জুলাই—বৃত্র সংহার—(ভোলানাথ—

১৮ সেপ্টেম্বর—মদনমোহন (অমর চ্যাটার্জি) প্রাণবাই লাইট্—গোপাল সিং শিপ্রা গাঙ্গুলী, ভাস্কর জয়নারায়ণ।

নাগপুরে এমেচিয়ার।

শনিবার মহাসপ্তমী ১০ আশ্বিন নাগপুর তরুণ সঙ্ঘের সভ্যগণ কর্তৃক সাফল্যের সহিত P. W. D. অভিনীত হয়—সৌমেন শশাঙ্ক মুখার্জি, বিজয়ন-

অরুণকুমার বানার্জি, সেন সাহেব কালীকৃষ্ণ অধিকারী, শ্যামলী—প্রশান্ত মুখার্জি, সপৎ সন্তোষ মুখার্জি, অঞ্জলি সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন পরিমল ঘোষ।

নাট্য ভারতী

২৮ মে—রিহার্সেল (অয়স্কান্ত)—নটনাথ দুর্গাদাস—কুমার বাহাদুর অহীন্দ্র। অহীন্দ্র বাবু বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

২৪ জুলাই—প্লাবন (মনোজ বসু) অহীন্দ্র নীলাম্বর রায়, কমলেশ রতীন, রঞ্জনাথ সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা—নিরুপমা, ত্রিলোক কুমার মিত্র, মলঙ্গ—বিজয়কার্ত্তিক, জলধর—তুলসী চক্রবর্তী, সারদা রাজলক্ষ্মী, মিঃ গোসাই—সন্তোষ দাস, সবিতা—সাবিত্রী, শেখর মিহির, উৎপল জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়।

২৫ সেপ্টেম্বর—কঙ্কাবতীর ঘাট (মহেন্দ্র) মিঃ মুখার্জি অহীন্দ্র, শীলা রাণীবালা

রঙমহাল।

যামিনী মিত্র দুর্গাদাসের সহায়তায় কপালকুণ্ডলা নিয়া আরম্ভ করেন।

২০ জুন—কপালকুণ্ডলা—নবকুমার—দুর্গাদাস

১২ই জুলাই—রক্তের ডাক (বিধায়ক) সুহাস দুর্গাদাস, মৃদু সরযু অবনী জহর, অনাথ সুঃ জিতেন, বিরজা গিরিবালা, সেফালিকা নমিতা।

চরিত্রহীনে দুর্গাদাস সতীশ এবং রবিরায় উপেন, শান্তি কিরণ বেহারী নরেশ, দিবাকর—জহর

অক্টোবর **মায়ের দাবী** (তুলসীলাহিড়ী) বিকাশ দুর্গাদাস, করুণা শান্তি ত্রিপুরা—গিরিবালা অশোক জহর, বুলাকী তুলসী, বেয়ারা সত্যমুখার্জি

৩রা ডিসেম্বর তুমি ও আমি (বিধায়ক) প্রমথ ও চন্দ্রকোর—দুর্গাদাস, আলটি—গিরিপাল, কিট ও অলকানন্দ—অরুণাভাব, বিনা—অরুণী রায়—ইহা নিতান্ত বাজে বই।

১লা জানুয়ারী—রক্তের ডাক ও তুমি ও আমি করিয়া যামিনী মিত্র ছাড়িয়া দেন।

নাট্যনিকেতন

পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী) জমিদার শ্রীপতি যোগেশ ঐ পত্নী নীহার গগেন—ছবি বিশ্বাস, নগেন—জহর গাঙ্গুলী, রমাকান্ত—শৈলেন চৌধুরী। দেড়িনর ভাল হয়

ভারতবর্ষ (শচীন সেনগুপ্ত)—ভারত নরেশ মিত্র, পরেশ—রবিরায়, সুরেন ছবি বিশ্বাস, মল্লিকা—ছায়া, বিনয় কুঞ্জসেন। অভিনয় ভাল হয় না।

২১ জুন—রিজিয়া (পুনরভিনীত) রিজিয়া সুশীলা সুন্দরী

১২ জুলাই কালিন্দী (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) অচিন্ত্য—নরেশ মিত্র, রামেশ্বর শৈলেন চৌধুরী, ইন্দ্ররায়—রবিরায়, অহীন্দ্র—ভূমেনরায়, উমা—ছায়া

১৯৪২

মিনার্ভা

সুনীতি—নীহার, হেমাঙ্গিনী উষা, সাবিত্রী রাধারাণী

৮দুর্গাপূজার সময়ে মহাশক্তি (সুধীর রাহা) শম্ভু—রবিরায়

তারাশঙ্করের নূতন নাটকের রিহার্সেলের সময় পূজার ছুটিতেই শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী দখল নেন। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তিনি ষোড়শী সীতা, আলমগীর প্রভৃতি অভিনয় করেন।

১৬ মে সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি শচীন সেন। দুর্গাদাস—নীলাম্বর, অমল—শ্বেতাম্বর সুপ্রিয়া শান্তিগুপ্তা, শ্যামা—উমা মুখার্জ্জি।

৬ জুন—ডাক্তার (গৌতম সেন) দুর্গাদাস—শেখর নাথ, ভূমেনরায় সোমনাথ, অমল—ডাক্তার, শান্তি গুপ্তা—অক্রমতী, নীরদা মণিমালা

মিনার্ভা থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। চিংড়িহাটা বোনমিল লিমিটেড্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ নরেশচন্দ্র গুপ্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ দেলোয়ার হোসেন, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন মুখার্জ্জি—বন্দোবস্ত ভাল হয়।

১৮ জুলাই চিরন্তনী (বিধায়ক) দুর্গাদাস—বাসুকী ও ডাঃ নাগ, অমল—হরিহর, শান্তিগুপ্তা—কেয়া, নীরদা—মিস চাটার্জ্জি।

১৪ নভেম্বর—কাঁটা কমল (শচীন) দুর্গাদাস স্বামী, শান্তি স্ত্রী (মুক্তাপা হইতে) ইহাই দুর্গাদাসের শেষ অভিনয়।

ষ্টার

২৪ জানুয়ারী—রাণী ভবানী (মহেন্দ্র) রামকান্ত—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম—জয়নারায়ণ, সিরাজ—ভূপেন চক্রবর্ত্তী, ভবানী—মিস্ লাইট্ দয়ারাম ও ভবানী ভাল অভিনয় করেন।

১৮ এপ্রিল অলকনন্দা (মহেন্দ্র গুপ্ত)

১৮ জুলাই—পুরীর মন্দির (অশ্বিনী ঘোষ)

৯ অক্টোবর—মহালক্ষ্মী (মহেন্দ্র গুপ্ত)

শ্রীরঙ্গম

১০ জানুয়ারী—জীবনরঙ্গ (তারা মুখোপাধ্যায়)

নায়ক—শৈলেন, নায়িকা—বন্দনা, আচার্য্য ভাদুড়ী।

৭ মার্চ্চ—উড়োচিঠি (নিতাই বসু) সুনীল—শিশির, মোহন—শৈলেন ডাঃ দাশ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রামশরণ শীতল পাল, রেবা—গীতা, অবন্তী উষা।

১০ অক্টোবর—দেশবন্ধু (মনোরঞ্জন)—দেশবন্ধু—শিশির

নাট্যভারতী

জানুয়ারী মাসে রঘুনাথ মল্লিক তাঁহার সত্ত্ব মুরলী ধর চাটার্জ্জির নিকট বিক্রয় করেন। মিঃ শিশির মল্লিক লেসি মুরলীধর চাটার্জ্জির তরফে পরিচালনা করেন। মিঃ মল্লিক খুব ভাল বন্দোবস্ত করেন।

২৮ মে দুই পুরুষ (তারাশঙ্কর) শিবনারায়ণ যোগেশ চৌধুরী, মহাভারত রবিরায়, গোপীনাথ নরেশ মিত্র, নুটবিহারী ছবি বিশ্বাস। সুশোভন জহর গাঙ্গুলী, বিমলা—প্রভা, কল্যাণী—মিসেস অঞ্জলি রায়, শ্যামা ছায়া, মমতা—পূর্ণিমা। অভিনয় খুব ভাল হয়।

যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের ভূমিকা খুব স্বাভাবিক হয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। অতঃপরে তাঁহার ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবতীর্ণ হন।

রংমহাল

শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় লেসি হন।

ফেব্রুয়ারী—জীবন পথে—অশোক শরৎ, চিরঞ্জীব ভূমেন, নিশিথ—জহর সাবিত্রী পদ্মা, মায়া সেফালিকা, রাখাল—রবিরায়।

১৯ মার্চ্চ—স্রোতের ফুল (ধীরেন মুখার্জ্জি)—স্যার উমাশঙ্কর রবিরায়, মিথিল প্রভাত সিংহ, প্রশান্ত শরৎ, তিমির জহর, মোহিত ভূমেনরায়, প্রতিভা সেন—বেলারাণী, ডলি পদ্মাবতী, লুসি সেফালিকা।

৫ই জুন—মাইকেল—মহেন্দ্র গুপ্ত—মাইকেল অহীন্দ্র, হেনারিয়েটা রাণীবালা, গৌরদাস সন্তোষসিংহ, মনোমোহন ঘোষ—সন্তোষদাস, রাজনারায়ণ শরৎ চট্টোপাধ্যায়। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহাসিনী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৭ ডিসেম্বর—ভোলামাষ্টার (অমরকান্ত বক্সী) ভোলামাষ্টার অধীন ঐ স্ত্রী রাণীবালা, অভিনয় ভাল। অহীন্দ্রবাবুর মেকআপ ভাল।

বড় দিনের সময় বোমার আক্রমণ হয়। সহর একেবারে খালি হইয়া যায়।

ভোজুর নব-নাট্যসমাজ হুগলী সম্পাদক—সুধীর কুমার মিত্র

১১ ও ১২ এপ্রিল—কেদার রায় ও জয়দেব (মিত্রবাটীর প্রাঙ্গনে) চাঁদরায়—বিপিন বিহারী ঘোষ, কেদার রায়—মানিকলাল চন্দ্র, ঐ পুত্র—সুধীর মিত্র

জয়দেব হলধর চট্টোপাধ্যায়—লক্ষ্মন সেন সুধীর মিত্র

সিমলা প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতি রক্তের ডাক ও মাটীর ঘর (৮ আগষ্ট ও ২৮ নভেম্বর গুভেদ—জগু চট্টোপাধ্যায়, অবনা সুধীর মিত্র

১৯৪৩

মিনার্ভা

২রা জানুয়ারী—মাটীর মায়া—মল্লিকা—শান্তি, মিঃ দত্ত—ভূমেনরায়, মাধব—অমল ব্যানার্জ্জি। বই ভাল হয় নাই।

অন্নপূর্ণার মন্দির—নিরুপমাদেবীর উপন্যাস বিধায়ক কর্তৃক নাটকান্তরিত

জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২২ জুন তারিখে ৬৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাটে যকৃতরোগে পরলোকগত হন। রঙ্গমঞ্চের একটি উজ্জল নক্ষত্র খসিয়া পড়ে।

রংমহাল

বড়দিনে 'সানি ভিলা'

শ্রীরঙ্গম

১৬ জানুয়ারী—মায়া—ভাল হয় নাই।

এপ্রিল—মাইকেল — শিশির — মাইকেল — হেনরিয়েটা — সুরুচি, হেনরিয়েটার ইংরাজী উচ্চারণ ভাল।

বিপ্রদাস—(শরৎ)

শিশিরবাবুর পার্ট খুব ভাল হয—of culturally saperior merit বিপ্রদাস বিশ্বনাথ, দ্বিজদাস মিহির ভট্টাচার্য্য, শশধর — রঞ্জিতরায়, রায়সাহেব শৈলেন চৌধুরী, বন্দনা—মলিনা, কৃপাময়ী—নিতাননী, ঝি…আশা।

বিপ্রদাস ও বন্দনা স্বাভাবিক অভিনয় করেন।

২৫ ডিসেম্বর—তাইতো—(বিধায়ক ভট্টাচার্য্য)

বিরুপাক্ষ—বিশ্বনাথ, জীবনময়—শৈলেন চৌধুরী, জীবনাথ—রঞ্জিতরায়

সময় মুখো:—জীবেনবসু, সমীর বন্দ্যো—মিহির ভট্টাচার্য্য, তপনকুমার—পল্লব, মল্লিকা—মঞ্জিলা, বল্লিকা—রেবাবসু, মিসেস চোলরূপিনী নিভাননী, মালবিকা —রাজলক্ষী

ষ্টার

৯ জানুয়ারী—রাণী দুর্গাবতী (মহেন্দ্র)—দুর্গাবতী—অপর্ণা

২১ ফেব্রু—কৃষ্ণার্জ্জুন (বরদাদাশগুপ্ত)

২২ এপ্রিল—সুকন্যা (রবি পাণ্ডে)

৪ জুন—মহারাজা নন্দকুমার (মহেন্দ্র গুপ্ত)

নন্দকুমার—জয়নারায়ণ, হেষ্টিংস—ভূপেনচক্রবর্ত্তী, ক্লেভারিং—ভূমেনরায়, মিরকাশিম—বিপিনগুপ্ত, নন্দকুমারের স্ত্রী—নিরুপমা, সিরাজ মহিষী—বীণা, মণিবেগ—অপর্ণা। নন্দকুমার নাটক অভিনয় করিয়া ষ্টার থিয়েটার দেশবাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইল। মিরকাশিম বেশ ভাল হয়।

শততম অভিনয়ে ১৯৪৩ অক্টোবরে মৌলানা ফজলল হক সভাপতি হন ও ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। দ্বিশততম অভিনয়ে (১৯৪৪, অক্টোবর) বর্ত্তমান লেখক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর—দেবী চৌধুরাণী — ব্রজেশ্বর — ভূপেনচক্রবর্ত্তী, হরবল্লভ জয়নারায়ণ মুখো, ভবানী পাঠক—বিপিন গুপ্ত, দেবী—অপর্ণা, সাগর—বীণা, দৃশ্যাবলীর ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়। এক সময়ে নিম্ন ও দোতলায় কথাবার্ত্তা হয়।

২২ ডিসেম্বর—দুর্গেশনন্দিনী—জগৎসিংহ—সিধুগাঙ্গুলী, ওসমান—ভূমেনরায় আয়েষা—উষাদেবী, বিমলা—অপর্ণা, দিগ্‌গজ—ভূপেন চক্রবর্ত্তী, কতলুখাঁ—জয়নারায়ণ, বীরেন্দ্রসিংহ—বিপিনগুপ্ত। উভয় নাটকই মহেন্দ্র গুপ্ত নাটকান্তরিত করেন। দেবীচৌধুরাণী হওয়ার পূর্ব্বে বন্দেমাতরম্ গান হয়।

১৯৪৩

নাট্য ভারতী

৮ জানুয়ারী—পথের ডাক (তারাশঙ্কর)

রায় বাহাদুর—নরেশ মিত্র, নিখিলেশ—জহর গাঙ্গুলী, ডাঃ চাটার্জ্জি—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অতুল—মিহির ভট্টাচার্য্য, কুড়েরাম—কৃষ্ণধন, ভক্তরাম—রবিরায় যতীন—বেচোসিং, জ্যোতির্ম্ময়ী নিখিলেশের মা—প্রভা, সুনন্দা—ছায়া দেবী, রমা—সাবিত্রী

অভিনয় ভাল হয়। রায়বাহাদুর; ডাঃ চাটার্জ্জি, কুড়েরাম, ভক্তরাম ও জ্যোতির্ম্ময়ী বেশ স্বাভাবিক হয়।

অতঃপরে শ্রীমতী সরযূবালা এখানে যোগদান করেন। এই অভিনেত্রী প্রফুল্লে (পুরাতন) প্রফুল্ল, সাজাহানে (পুরাতন) জাহানারা, দেবদাসে পার্ব্বতী ও ধাত্রীপান্নায় পান্নার ভূমিকায় যে উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাহার অদ্বিতীয় স্থান নির্দ্ধারিত হয়। ইনি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন এবং মৃদু ও ঝাঁঝালো দুই রকম অভিনয়েই পারদর্শিনী।

প্রফুল্লে যোগেশ হন নির্ম্মলবাবু, কাঙালী নরেশবাবু, উমাসুন্দরী—প্রভা পিতাম্বর রবিরায় ও রমেশ—বিশ্বনাথ

দেবদাস—(শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শচীন সেন কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত) দেবদাস—জহর, ধর্ম্মদাস—রবিরায়, বসন্ত—নরেশ মিত্র ভুবন চৌধুরী—বিশ্বনাথ, দ্বিজদাস—খেচোসিং পার্ব্বতী—সরযূ, মনোরমা—চারুবালা, চুনীলাল—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সরযূর অভিনয় অতি চমৎকার হয়।

১৪ মে—মিঃ শিশির মল্লিকের উদারতার বর্ত্তমান লেখকের প্রচেষ্টায় প্রসিদ্ধ নটশিল্পীগণের আহ্বানে গিরিশ শতবার্ষিকী উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের একটী স্মৃতি-সভা হয়। অহীন্দ্রবাবু, মনোরঞ্জনবাবু নির্ম্মলেন্দুবাবু ও রবীন্দ্রবাবুর উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। লেখকের আন্তরিক আগ্রহ ছিল যে প্রসিদ্ধ নটগণের চেষ্টায় গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী অভিনীত হইবে। কিন্তু তিনি হতাশ হয়েন। মঞ্চাধ্যক্ষগণের বা অভিনেতৃমণ্ডলীর এদিকে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। অতঃপরে সুপ্রসিদ্ধ নট ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের ঐকান্তিক পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকবলী অভিনয় করিবার জন্য গিরিশ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লেখক তাহাতেই সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন। 'গিরিশ পরিষদ' প্রতিষ্ঠার ইহাই পূর্ব্ব ইতিহাস।

গিরিশ পরিষদ

গিরিশ পরিষদ সংগঠিত হয় ১৯৪৩ সনে।

১৩ ডিসেম্বর—বলিদান অভিনীত হয়। সভাপতি কিরণচন্দ্র দত্ত সেক্রেটারী ও প্রযোজক—ক্ষেত্রমোহন মিত্র

করুণাময়—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সরস্বতী—নিবদাসুন্দরী, জোবি—আশ্চর্য্যময়ী, নলিন, যশোমতী ও প্রতিবেশিনী নমিতা, কিরণ—রাধারাণী, মাতঙ্গিনী—গিরিবালা, কিশোর কামেক্ষ্যা চট্টোপাধ্যায়, রূপচাঁদ—ক্ষেত্রমিত্র, কালীঘটক কালী চৌধুরী, রমানাথ—আশুতোষ দাস (ভুলো) ঝি—মানকুমারী, দুলাল—কানাই সরকার। সরস্বতী, জোবি ও মাতঙ্গিনী, দুলাল খুব ভাল হয়।

রূপায়ণ (নাট্যভারতীতে)

৮ জুন—অতঃপর (তারক মুখো) সুরেশ সেন—প্রভাত সিংহ, পুলিশ ইনস্পেক্টার সুধীর মিত্র, কমলা—রেণু বসু, কুমুদিনী—সুরমাদেবী

৭ নভেম্বর—ভারত সরকারের চীফ্ ইনস্পেকটার ইনজিনিয়ারিং অফিসের কর্ম্মচারীতে শাজাহান ও Tit for Tat মহম্মদ—সুধীর মিত্র।

এলফ্রেড—মিঃ বৈদ্যনাথ, মেরি—আর ভি নাথন উইলিয়ামসন—সুধীরমিত্র।

১৯৪৪

মিনার্ভা

প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রী সরযূবালা ও রাণীবালা এবং সু-অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মিনার্ভায় যোগদান করেন। ইহাতে মিনার্ভার শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ডিরেক্টরগণের চেষ্টায় ও মিঃ এন সি গুপ্তের অর্থসামর্থ্যে মিনার্ভার সুনাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১১ মার্চ্চ—দেবদাস (শচীন সেনগুপ্ত কর্তৃক নাটকান্তরিত, পূর্ব্বে নাট্য-ভারতীতে অভিনীত)

শিক্ষক—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

বসন্ত—নির্ম্মলেন্দু (পরে রতীন), চুনীলাল—রতীন (পরে কৃষ্ণধন) ভুবন—মনোরঞ্জন (পরে সন্তোষসিংহ), ধর্ম্মদাস—শৈলেন চৌধুরী, দেবদাস—ছবি বিশ্বাস, পার্ব্বতী—সরযূ, চন্দ্রমুখী—রাণীবালা, ঠানদিদি—হরিমতি (পরে গিরিবালা) উমা—নীরদা, জগদা—ফিরোজা, মনোরমা—লাবণ্য (পরে মুকুলজ্যোতি)

সকলেই ভাল অভিনয় করেন, বিশেষতঃ নির্ম্মলেন্দু ও সরযূ। সরযূ—একেবারে হুবহু পার্ব্বতী চরিত্র ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহার অভিনয় অদ্ভূত (superb) হইয়াছিল। রাণীবালার চন্দ্রমুখীও খুব চমৎকার হইয়াছিল। উভয়ই বিশেষ প্রশংসনীয়।

২২ মে—পুরোহিত (কৃষ্ণদাস), পুরোহিত—নির্ম্মলেন্দু

৪ঠা আগষ্ট—রাষ্ট্রবিপ্লব (শচীন সেনগুপ্ত)

শাজাহান—শৈলেন চৌধুরী, দারা—ছবি বিশ্বাস, ঔরঙ্গজেব—রতীন, জয়সিংহ—নির্ম্মলেন্দু, জাহানারা—রাণীবালা, রোসেনারা—সরযূবালা, নাদিরা—লাবণ্যদাস

৩রা নভেম্বর—মিশরকুমারী (রাণীবালার সম্মানরজনী)। চন্দ্রশেখর অনেক বার অভিনীত হয়। শৈবলিনী—সরযু, দলনী—রাণীবালা

মিনার্ভায় "গিরিশ পরিষদ"

১১ ফেব্রুয়ারী 'বলিদান'। করুণাময়—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, সরস্বতী—সুশীলাসুন্দরী, জোবি—আশ্চর্য্য, দুলাল—কানাই সরকার, রূপচাঁদ—ক্ষেত্রমিত্র, রমানাথ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, কিরণ—রাধারাণী, মাতঙ্গিনী—গিরিবালা, কালী ঘটক—কালীচৌধুরী, কিশোর—রায়সাহেব মনোমোহন ঘোষ, উকিল, শিল্পী—যোগেশ রায় হিরণ—মানকুমারী

প্রধান অতিথি—কুমার বিমল চন্দ্র সিংহ এম, এ

৬ মার্চ্চ—বলিদান (গিরিশ শত বার্ষিকী অভিনয়)

করুণাময় সরস্বতী, জোবি, দুলাল, মাতঙ্গিনী, কিশোর পূর্ব্ববৎ। কিরণ—শেফালিকা (পুতুল), হিরণ—সরলা (বেঁকি), ঝি—রাণীবালা, রামলাল—রতীনবন্দ্যো, ঘনশ্যাম—বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য উকীল—বিলবাবু (বীরেন্দ্র ঘোষ)। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, অমলানন্দ ঘোষাল বন্দেমাতরম গান করেন। সব ভূমিকারই ভাল অভিনয় হয়, বিশেষতঃ ঘনশ্যাম, রামলাল, কিরণ, উকীল ও ঝির।

৭ জুলাই—বলিদান—অন্যান্য ভূমিকা পূর্ব্ববৎ। নলিন—মণীন্দ্রঘোষ, উকীল—শচীন্দ্রঘোষ, ডাক্তার—হরেন্দ্র মজুমদার, প্রধান অতিথি—মিঃ এন, আর দাশগুপ্ত, প্রেসিডেণ্ট ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যাল। এরূপ নলিন পূর্ব্বে হয় নাই। [অভিনয় বলিয়া মনে হয় ন্যাই। গৃহস্থের বাড়ীর ঘটনা হুবহু দেখা গিয়াছে।]

আনন্দবাজার—"পরিচালক ক্ষেত্রমোহন মিত্রের চেষ্টায় অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। হলটী ভরিয়া গিয়াছিল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয় দেখিয়া উহার অজস্র প্রশংসা করেন। কুমার বিমল সিংহ প্রধান অতিথি ছিলেন।" ৯ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

কৃষক ১২ ফাল্গুন—গিরিশ পরিষদের বলিদান অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবের পরে এরূপ প্রকৃষ্ট এবং স্বাভাবিক অভিনয় আর হয় নাই। বাঙ্গলায় ভন মেগেন (প্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক) করুণাময়ের রূপদান করিয়াছেন। স্নেহ, মমতা, রাগ, ঘৃণা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবাভিব্যক্তি

দেখাইয়া তিনি দর্শকগণের চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। চাকুরি পরিত্যাগের পরে নৈরাশ্য, রূপচাঁদ মিত্রের সঙ্গে উন্মাদ অবস্থায় কনট্রাক্ট সহিকরণ এবং পরের উন্মাদ দৃশ্যগুলি অত্যদ্ভুত হইয়াছিল।

"কি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, কি বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কি রানিবাবু, কি নাট্যকার্য্য অমৃতবসু, কাহারও সহিত তুলনায় তাঁহার অভিনয় কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ক্ষেত্রবাবুর রূপচাঁদ অতি উৎকৃষ্ট, ইনি অর্দ্ধেন্দুবাবুর অনুরূপ অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর জোবির গানগুলি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। সরস্বতীর ভূমিকায় প্রখ্যাতনাম্না অভিনেত্রী শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীকে বহুদিন পরে দেখিয়াছিলাম। তিনি এখনও খুব শক্তি রাখেন এবং তাঁহার অভিনয় গৃহস্থবাড়ীর কথাবার্ত্তার মত স্বাভাবিক হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কানাইলাল সরকারের দুলালচাঁদের অভিনয়।"

Hindustan Standard Feb 20, 1944

"After a long time famous old actresses like Sushila Sundari, Ashcharyomoyi and others appeared at the Minerva Theatre on the 11th Feb last in the performance of Girish Chandra's Balidan. Together with them appeared renowned amateur actors including Dr. Hemendranath Das Gupta, Girish Lecturer of the Calcutta University and Rai Saheb Monomohon Ghosh. The play was highly appreciated by the audience. This is the second performance of the drama on the occasion of the late Girish Chandra centenary."

আজাদ ২১ ফাল্গুন রবিবার—

"প্রবীণ নট ক্ষেত্রমিত্রের পরিচালনায় এবং শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী, সুশীলাসুন্দরী প্রভৃতি কলাকুশলা অভিনেত্রীগণ, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রায়সাহেব মনোমোহন ঘোষ, মিঃ যোগেশচন্দ্ররায় মিঃ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সার্থক শিল্পী এতে অভিনয় করেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলোর ভেতরে সরস্বতী জোবি মাতঙ্গিনী ও ঝি এবং পুরুষ চরিত্রের ভেতরে করুণাময় ও দুলালচাঁদ অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। বর্ত্তমান দিনে প্রবীণ নটনটীরা যে এমন স্বাভাবিক অভিনয় করতে পেরেছেন তা সত্যিই গৌরবের। এরূপ অভিনয় বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না।"

'গিরিশ পরিষদ' সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এমএ বিএল, হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল মহাশয়ের বিবৃতি প্রদত্ত হইল—

"Girish Parishod"

by Kshitish Chandra Chakraborty.

"I knew little of Girish Chandra Ghosh and what I gathered in various Girish meetings, that the speakers could not give me more light, when in 1940, I was introduced to the great actor Khetter Mohan Mitter who was an out and out Girishist. Khetter Mohan could critically enter into the works of Girishchandra. Under his guidance I began to learn what Girish was—a poet and an actor who was not only a Shakespeare but also a Garrick.

"Khetramohan wanted to perpetuate the memory of Girish by performance of his plays. I proposed an amendment viz that the dramatic performance should be held not under any public theatrical Company but under the auspices of a Girish Society to be formed on the lines of the Shakesperean Society, where performances would be supplemented by Girish lectures—not ordinary lectures, but critical discussions comparing Girish's plays and actings not only with the English dramatists and actors, but also with the plays and actings of the well-known foreign artists of the world outside the pale of the united Kingdom. My amendment was accepted by Khetter Mohon. This was the beginning of Girish Parishat which name I coined at the request of Khettermohon, and we two were the foundation members who established Girish Parishat at my house in 1943. Immediately after, three gentlemen viz Babu Kiran Chandra Dutt, Dr Hemendranath Das Gupta, the learned author of this treatise and Pandit Asokenath Sastri joined the Parishad. They were followed by Babu Bankim Chandra Bhattacherya, Babu Bhut Nath Mukerjee and others.

"Kiron Babu was elected President and Khetra Mohon, Secretary. The play to be performed was selected Girish's Balidan. Balidan is a grim tragedy and was performed by the members of the Parishad with the help of some female artists at the Minerva Stage. It was so marvellously done that a few performances I have seen cannot be compared with this. It was simply an exquisite thing. The reason is that the persons who appeared on the stage did not seem to be theatre artists **but living beings who actually suffered in ordinary lives**.

"Balidan contnued to be played on several occasions on the same stage in 1943 and 44. In 1944 Khetramohon died After that no performance had taken place. But Girish Parishad is under the care of its President Babu Kiran Chandr Dutt. I pray to he almighty that the memory of Girish and Khetter Mohon may be perpetuated by the further activities of Girish Parishat."

রংমহাল

২২ জুন—রামের সুমতি (শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকান্তরিত)

নারায়ণী—সুহাসিনী, রাম—বুদ্ধদেব। [অভিনয় ভাল হয়]

১৪ সেপ্টেম্বর—অধিকার (অয়স্কান্ত বক্সী) প্রযোজক—প্রসিদ্ধ শম্ভু সেন

(বিশ্বনাথ—রাসবিহারী—অহীন্দ্র, নরেন অমল, বিজয়া—শান্তি)

২৫ ডিসেম্বর—বিংশ শতাব্দী (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

ডাঃ শাস্ত্রী—অহীন্দ্র চৌধুরী, অণিমা—শান্তি গুপ্ত।

অভিনয় ভাল হয় না।

শ্রীরঙ্গম

শিশির বাবু অক্টোবর মাসে আলমগীর ও অন্যান্য পুরাতন ভূমিকায় নামেন, কিছুদিন অনুপস্থিত থাকিবার পরে আবার সকলেই [illegible]।

২৬ অক্টোবর—বন্দনার বিয়ে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য)

পরিচালনা—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

২০ ডিসেম্বর—বিন্দুর ছেলে (দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক নাটকান্তরিত)

বিন্দু—সাবিত্রী, ঐ মা—নমিতা, অন্নপূর্ণা—প্রভা, ঐ স্বামী—মনোরঞ্জন।

[অভিনয় খুব স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হয়।]

শিশিরবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুর শিক্ষানৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখনীয়।

গণনাট্য সঙ্ঘ কর্ত্তৃক (শ্রীরঙ্গম্ ষ্টেজে)

২৩ জুলাই—জবানবন্দী (বিজন ভট্টাচার্য্য), পরাণ মণ্ডল—গঙ্গাপদ বসু, বেন্দা—বিজন ভট্টাচার্য্য, বেন্দার স্ত্রী—তৃপ্তি ভাদুড়ী, হাসি—বিভা চক্রবর্ত্তী।

২৪ অক্টোবর—নবান্ন (বিজন ভট্টাচার্য্য)

[কৃষক সাধারণের গত কয় বৎসরের নিদারুণ কাহিনী রূপায়িত]

চাউল ব্যবসায়ী—চারুপ্রকাশ ঘোষ, কুচক্রী জোতদার—গঙ্গাপদ বসু কৃষক পরিবারের কর্ত্তা—বিজন ভট্টাচার্য্য, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষক—শম্ভু মিত্র।

[অভিনয় খুব স্বাভাবিক]

শোভা সেন, কল্যাণী, কুমার মঙ্গলম্, তৃপ্তি ভাদুড়ী চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন।

শনিবারের বৈঠকের গণনাট্য আন্দোলনও উল্লেখনীয়। ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। নাট্যশ্রীর "দিগন্ত"ও ভাল হয়।

ষ্টার থিয়েটার

২৯ মে—টিপু সুলতান (মহেন্দ্র গুপ্ত)

টিপু—বিপিন গুপ্ত, হায়দার—রবিরায়। হায়দার খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন, টিপুও চরিত্রের গাম্ভীর্য্য খুব রক্ষা করিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস—জয়নারায়ণ, মঁসিয়ে লালী—ভূমেন রায়, নানাফার্ণাবিশ—ভূপেন চক্রবর্ত্তী, ওয়েলেসলি—মালকম্, নিজাম—পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি, করিম খাঁ—সিধু গাঙ্গুলী, রুক্কাবাই—অপর্ণা, সোফিয়া—বীণা, রুবীবেগম—উমা (পরে সেফালিকা) টিপু সুলতান অভিনয় বেশ ভাল হয়। বহু লোকে ভারতীয় বীর টিপুর চরিত্র অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ম লালী ও পুত্রদের কথা খুব ভাল হয়।

জোয়ার রায় ও অবোধ্যায় বেগম পুনরভিনীত হয়।

কেদার—রবিরায়, চাঁদ রায়—বিপিন গুপ্ত, শ্রীমন্ত—জয়নারায়ণ, ঈশাখাঁ—শিবু গাঙ্গুলী, কার্ভালো—ভূপেন রায়, মান সিংহ—বিপিন মুখো, সোনা—শেফালিকা, রত্না—ইভা, ।

"হিন্দু মুসলমানের ঐক্যসাধনের যে প্রচেষ্টা এই নাটকের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুধা বিভক্ত নাটকীয় পরিস্থিতির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহমানা রহিয়াছে, তাহার ফলে নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে। স্বরচিত এই নাটকে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত প্রয়োগনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।"

আনন্দবাজার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১।

লেখক এই গ্রন্থে কোন নাটক সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে একথা সত্য যে টিপুর বীরত্ব কাহিনী এ পর্য্যন্ত যাহা কোন নাট্যকার উপস্থিত করেন নাই—সাধারণের সম্মুখে আনিয়া মহেন্দ্রবাবু দেশের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। টিপু ইচ্ছা করিলে রাজ্য, সম্পদ, পুত্রদ্বয় অক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেন, কিন্তু স্বাধীনতার মূল্যে তাহা করেন নাই। বীর টিপু ভারতবাসীর আদর্শ পুরুষ। হিন্দু মুসলমানকে তিনি সমভাবে দেখিতেন। নাটক ও অভিনয় সর্বজন সমাদৃত হয়।

একথা সত্য যে জাতীয়তাপ্রসূত নাটক এই সময়ে একমাত্র ষ্টারই পূর্ব্বাপর করিতে আরম্ভ করে, আর 'টিপু সুলতান নাটকে' যাহারা রূপদান করিয়াছেন তাহারা নাটকের জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই করিয়াছেন।

ফেব্রুয়ারী—যাহামালঞ্চ (বুদ্ধদেব) প্রভাত মুখার্জি, রামকৃষ্ণ আর্টিষ্ট।

কালিকা থিয়েটার কালীঘাট ও সদানন্দ রোডে

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৫ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়।

২১ ডিসেম্বর—বৈকুণ্ঠের উইল (শরৎ উপন্যাস বিনায়ক ভট্টাচার্য্য কর্তৃক)

ভবানীর ভূমিকায় মলিনা স্বাভাবিক অভিনয় করেন। কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'অচল প্রেম'ও অভিনীত হইতেছে।

১৯৪৫

রংমহল

১৮ জানুয়ারী—সন্তান (বাণীকুমার কর্তৃক নাটকাকারিত)

সত্যানন্দ—অহীন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্র—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জীবানন্দ—জহর

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানন্দ—মিহির ভট্টাচার্য, শান্তি—শান্তি গুপ্তা, কল্যাণী—সুহাসিনী। শান্তি ভাল করেন।

যে সময়ে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ-ধারা বিপথগামিনী, বাণীকুমার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠের' নাট্যরূপ দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। অশোক শাস্ত্রীর উদ্যমও প্রশংসনীয়।

অভিনয়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পত্রে বড় বাদানুবাদ চলিতেছিল। পরিশেষে 'রংমহাল নাট্যশালা' যে নাটকখানি মঞ্চস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। তবে এই জাতীয়তা মূলক নাটকের অভিনয়ে কুশীলবগণ প্রকৃতভাবে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন ভাল হইয়াছে, কেহবা নিরাশ হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে রংমহালের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুলেখক, সাংবাদিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি বলি আনন্দমঠের মূল রস সন্তানের অভিনয়ে প্রকাশ পায় নি। আর তা না পাবার কারণ হচ্ছে অভিনেতাদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব। যে নাটক তিন মাস মহলা দেবার পর আজাদের হুমকীতে বন্ধ করা হয়েছিল এবং পরে হিন্দু মহাসভা ও ছাত্র সম্প্রদায়ের আন্দোলনে অভিনয় করা হল, সে নাটকের প্রতি তাঁরা কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তা কি দুবার বলে বোঝাতে হবে? তারপর 'বন্দেমাতরম্' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট সুর আছে। জাতীয় সঙ্গীতের সেই সুরটী বর্জ্জিত হয়েছে। জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা যাদের থাকে, তাঁরা কি জাতীয় সঙ্গীতের সুর ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করেন? আর পাঁচখানা নাটকের মতো আনন্দমঠও প্যাঁচের কসরত দেখিয়ে প্রাণবন্ত করা যাবেনা। এর জন্য ভিন্ন ধ্যান-ধারণা চাই। অভিনয়ে তার পরিচয় পাইনি। সত্যানন্দ যেখানে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়ে মহেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন, উপন্যাস পড়বার সময় শিহরণ জাগে, অভিনয় দর্শনকালে তা হয়না কেন? জানলাম নটসূর্য্যের কণ্ঠস্বর সে আবৃত্তির উপযোগী নয়, কিন্তু ওই কণ্ঠ দিয়ে তিনি ত' অনেক ক্ষেত্রে ভাব সঞ্চার করতে পারেন। এখানে ব্যর্থ হলেন কেন। ভোলামাষ্টার, চাঁদসদাগর, আবন, শাজাহান অভিনয় করে তিনি ত বেশ ভাব-সঞ্চার করতে পারেন, এক্ষেত্রে পারলেন না কেন?......"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল, ২৫ চৈত্র, ১৩৫১

ধনিক মনোবৃত্তি লইয়া জাতীয়তার মর্ম বুঝিতে পারা বড় কঠিন। তবে শচীনবাবুর সঙ্গে আমরা একমত যে জাতীয়তা সম্পন্ন আর্টিষ্ট লইয়াই জাতীয় নাটকের পরিবেশন করা উচিত।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অবদান

৯ ফেব্রুয়ারি—"ভারতের মর্মবাণী"

ইকবালের জাতীয় সঙ্গীত—"সারে জাহান সে আচ্ছা"

বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও পল্লীগীতির সমাবেশ, রাসলীলা এবং মণ্ডলকে ঘিরিয়া যে নৃত্যগীত হয় তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী (Folk dances and songs).

অমৃতবাজার ১২।২ "It is a great performance"

২৭ এপ্রিল—শনিবারের বৈঠকের "সংগ্রাম" শ্রীরঙ্গমে

ষ্টার থিয়েটার

উদাহরণ—(পুনরভিনীত)

যূথিকা, পূর্ণিমা, হরিমতি যোগদান করেন।

এপ্রিল মাসে অভিনয়ের জন্য নাট্যকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত "শতবর্ষ আগে" সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটনামূলক নাটক রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নাটকখানি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। জাতীয়তা গুণবিশিষ্ট এই নাটকের রসধারা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমরা বিশেষ মর্মাহত হইয়াছি। নাট্যভারতীতে অভিনীত মহেন্দ্রবাবু প্রণীত "কঙ্কাবতীর ঘাট", ৫ মে হইতে অভিনীত হয়। ভূমিকা লিপি—মিঃ মুখার্জ্জি—রবিরায়

লালমোহন—ভূমেনরায়	চামেলী—অপর্ণা
গোবর্দ্ধন—জয়নারায়ণ	মৃণাল—বীণা
নন্দুয়া—কমলমিত্র	শান্তা—পূর্ণিমা
সতীশ—ধীরেনদাস	প্রবীর—সিধু গাঙ্গুলী।
গীতা ব্যানার্জ্জির নৃত্য উপভোগ্য হয়।	বংশী—পঞ্চানন।

মিনার্ভা থিয়েটারে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুরুষ অনেক দিন চলে।

নুটবিহারী—ছবি বিশ্বাস, শিবনারায়ণ—শৈলেন চৌধুরী, মহাতাবচাঁদ—

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুপী মিত্র—সন্তোষ সিংহ, মুখোজ্জল—কৃষ্ণধন মুখো, অরুণ—জীবেন বসু, কল্যাণী—সরযূবালা, মমতা—মুকুলজ্যোতি, সাতু—নীরদা, গিন্নী—গিরিবালা, শ্যামা—রাধারাণী, বিমলা—রাণীবালা'।

এই নাটকের অভিনয় খুব হৃদয়গ্রাহী হয়, সকলেই ভাল করেন বিশেষতঃ কল্যাণী ও বিমলা।

২৭ এপ্রিল—ধাত্রী পান্না (শচীন সেনের নাটক পুনরভিনীত)

পান্না—সরযূ, বনবীর—ছবি বিশ্বাস, সর্দার—জীবেন বসু, কৃষ্ণধন মুখো, শীতলসেনা—নীরদা, চম্পা—ফিরোজাবালা।

মিনার্ভায় গিরিশ পরিষদের গৃহলক্ষ্মী

১৯৪৫ সনের ৯ এপ্রিল তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ পরিষদ কর্তৃক গৃহলক্ষ্মী নাটকের অভিনয় নাট্যমঞ্চের এক যুগান্তকারী অনুষ্ঠান। সমস্ত নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের গিরিশ নাটকের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া 'বলিদানের' পরে আবার সাধারণ দর্শকবৃন্দও গিরিশচন্দ্রকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে 'গিরিশ পরিষদ' সমাজ সংক্রান্ত হৃদয়বিদারক এই নাটকখানির অভিনয় করিয়া দেখাইলেন যে গিরিশের নাটকরাজি কেবল উচ্চাঙ্গের নয়, সু-অভিনয়ে বিরাট প্রেক্ষাগৃহকেও এক একখানি নাটকে ছয় ঘণ্টাকাল ঠিক ঠিক একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখা যায়।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, কৃষক প্রভৃতি কাগজে অভিনয়ের নিম্নলিখিতভাবে ঘোষণা হয়।—

গিরিশ পরিষদ কর্তৃক 'গৃহলক্ষ্মী' অভিনয়

৯ই এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকার সময় গিরিশ পরিষদ কর্তৃক মহাকবির সুপ্রসিদ্ধ মর্মস্পর্শ সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মী" মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইবে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন। শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষাল এম এ বি এল বন্দেমাতরম্ গান করিবেন এবং বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সমস্ত সভাপতিগণ, বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী এবং অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবেন। 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ', 'গিরিশ প্রতিভা', 'গিরিশচন্দ্র', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ বি এল, ডি লিট মহাশয় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন এবং রায় বাহাদুর মনোমোহন ঘোষ, বিশ্ববাবু এম এ, বি এল, কানাই সরকার, নটজ্যোতি কে, চৌধুরী, গিরিশ সঙ্ঘের সভাপতি ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নাম্নী অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরী, সুপ্রসিদ্ধা সরযূবালা, রাণীবালা, গিরিবালা, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি বহু শিল্পী রূপ দান করিবেন ও স্বর্গীয় নট ক্ষেত্রমোহনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন।

১৩৫১, ২৬ চৈত্র সোমবার "কৃষক"

"বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনীর" সহিত এই অভিনয়ের খুব নিকট সম্পর্ক আছে। গত ১লা এপ্রিল (১৯৪৫) দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে "বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের" তৃতীয় অধিবেশন হয়। ইহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থকার মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অভিভাষণে নাটক ও নাট্যশালাকে তিনি বঙ্গভাষা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নাটক সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ থাকা সত্ত্বেও, এ পর্য্যন্ত সাহিত্য সম্মিলনমঞ্চে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিকগণ নাটককে সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে বড় কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু অতঃপরে গ্রন্থকার আশা করেন যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেই বাঙ্গলা নাটকের সৌন্দর্য্য উপেক্ষা না করিয়া উহার প্রকৃত স্থান দিতে দ্বিধা করিবেন না।

এই সম্মিলনের ৮ দিন পরেই গ্রন্থকার 'গিরিশ পরিষদের' সহায়তায় মহাকবির "গৃহলক্ষ্মী" নাটকের অভিনয় করিয়া সর্ব্বসমক্ষে একখানি উচ্চাঙ্গ নাটকের চাক্ষুষ পরিচয় দিতে প্রয়াস পান। ইহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ বি এল, ডাঃ পঞ্চানন নীয়োগী এম এ, পি এচ ডি, আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম এ, শিশুভারতী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ সাহিত্যরথীগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক সুধীর কুমার মিত্র এবং সাংবাদিক মধুসূদন চক্রবর্ত্তীও সমাগত হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত—রায় বাহাদুর অনিলচন্দ্র লাহিড়ী, কালেক্টর, ক্যালকাটা, ডক্টর গুহেই এস ডি সি (ক্যামব্রিজ) ডিরেক্টর জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনাল, রায়

সাহেব হরেন্দ্র লাহিড়ী এম এস সি, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ বার এট ল, মিঃ এন সি গুপ্ত, ডাঃ এস সি পাল, এম এল সি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন ;

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, অচ্যুত দত্ত, জিতেশচন্দ্র গুহ, কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ অমৃতবাজার পত্রিকার ডিরেক্টার প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। আর্টিষ্ট বিজয় করও ছিলেন।

সভাপতি হন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। উভয়ে রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তব্য এবং গিরিশ পরিষদের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া অভিভাষণ পাঠ করেন।

সেরিফ মিঃ জীবনকৃষ্ণ মিত্র দিল্লী হইতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া একখানি দীর্ঘপত্র কিরণবাবুকে লেখেন।

নাট্যগৃহে বিরাট জনসমাগম হয়, এবং উকীল শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষাল "বন্দে মাতরম্" গানে সকলকে স্তম্ভিত করেন।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার অভিভাষণে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন, "আজ অভিনেতৃ-মণ্ডলী তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখ বলিয়াই আমাদিগকে এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে। জানি ইহা আমাদের কাজ নয়, আমাদিগকে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, আহার সংস্থানের চেষ্টা করিতে হয়। তথাপি দেশবাসীর চক্ষু ফুটাইবার জন্যই তাহাদের সম্মুখে আমরা গিরিশ নাটকের সৌন্দর্য্য ও মর্ম্ম উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ভরসা করি অতঃপর জনমত আর দুর্ব্বল বা পরমুখাপেক্ষী থাকিবে না, তাহারা গিরিশ নাটক অভিনয়-কল্পে দেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিবে, এবং অনুকরণ না করিয়া দেশের মূল সৌন্দর্য্যে অধিক মনোনিবেশ করিবে।"

নিম্নলিখিত ভাবে ভূমিকাগুলি বিতরিত হয়—

উপেন্দ্র—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের প্রেসিডেন্ট) শৈলেন্দ্র—রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ (জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার রেজিষ্ট্রার), বৈদ্যনাথ—ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ অডিটার ও গিরিশ সঙ্ঘের সভাপতি), নিতাই—সমাজসেবক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরু ঘোষাল—নটজ্যোতি কালীপদ চৌধুরী, নীরদ—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য, মন্মথ—হারাধন রায়, শরৎ হীরালাল কুণ্ডু, ডাঃ—প্রসিদ্ধ অভিনেতা বিনার্ডার অন্যতম সম্পদ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনস্পেক্টার—নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শেঠো ও শাহায়াওয়ালা—বিশ্ববাবু, শিবু উকীল—প্রসিদ্ধ অভিনেতা সন্তোষকুমার সিংহ জমাদার—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, পুলিস জমাদার—সন্তোষ দাস (ভুলো) অবধূত—কানাইলাল সরকার (কবিদানের দুলাল এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা)

শ্রীযুক্ত অমর বসু অনেক অভিনেতাকে শিক্ষা দেন। নটজ্যোতিও দেন।

স্ত্রী ভূমিকায়—বিরজা শ্রেষ্ঠাভিনেত্রী নাট্যশিক্ষয়িত্রী সুপ্রসিদ্ধা সুশীলা সুন্দরী, ফুলী—বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠাভিনেত্রী সুপ্রসিদ্ধা সরযূবালা, মণি—অন্যতমা শ্রেষ্ঠাভিনেত্রী সুপ্রসিদ্ধা রাণীবালা, তরঙ্গিনী—গিরিবালা, সরোজিনী—নমিতা, কুমুদিনী—রাণীবালা (জুনিয়ার) গায়িকা মুকুলজ্যোতি, অন্যতমা গায়িকা—মীরা দে।

এইবার অভিনয় সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থকার নিজে আগাগোড়া অভিনয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি মূল বিষয়টা উপলব্ধি না করিয়া পারে না। বিশেষতঃ সমগ্রকণ্ঠ নিনাদিত মতামত ও প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা প্রত্যক্ষ করিয়া অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে নিয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেছেন—

'গৃহলক্ষ্মী' নাটক বিরজার গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি, সমদর্শিতা, ধর্ম্মজ্ঞান, ও বিচক্ষণতা লইয়া রচিত এবং ইহার প্রকৃষ্ট রূপদান করিতে শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থা হইয়াছেন। বহুদিন রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ইনি গিরিশ পরিষদ-অনুষ্ঠিত 'বলিদান' নাটকের অভিনয়ে—সরস্বতীর ভূমিকায় তাঁহার পূর্ব্ব যশ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর এবার বিরজার ভূমিকায় অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখাইয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে দেখিয়াছিলাম (১৯১২ খৃঃ) বিরজার ভূমিকায় তারাসুন্দরী অপূর্ব্ব ও নিখুঁত অভিনয় করিয়া সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বহুদিন পরেও সুশীলা সুন্দরী বাড়ী ঘরে চলাফেরা করার মত যে স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তারাসুন্দরীর সঙ্গে তুলনা করিতে প্রয়াস না পাইয়াও একথা বলা যায় যে প্রতি দর্শকই এই ভূমিকার স্বাভাবিকতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এবং তারাসুন্দরীকে বাদ দিলে সুশীলা সুন্দরীর ন্যায় অন্য কেহ এরূপ রূপদান করিতে পারিত কিনা, সন্দেহ।

তরঙ্গিনীর ভূমিকায় গিরিবালাও বেশ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন। "স্ত্রী স্বামীকে দেখ্‌বে না, কিসে ছেলের সর্ব্বস্ব হয়, এই নিয়ে দিবারাত্র বিব্রত থাক্‌বে" এই ভাবটী তরঙ্গিনীর চরিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইনিও চরিত্রের যথার্থ রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সরোজিনী ভূমিকায় নমিতা এত স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছে যে অনেক সময় দর্শকের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বহুগুণশালী স্বর না থাকিলেও তাহার কোমলতায় সকলেই

অভিভূত হইয়াছে। রাণীবালা (ছোট) কুমুদিনীর ভূমিকায় যে অভিনয় করিয়াছেন, এতগুলি বিশিষ্টা অভিনেত্রীর মধ্যেও তাহা নিন্দনীয় বলা যায় না।

ফুলীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন বর্ত্তমান মঞ্চের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সরযূবালা। ফুলীর ক্ষিপ্রকারিতা, চরিত্র মাধুর্য্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, একাধারে চটুলতা ও গাম্ভীর্য্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা মন্মথের জন্য আত্মবিসর্জ্জন নিখুঁত, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ভাবে দেখাইয়া ইনি দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন। 'মরি যদি দেখবে কেমন করে মরি', 'আত্মবিসর্জ্জন মোনাবাবু বুঝতে পেরেছি কি'—এসব কথার ভঙ্গিমাই ছিল অতি অদ্ভুত। গিরিশচন্দ্র ও দানী বাবুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃই ইনি সানন্দে ও স্বেচ্ছায় গিরিশ পরিষদের হইয়া অভিনয় করিয়া তাঁহার যথার্থ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। বিনম্র, নিরহঙ্কার এবং গুণপণায় কন্যার ন্যায় ইনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারের হৃদয় জয় করিয়াছেন। এবং আশা করা এই সমস্ত গুণে বিভূষিত থাকিয়া ইনি বরাবর রঙ্গমঞ্চে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন।

অন্যতমা প্রখ্যাতনাম্না শ্রেষ্ঠ কলা-কুশলা শ্রীমতী রাণীবালা মণি কীর্ত্তনীর একটী অতি ছোট ভূমিকায়ও ভাব ভঙ্গিমা কথা বার্ত্তায় যে অদ্ভুত কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর। নাট্যসম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইতে সাহ্লাদে স্বীকার করিয়া ইনি যেরূপ নিরভিমান ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহাতে গিরিশচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে ইহারও ভবিষ্যৎ যে আরও গৌরবময় হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 'বলিদান' নাটকেও ঝির ছোট অথচ অতীব উপভোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ইনি কলানৈপুণ্য ও নিরহঙ্কারের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার উপরেও গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ সমভাবে বর্ষিত হইতেছে।

শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি ও শ্রীমতী মীরা দে কয়েকটী সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উপেন্দ্রকেই আগাগোড়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে এবং নানাবস্থার ভাবাভিব্যক্তি দেখাইতে হয়। সমগ্র অভিনয়টীর সাফল্যে এই ভূমিকার রূপদান ব্যর্থ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে অন্যান্য সহকারী অভিনেতা সকলেই যে বিশিষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বহু ব্যক্তির নিকট অবধূত, হীরু ঘোষাল, শরৎ, নীরদ ও মন্মথের অজস্র প্রশংসা ধ্বনি শুনিয়াছি। তন্মধ্যে অবধূতের অপূর্ব্ব ও সরল ধাপ ভঙ্গিমায় সকলেই বিস্মিত হইয়াছে, আর হীরু ঘোষাল যে অনেককে নন্দলাল মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, একথাও গ্রন্থকারের কর্ণে একাধিকবার

পৌঁছিয়াছে। এই কয়জনেই যে সরযূ বালার সঙ্গেও তালে তালে সমানে চলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব।

শৈলেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ। ভূমিকাটী বড় কঠিন, তথাপি ইনি সু-অভিনয়ে ভূমিকার মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার সুদর্শন চেহারাটীও ভূমিকার উপযোগী হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ ও নিতাইয়ের ভূমিকায় ভুবনাথ বাবু ও শচীনবাবু উভয়েই উৎকৃষ্ট অভিনয়ে উপেনের বন্ধুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সন্তোষ দাস (ভুলোর) পুলিশ জমাদার সন্তোষ বাবুর জমাদার এবং নরেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইনস্পেক্টারও খুব ভালই হইয়াছিল। বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ (বিশ্ববাবু) অভিনয় সাফল্যে বিশেষ যত্ন করেন এবং দুই একটী ছোট ভূমিকায়ও বিশেষ রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

মিনার্ভার দুইজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা শৈল বন্দোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ পরিষদের হইয়া যে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন তাহাতে অভিনয়ের সাফল্য অতি মাত্রায় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দীর্ঘ চার ঘণ্টা কাল দর্শকমণ্ডলীর মুক্ত কণ্ঠনিনাদিত সাধুবাদ ও প্রশংসাধ্বনিতে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়াছিল।

অভিনয়ের সৌকর্য্য সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পত্র ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটী মতামত এখানে প্রকাশ করিলাম।

আনন্দ বাজার পত্রিকা ৩০ চৈত্র "গিরিশ পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহলক্ষ্মীর—অভিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ, সুশীলা, সুন্দরী, সরযূবালা প্রভৃতিও খুব কলাসম্মত অভিনয় করিয়াছেন। শৈলেন্দ্রের ভূমিকায় মনোমোহন বাবুর অভিনয় দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়কে স্মরণ করাইয়া দেয়।"

Hindustan Standard—Grihalakshmi was performed with great success. Dr. Hemendra Nath Das Gupta maintained the reputation of the leading role of Upendra. Rai Saheb Monomohan Ghosh, Sushila, Namata and Sarajubala acted with inspired reality.

দীপালী ৬ বৈশাখ ১৩৫২, এপ্রিল ১৯, ১৯৪৫, পৃ ২১

"গিরিশ পরিষদের গৃহলক্ষ্মী"

গিরিশ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ৺ক্ষেত্র মোহন মিত্রের স্মৃতি রজনী উপলক্ষে গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় মিনার্ভা থিয়েটারে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের

সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মী" অভিনীত হয়। ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত, রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য হারাধন রায়, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য ভূষণ)' যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী, গিরিবালা, নমিতা, সরযুবালা, রাণীবালা (বড় ও ছোট) মীরা দে প্রভৃতি। অভিনয় সকলের ভালই হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাঃ দাশ গুপ্তর "উপেন্দ্র," রূপে, বাচনে ও ব্যঞ্জনায় পরম উপভোগ্য হইয়াছিল।

৮ বৈশাখ ১৩৫২ (২১ এপ্রিল) তারিখের "শিশির" লিখিতেছে—

গত ২৬শে চৈত্র সোমবার গিরিশ পরিষদ কর্ত্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে "গৃহলক্ষ্মী" নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বহুদিন এরূপ প্রাণস্পর্শী অভিনয় দেখিবার সুযোগ হয় নাই। মিনার্ভা থিয়েটারে বিগত ৩২।৩৩ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র এবং স্বর্গত মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পরে প্রথম গৃহলক্ষ্মীর অভিনয় হয়। ইহার পরে মাঝে মাঝে দুই চারিবার হইয়াছে। তাই পুরাতন নাটক হইলেও ইহাতে নূতন নাটকের রসাস্বাদ করিয়াছি। প্রধান ভূমিকায় বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবতীর্ণ হন। স্নেহ ও ক্রোধ, অভিমান এবং কর্ত্তব্য, ন্যায়নিষ্ঠা এবং অধৈর্য্য প্রভৃতি ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইতে এমন অদ্ভুত কলানৈপুণ্য প্রকট হয় যাহা আজকাল একবরূম বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে লিয়রের ন্যায় উপেন্দ্রের উন্মাদ দৃশ্যগুলি অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ডাক্তার না, উকীল ডাক', 'বাড়ীর মাঝখানে পাচিল তোল', 'মরি মরি নীরদ চন্দ্ররে', প্রভৃতি কথায় সকলের চক্ষু আর্দ্র হইয়াছিল। তার পরেই নাম করিতে হয় বিরজার ভূমিকায় প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরীর। তাহার ন্যায় স্বাভাবিক ভূমিকায় সকলের হৃদয় স্পর্শ করিতে আজকাল কম অভিনেত্রীকে দেখা যায়।

ফুলীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রখ্যাতনাম্না সরযুবালা।......

কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদক, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র লিখিতেছেন

"গিরিশ পরিষদ কর্ত্তৃক" গৃহলক্ষ্মী

['কায়স্থ পত্রিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত]

বিগত ২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল ১৯৪৫) গিরিশ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত: ক্ষেত্রমোহন মিত্রের স্মৃতি রজনীতে উক্ত পরিষদের সভ্যগণ মিনার্ভা

থিয়েটারে মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের শেষাভিনীত সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মী" অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলি বর্ত্তমানে অভিনয় হয় না, সুতরাং 'গৃহলক্ষ্মী' অভিনয় দেখিবার আমন্ত্রন আমাদের 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের' সভাপতি ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া রাত্রিতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিব না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে শ্রেণীর অভিনয় আমরা সচরাচর দেখি, তাহার সহিত এ অভিনয়ের তুলনা করা চলে না, ইহাই আমি এক কথায় বলিতে পারি। অভিনয় করিয়াছিলেন উপেন্দ্রের ভূমিকায় ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শৈলেন্দ্রের ভূমিকায় রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ, বৈদ্যনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবু উকিলের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ এবং শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী, গিরিবালা, নমিতা, রাণীবালা, সরযুবালা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীবর্গ।

"ডাঃ দাশগুপ্তের অভিনয় দক্ষতায় উপেনের চিত্রটী তিনি এরূপ প্রাণবান করিয়াছিলেন যে আমাদের কঠোর চক্ষু সেই জন্য বহুবার অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। একদিকে ভ্রাতৃস্নেহ, অন্যদিকে পুত্র-বাৎসল্য, আর একদিকে স্ত্রীর মনস্তুষ্টি এই কয়টীর অন্তরদ্বন্দে তাঁহার অভিনয়-পটুতা যে ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল তাহা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ডাঃ-দাশগুপ্তকে সাহিত্যিক, গিরিশ অধ্যাপক, উকিল বলিয়াই জানিতাম—কিন্তু এই পরিণত বয়সেও ঐরূপ উচ্চাঙ্গের সুষ্ঠু অভিনয় করিতেও যে তিনি পারেন, তাহা দর্শন করিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছি।

"ডাঃ দাশগুপ্তের পর হীরুঘোষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কে চৌধুরীর কুটিল অভিনয় কর্ণার্জ্জুনে শকুনির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। এতদ্ভিন্ন শৈলেন্দ্রের ভূমিকায় রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ এবং একান্ত ছোট চাকরের ভূমিকায় বিল্ববাবু যেরূপ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

"স্ত্রী চরিত্রে সরোজিনীর ভূমিকায় নমিতা এবং কুলীর ভূমিকায় সরযুবালার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। স্বামীর দুঃসময়ে সরোজিনীর শৈলেন্দ্রকে আশ্বাস দিবার সময়ে ক্রন্দনে, প্রেক্ষাগৃহে এমন কেহ ছিলনা যে তাহার সঙ্গে ক্রন্দন করে নাই। এতদ্ব্যতীত বিরজার ভূমিকায় সুশীলার অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই ভূমিকায় ইতিপূর্ব্বে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে এই বৃদ্ধাবস্থায় তাহার অভিনয় পটুতা

একটুও কমে নাই এবং গৃহকর্ত্রীর মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"গৃহলক্ষ্মী' সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়া গিরিশ-পরিষদের সভ্যবৃন্দ প্রমাণ করিয়াছেন যে গিরিশ নাটকগুলি অচল বলিয়া যাঁহারা বর্ত্তমানে অভিনয় করেন না, ভবিষ্যতে তাহারা গিরিশ নাটকাবলী অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইবেন, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। পরিশেষে ডাঃ দাশগুপ্ত শতায়ু হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ইহাই আমি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।"

দৈনিক কৃষক, ৫ই বৈশাখ, বুধবার—

………"উপেন্দ্রের ভূমিকার বিরুদ্ধ ভাব সংঘর্ষ—স্নেহ, ক্রোধ, কর্ত্তব্য, অভিমান প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত দেখিয়া অনেক বর্ষীয়ান ব্যক্তির স্মৃতিপথে স্বয়ং গিরিশ ভাবাভিব্যক্তি জাগরিত হইয়াছে।"

সভাপতি কিরণ বাবুর নিকট অনেক চিঠিপত্র আসিয়াছে, বাহুল্য বশতঃ সেগুলি প্রকাশে বিরত হইলাম। কেবল একখানি চিঠি এইখানে ইহার স্বাভাবিক সরলতার জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পত্র লেখক একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা। চণ্ডীদাসের ছায়াধনরূপে তিনি শত্রুমিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"৺রামকৃষ্ণ শ্রীপদ ভরসা

আমি শ্রীসন্তোষ কুমার দাস বিল্কুট থেকে। ভুলো এই পত্রের দ্বারায় জানাইতেছি যে আমি পঁচিশ বৎসর যাবৎ স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানীবাবুর) সহিত ছায়ার ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়াছি। তাঁহার বহু ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছি। তাঁহার কোন্ ভূমিকা ভাল মন্দ সে বিচার করিবার সাধ্য আমার নাই, তবে গৃহলক্ষ্মীর উপেন্দ্রের ভূমিকা তিনি ছাড়া যে আর কেহ করিতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না; কিন্তু ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় আমার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি যে ভাবে উক্ত ভূমিকা অভিনয় করিলেন আমার মনে হইল যে গিরিশ ভক্ত বলিয়াই পারিয়াছেন, নচেৎ অন্যের সম্ভাবনা নাই। তিনি অত্যন্ত গিরিশচন্দ্রকে ভক্তি করেন, যেমন দানীবাবু করিতেন, তাই বোধ স্বর্গ হইতে ভৈরবের আশীর্ব্বাদ-বারি ডাঃ দাশগুপ্তের মস্তকে পতিত হইয়াছিল। হে ভৈরব, স্বর্গ হইতে তোমার নাট্যশালা যাতে গিরিশ-পরিষদ কর্তৃক ঐ নামের মর্য্যাদা রাখিতে পারে, সেই আশীর্ব্বাদ করিও এই আমাদের প্রার্থনা।"

গিরিশ পরিষদের অভিনয়ের পরে গত ২১ এপ্রিল শুক্রবার ৫০ নম্বর বাগবাজার ষ্ট্রীটে ঈশ্বর ভবনে একটী প্রীতি-সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

(সভাপতি), বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ, বিশুবাবু, রায় সাহেব হরেন্দ্র লাহিড়ী, অমর বসু, সন্তোষ দাস, সুশীলাসুন্দরী, গিরিবালা, নমিতা, মীরা দে প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অন্যতম উদ্যোগকর্তা বর্ত্তমান গ্রন্থকার, ক্ষেত্র মোহনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরে যে সকল ব্যক্তির সহায়তায় অভিনয় সাফল্য হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভূতনাথ বাবুর কথা বলেন। গিরিশ-ভক্ত পণ্ডিতপ্রবর ভূতনাথবাবু যেরূপ নিঃসঙ্কোচে উদারভাবে তাঁহার বাড়ীতে সকল আর্টিষ্টদের রিহার্সেলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নির্ভীকতা বিশেষ প্রশংসার্হ। অভিনেত্রীগণের শিষ্ট ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যবহারে যে পরিষদের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতেও বক্তা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপরে সভাপতি মহাশয় ও বঙ্কিমবাবু অভিনেতার গুরুত্ব ও দায়িত্বের বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পরে সুশীলাসুন্দরী দাঁড়াইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত বলেন :—

"আমরা আর কি জানি, কিন্তু আপনাদের আচরণ যেরূপ শিষ্ট, আপনারা যেরূপ শিক্ষিত, আমরা অযোগ্য হইলেও আমাদিগকে যেরূপ সম্মান দিয়া থাকেন, তাহাতে আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সহিত অভিনয় করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"

অতঃপরে রায় সাহেব মনোমোহনবাবু উপস্থিত সকলকেই জলযোগে আপ্যায়িত করেন ও পরিষদ-সংগৃহীত অর্থ ক্ষেত্র বাবুর পুত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার মিত্রের হস্তে প্রদান করেন।

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে "অভ্যুদয়"

১৩ই এপ্রিল শুক্রবার রঙমহল-মঞ্চে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উপলক্ষ্যে "অভ্যুদয়" নামক একটি গীতি-নাট্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই গীতি-নাট্যখানির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অভিনব। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসকে নৃত্যে ও গীতে মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে রূপায়িত করা হইয়াছে। এই গুরুত্ব কার্য্যটি কর্ত্তৃপক্ষ অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভারতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির প্রথম আবির্ভাবের পর হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতার প্রেরণা ভারতীয়দের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহারই একটি ক্রম -পরিণতি এই-গীতি নাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। সূত্রধার এক একটি অধ্যায় আবৃত্তি করিলেন, তাহার পর সঙ্গীত এবং নৃত্যে বিষয়টি হইয়া উঠিল মূর্ত্ত।

সূত্রধারের ভূমিকায় শ্রীপ্রবোধ সান্যালের আবৃত্তি, আবেগ, ব্যঞ্জনা ও মাধুর্য্য অতুলনীয়। শ্রীসুকৃতি সেনের সঙ্গীত পরিচালনা ও সুর-সংযোজনায় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্য পরিকল্পনায় প্রহ্লাদ দাসের কৃতিত্ব স্বীকার্য্য।

"অভ্যুদয়"র সঙ্গীতাংশে যোগ দিয়াছিলেন—অলকা মিত্র, আরতি বিশ্বাস, মা দাস, কবিতা রায়, গোপা দেবী গৌরী-সেন, ইত্যাদি।

মিলিত সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনায় প্রত্যেকেরই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া "দিল্লী অনেক দূর," "জাগে নব ভারতের জনতা" এবং "বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি" খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন মঞ্জুলিকা, ললিতা ভাদুড়ী ও দীপ্তি সান্যাল।

মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর "আঁধার ঘরে আলোক জ্বালি" ও দীপ্তি সান্যালের "গ্রামের রজনী গন্ধা" রূপে ও রসে দর্শকদের মুগ্ধ করে। তারা গুপ্তের "চল আহ্বানে সংগ্রামিকা" দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে

এবম্বিধ নামধেয় সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যসজ্ঘ বঙ্গভাষা-সংস্কৃতির পরিপন্থী। ফ্যাসিস্ত সাহিত্য, কমিউনিষ্ট সাহিত্য, হিন্দু সাহিত্য, মুসলমান সাহিত্য, কংগ্রেস সাহিত্য, লীগ্ সাহিত্য কথাগুলিই আপত্তিকর ও বর্জ্জনীয়।

প্রাচ্য বাণীমন্দিরের সংস্কৃতে অভিনয়। (রামমোহন হলে)

১১ মার্চ্চ রবিবার মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা অভিনয় হয়। আয়োজন করেন যুগ্মসম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী। অভিনয় খুব ভাল ও উপভোগ্য হয়।

দুষ্মন্ত—কার্ত্তিক চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বদমন—শঙ্কর (ঐ পুত্র) বিদূষক জগমোহন জ্যোতির্বিনোদ, শকুন্তলা—সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শার্ঙ্গরব—শ্যামাপদ ঠাকুর এম এ, অনুসূয়া—প্রীতিচন্দ্র। সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের গান মধুর। এই সাতজনের প্রত্যেকেই জৈনসভা কর্ত্তৃক পদক ঘোষিত হয়।

৭ মে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক রংমহলে মৃচ্ছকটিকা।

১০ মে শ্রীরঙ্গমে তুলসীদাস

রাধারাণী ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকায়।

দশম অধ্যায়

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উত্থান পতন

রঙ্গমঞ্চ, নাটকাবলী ও অভিনেতৃবর্গের একটী ধারাবাহিক তালিকা পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কিরূপে ধনিকের প্রাসাদ হইতে রঙ্গমঞ্চ মধ্যবিত্ত যুবকগণের হস্তে আসিয়া সাধারণের আমোদের নিকেতনরূপে পরিণত হয়। এবং ক্রমে কিরূপে উহা জাতীয় নাট্যশালায় সম্মান ও গৌরব লাভে অধিকারী হয়। বস্তুতঃ জাতিগঠন কার্য্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের অবদানও বড় সামান্য নয়। সুতরাং সাহিত্যের ন্যায় রঙ্গমঞ্চও দেশবাসীর নিকট তুল্য সম্মান পাইবার অধিকারী।

রঙ্গমঞ্চের প্রথম গৌরব বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহার অসীম দান। বেলগাছিয়া থিয়েটার না হইলে মধুসূদনকে নাট্যকার হিসাবে পাওয়া যাইত না। বস্তুতঃ শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখিবার পরেই তাঁহার অন্তর্নিহিত কাব্যরস মধুর নির্ঝরিণীতে প্রবাহিত হয়। আর উহারই পরিপুষ্টি হয় মেঘনাদবধ কাব্য গ্রন্থে। বেলগাছিয়া গিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার দান বাঙ্গালী জাতি অমূল্য সম্পদরূপে আজও গৌরব করিতেছে, আর চিরকালই তাহা করিবে।

মধুসূদনের প্রতিভার যোগ্য অধিকারী হয়েন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র। রঙ্গমঞ্চের ভার গ্রহণ করিয়াই মেঘনাদের বীরত্ব কাহিনী অভিনীত করিতে তিনিই প্রথমে উদ্‌গ্রীব হইলেন। 'বেঙ্গল থিয়েটার' যখন মেঘনাদবধ কাব্যের গদ্যপাঠ চালাইয়া কাব্যের বধসাধনে নিরত হয়েন, গিরিশ তখন অমিত্রাক্ষর কাব্যের যথার্থ পাঠ দিয়া জোর গলায় বলিতে লাগিলেন—

> "—হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়
> কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন?
> পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
> নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।—"

'মেঘনাদবধ' অভিনয় করিয়া তিনি সকলের হৃদয় জয় করিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তিনিও কঠিন অমিত্রাক্ষরছন্দ বর্জ্জন করিয়া এক অতি সুললিত, সহজ ও সাবলীল ছন্দের প্রবর্ত্তনা করিলেন। এই ছন্দই গৈরিশি ছন্দ, আর তখনকার কবিতার দিনে ইহাই আদর্শ নাটকীয় ছন্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন কেন, অধুনাকার গদ্যপ্রীতির যুগও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। এই

ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াই গত ষষ্টিতম বৎসর বাঙ্গলার নাটকাবলী রচিত হইয়াছে এবং ইহার প্রভাবেই বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য, অশোক, তপোবল, রামানুজ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি অমূল্য নাটকরাজিতে বাঙ্গলা সাহিত্য রসপুষ্ট হইয়াছে। রঙ্গালয় না থাকিলে এ সমস্ত নাট্যগ্রন্থ বোধহয় রচিত হইত না।

রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় দান বাঙ্গালীর নিকট কিরূপে উহা প্রধান শিক্ষায়তনরূপে পরিণত হয়। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, প্রভৃতি উপন্যাস যেমন গল্পের মধ্যদিয়া জাতীয়তার বীজ উপ্ত করিয়াছে, রঙ্গমঞ্চও সেরূপ আমোদের মধ্যদিয়া ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং জাতীয়তা প্রচারে বাঙ্গালীর মন সরস করিয়াছে। 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চ ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইত, মধুর সঙ্কীর্ত্তনে সমগ্র বেষ্টনী মুখরিত হইত। 'বলিদান' অভিনয়ের পরেই বরপণ সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। দেখিতে দেখিতে মেয়ের বিবাহ-বয়স ১৩ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, অনূঢ়া বালিকা ঘরে থাকিলেও কাহাকেও আর বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে হয় না। সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও নন্দকুমার, রাণাপ্রতাপ ও মেবারপতন অভিনয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম প্রবাহিত হয়, আর শঙ্করাচার্য্য, অশোক ও তপোবনে লোকে ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত নাটক ও অভিনয়ের ধারা অনুধাবন করিলে প্রকৃতই বুঝা যাইবে রঙ্গমঞ্চের শক্তি বিরাট বলিয়াই অতঃপর কিরূপ কঠিন নিগড় ইহার কর্ম্মপ্রবাহ সঙ্কুচিত করে। পাঁচ বৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন উহাদের প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চ যে কাজ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়াই বাঙ্গলার দেশবন্ধু প্রথম মেয়র হইবার পরে কলিকাতা কর্পোরেসনের সহায়তায় **একটী আদর্শ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ** গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ রঙ্গমঞ্চের কার্য্য দেশেরই কার্য্য।

কিন্তু এই 'দেশের কার্য্য' সুসম্পাদিত করিতে—গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিরিশচন্দ্রকে কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, আত্মীয়, স্বজন, ধন মান, সমাজ, স্বাস্থ্য বর্জন করিতে হইয়াছে, কত নিন্দা, কুৎসা, দ্বেষ, অপমান কণ্ঠের আভরণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই। ইহার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য গিরিশচন্দ্র ধ্যাননিষ্ঠ তাপসের ন্যায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ রঙ্গমঞ্চের কথা উঠিলেই গিরিশ-স্মৃতি সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার সহকর্ম্মী এবং অনুগামী নটনটীগণও এই মহাব্রত-সাধনে কম ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। নাট্যকলার অনুরাগে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বিত্তশালী আত্মীয়ের বিরাগ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহেন্দ্র বসু, মতি সুর অমৃত বসু,

অমৃত মিত্র, বেলবাবু, চুনীদেব, সুরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য, মঞ্চের সুনাম বাড়াইবার জন্য, দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য কম সাধনা করেন নাই। ইহারা সকলেই দেশবাসীর বরেণ্য।

কিন্তু যে যে কারণে ইহারা সমাজের অপাংক্তেয় ভাবে নিজকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহা অভিনেত্রী সংস্পর্শ। বালকদ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করাইলে আর্টের ত্রুটী অনিবার্য্য। পুরমহিলাদের দ্বারা এরূপ কার্য্য আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সব কারণে রঙ্গাধ্যক্ষগণের বারাঙ্গনার সহায়তা লইতে হইয়া থাকে। ইহাতে সমাজের পক্ষে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে। অভিনেত্রী না হইলে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এত বৃদ্ধি পাইত না। উচ্চাদর্শে ইহাদের জীবনও কথঞ্চিত উন্নত হইয়াছে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, বুদ্ধ, সীতা, সতী, গোপা, চিন্তা প্রভৃতি চরিত্রের রূপদান করিয়া বিনোদিনী কর্ণেল অলকটের গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিল, যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রতি চৈতন্যের আবাহন করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণিদেবীর ঝি, মন্থরা, সাবিত্রী, প্রভৃতি ভূমিকা ভাইসরয় ডাফ্‌রিন দম্পতীরও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিল। সুকুমারী দত্তের সুকুমারী, শিরিওয়া, পূর্ণচন্দ্র, একটা প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। তিনকাড়ির লেডী ম্যাকবেথ, জনা, তারা, সুভদ্রা বিদেশী দর্শকেরও হৃদয় অভিভূত করিত। তারাসুন্দরীর শৈবলিনী, শৈবা, রিজিয়া, জহরা, আয়েষা, সিরজা মতিবিবি, সরস্বতী শক্তেমিত্রভেদে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিল। সুশীলাবালার জোবি, জয়ন্তী, গিরিবালা, পিয়ারা, রযুজী, গৌতমা, মানসী, রাজিয়া কঠিন হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিত। এইরূপ কাদম্বিনী, বনবিহারিনী, কিরণবালা, প্রমদা, কুসুমকুমারী ,নগেন্দ্র নরী-সুন্দরী, চারুশীলা, নীরদা সুশীলা সুন্দরী আশ্চর্য্যময়ী কৃষ্ণভামিনী, কঙ্কা, প্রভা, সরযু নীহার, রাণী প্রভৃতিরই কত নাম করিব? অভিনয়কলায় যে ইহারা সবিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু গুণালঙ্কৃতা হইলেও ইহাদের সঙ্গে লওয়ায় পূর্ব্বে পূর্ব্বে মঞ্চাধ্যক্ষগণকে কম নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। গিরিশচন্দ্র এজন্য সমাজে কাহারও সহিত মেশামেশি করিতেই চাহিতেন না। বড় অভিমান ও আক্ষেপে তাঁহার লেখনী হইতে নিম্নোলিখিত কথাগুলি বাহির হয়—

"—লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কোনজন?"

এই সব লাঞ্ছনা ভোগ করিলেও একটা উচ্চ আদর্শ ও অনুপ্রেরণা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সব তুচ্ছ করিয়া জয়ী হইতে উদ্বুদ্ধ করিত। তাই গিরিশ আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন—

"তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এপথে পদ করেছি অর্পণ
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

এ আশার নেশায় মাতোয়ারা শিল্পীগণের অনুক্ষণ সাধনার ফলই "বাঙ্গলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ"। গিরিশ ইহার জনক ও প্রতিষ্ঠাতা আর অর্দ্ধেন্দুশেখর মহেন্দ্র বসু, অমৃত বসু ও অমৃত মিত্র, কেদার নাথ ও মতি পাল, চুনীলাল ও অমরেন্দ্র নাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার পার্ষদ ও শিষ্য। এই সকল শিল্পীগণের ঐকান্তিক সাধনার ফলেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চ হইতে ধর্ম্মমূলক, সামাজিক ও জাতীয়তা বিশিষ্ট নাটকাবলী বাঙ্গলার ভাবধারা কিরূপ প্রভাবিত করিত ১৯০৫ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত ইতিহাস অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিব। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের এই যুগটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ।

সাধনা করিতে করিতে গিরিশ জানিতেন রঙ্গালয়ের সম্মান একদিন অবধারিতরূপে হইবে। কিন্তু ইহার গৌরবের প্রতি সকলকে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"কালে অভিনয় কার্য্যের যে গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্ব-সাধারণে নটের আদর করিবে তাহা সত্য। কিন্তু সে আদর লাভের পথ পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর এপথে হয় না।…যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুরসৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তবভ্রম উৎপাদন করিতেছেন,—যদি আমরা দেখাইতে পারি রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে অভিনয়-বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল—তবে নট সুধীজন সমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি—অবশ্যই লাভ করিবেন"।

গিরিশের এই ঐকান্তিক সাধনা যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ১৯১২ সনের টাউনহলের বিরাট স্মৃতিসভায় সুধীজন সমাজে গিরিশের যোগ্য

মর্য্যাদা ও আশীর্ব্বাদ পরিশ্রমের পুরস্কার সত্যই যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব, জাষ্টিস গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিন পাল প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদে টাউনহলটী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রঙ্গমঞ্চ যোগ্যসম্মান লাভ করিল বটে, কিন্তু দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত আর কোনরূপ অগ্রগতি হইল না। ১৯১২ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত পুরাতন নাটকাবলীই পুনরভিনীত হইতে লাগিল—নূতন নাটকের বড় সন্ধান মিলিল না। যাহা পাওয়া গেল, তাহা পুরাতনেরই প্রতিধ্বনি। অমরেন্দ্র নাথ ও দানিবাবু পূর্ব্বোক্ত সম্মান কোনরূপ অপচয় করিলেন না বটে, কিন্তু কোনরূপ উহা বৃদ্ধিও করিতে পারিলেন না। ক্রমে অমরেন্দ্রনাথ সংসার রঙ্গমঞ্চ হইতেই সরিয়া পড়িলেন। দানিবাবু সত্বাধিকারীকে প্রচুর বিভবে বিভূষিত করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও জীর্ণ ও পুরাতন হইতে লাগিলেন। রঙ্গমঞ্চ সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায়ই রহিয়া গেল।

এই সময়ে একদল নূতন অভিনেতা আবির্ভূত হইলেন, আর উন্নতিশীল মঞ্চাধ্যক্ষেরও সাক্ষাৎ মিলিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী উচ্চ শিক্ষিত অধ্যাপক—অধ্যাপনা ছাড়িয়া অভিনয় বৃত্তি গ্রহণ করিলেন—আর বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নরেশ মিত্র, বি-এল, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এস্-সি, প্রভৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। এদিকে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যবসায়ী লোক "আর্ট থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন পোষাক, নূতন দৃশ্যাবলী, উন্নত সাজসজ্জাদির সরবরাহে রঙ্গমঞ্চের সংস্কার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—আর ইহার অধিনায়ক হইলেন অপরেশচন্দ্র। রঙ্গমঞ্চে সজীবতা আসিল, সকলে নূতনের দিকে ছুটিল। তখন বায়োস্কোপের যুগ। নূতন সজ্জাপ্রণালী, নূতন ভাব পরিবর্ত্তন বায়স্কোপের অনুবর্ত্তী মুখভঙ্গী সকলের রুচিকর হইয়া উঠিল। নূতন দল এই সব দিতে সক্ষম হইয়া সাধারণের হৃদয়াকর্ষণ করিয়া ফেলিল। যে কয়জন নূতন আসিলেন, সকলেই সুদর্শন, শিক্ষিত ও কলানিপুণ। নূতনের প্রতি লোক-প্রীতিই কেবল তাঁহাদের সহায় হইল না, তখনকার সময়ও ছিল তাঁহাদের পক্ষানুবর্ত্তী। অভিনেত্রী সংস্পর্শ থাকা সত্বেও সমাজ তাহাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইল না। অভিনয় করিয়াও সমাজে তাহাদের মর্য্যাদা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইল না। সমাজের এই ভাব পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে! থিয়েটারের পক্ষেও এই নব শিল্পিগণের আবির্ভাব এক শুভ মুহূর্ত্ত। ইহাদের [illegible]

না হইলে রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইত। এবং এজন্য সর্ব্বাগ্রে গৌরব আর্ট থিয়েটার ও শিশিরকুমারের। ১৯২৩ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত এই পাঁচ ছয় বৎসর নূতনের অভিযানে রঙ্গমঞ্চ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এবং এই সময়কার ইতিহাস একটী গৌরবময় যুগকাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর এই যুগের প্রবর্ত্তকই শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ দানিবাবু আবার সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ১৯২৪ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত আর্ট থিয়েটারেই তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরায় সংরক্ষিত হয়। তারপর ১৯২৮এ সম্মিলিত অভিনয়ে যোগেশ, আর পথের শেষের দুর্গাশঙ্কর, ১৯৩১এর চাপাল গোপাল ও রামানন্দ, আর ১৯৩২ এর শ্যামাকান্ত তাঁহাকে এমন উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল যে, তিনি যখন ১৯৩২ সনে নভেম্বর মাসে সংসার রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার ত্যক্ত সিংহাসন একেবারে শূন্যই রহিয়া গেল।

এদিকে শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠাও নিম্নগামী হইয়া উঠিল। সাধনা কমিতে লাগিল, পুঁজিও হ্রাস পাইতে লাগিল, ক্রমে ব্যয়ের দিকেই অঙ্ক বাড়িয়া উঠিল। তপতী সহায়তা করিল না, চাণক্যও ভাল লাগিল না, বিদেশাভিযানও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। রঙ্গমঞ্চে উচ্ছৃঙ্খলতা নিজের অপযশের বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। এদিকে নূতন নাটকের অভাব হইল। সারহীন নাটকের অভিনয় লোকের মনঃপূত হইল না, আর সে অবস্থায় রাসবিহারী বা দিগম্বর শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াও হৃত যশ পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইল না। অনাবশ্যক গর্জ্জন ও নিছক হাততালি পরিচালনা প্রভৃতি তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও একটী মুদ্রা দোষ মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। এই অবস্থায় অভিমান ও অপযশ প্রায় পাঁচ বৎসর ১৯৩৭-১৯৪১ শিশিরকুমারকে সম্পূর্ণ গৃহমেধি করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। আবার যখন আসিলেন সে প্রতিষ্ঠা হইল না বটে, কিন্তু লোকে আবার প্রতিভার পরিচয় পাইল মাইকেল চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। এখন থিয়েটার চলিতেছে, পয়সা আসিতেছে, দেশে সুযোগও আসিয়াছে; কিন্তু লোকে তাঁহার প্রয়োজনার প্রমাণ পাইলেও রূপদক্ষতার পরিচয় আর পায় না—কেননা, ১৯২১ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত যাঁহারা শিশির কুমারকে দেখিয়াছেন তাহারা ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত দেখিয়াছে কেবল তাঁহার কঙ্কাল।

শিশিরকুমারকে লেখক যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ইতিহাস পক্ষপাতশূন্য না হইয়া পারে না। তাই তাঁহার গুণ প্রকাশ করিয়াছি গৌরবে, আর দোষ প্রকাশ করিয়াছি খেদে। আমেরিকার ব্যর্থতা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভার

কোনরূপ ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করে না বটে, কিন্তু কৃতকার্য্যতায় বাঙ্গলায় রঙ্গমঞ্চ বিশ্বের দরবারে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। যাহা গিয়াছে তাহাতে ক্ষোভ করিয়া লাভ নাই, কিন্তু ক্ষতির পূরণ হইত, যদি দেশে ফিরিয়া নটের সাধনায়ই তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ দোষশূন্য নয় এবং পানদোষ অপরের কোন ক্ষতিই উৎপাদন করে না। সাহিত্যেরও ইহাতে কোনরূপ গ্লানি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম বা বক্তৃতা-মঞ্চ বা নাট্যপীঠে দাঁড়াইয়া কাহারও অপরের অপ্রীতিকর কার্য্য করিবার অধিকার নাই। তাই শিল্পী হিসাবে শিশিরকুমারের বিশিষ্ট স্থান থাকিলেও, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে স্বেচ্ছাচারিতা অমার্জ্জনীয়। রঙ্গমঞ্চের উন্নতি করিতে করিতে মাঝে মাঝে ঋণগ্রস্থ হইলেও কেহ তাঁহার দোষ দিতে পারিত না। কারণ ব্যবসার জন্য ঋণগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

এখন মঞ্চাধ্যক্ষগণ প্রচুর অর্থোপায় করিতেছেন; একে আমোদের প্রতি লোকের আগ্রহ, দ্বিতীয় কলিকাতায় অসম্ভব জনসমাগম বৃদ্ধি। কিন্তু রঙ্গালয়ের আদর্শের প্রতি তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন। এখন থিয়েটার আর জাতীয় নাট্যশালা নয়, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে বিদেশী ভাব দেশীয় ভাষা ও ভাবে প্রচারিত হইতেছে, অনেকস্থলে ইহা ছায়াচিত্রের স্থানও অধিকার করিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের সে আদর্শ নাই, উচ্চ ভাব নাই, সে শিক্ষা নাই। এই ভাবেই গত কয়েক বৎসর চলিয়াছে।

১৯৩২ সনে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড অপরেশ রূপায়িত **পোষ্যপুত্রে** যে অভিনয় প্রথা প্রদর্শন করেন, তাহাই স্বাভাবিক অভিনয়রূপে স্থিরীকৃত হয়। বর্ত্তমান যুগের ইহাই Land mark বা Standard অভিনয়। অতঃপর আর্ট থিয়েটারে ভাঙ্গন ধরে, নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হন, থিয়েটারও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ১৯২৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩২ পর্য্যন্ত নূতনত্বের সংস্কার সাধনে আর্ট থিয়েটারেও অপরেশচন্দ্রের ও প্রবোধ গুহের অবদানও বিশাল। ইহার বিলুপ্তি রঙ্গমঞ্চ ইতিহাসের একটী বিয়োগান্ত অধ্যায়। অতঃপর অভিনয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে। যে সমস্ত নূতন নাটকের অভিনয় হয়, শিল্পিগণ যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা অভিনয় করেন। কিন্তু আবার স্বাভাবিক অভিনয়ের কতকটা বিকাশ দেখিতে পাই যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অভিনয়ে। জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর না থাকিলেও, এযুগে স্বাভাবিক অভিনয়ে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তাঁহার পরেই আরও দুই একজনের নাম করাও সঙ্গত।

কিন্তু একা তাঁহারা কি করিবেন? অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা রহিয়াই গেল,

পরন্তু চীৎকার, প্যাঁচ এবং অনাবশ্যক অঙ্গভঙ্গি এনকোর-ক্লাপে অভিনন্দিত হইল; আর্টে রসভঙ্গ হইল। এই সময়ে "গিরিশ শতবার্ষিকী" উপলক্ষে ক্রমোহন মিত্র মহাশয়ের অমানুসিক যত্ন ও পরিশ্রমে যে **গিরিশ পরিষদ** প্রতিষ্ঠিত হয়, নিখুঁত কলা সম্মত অভিনয়ই ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকের চারিরাত্রি অভিনয় দেখিয়া দর্শক বুঝিতে পারিল কিরূপ সাত্বিক অভিনয়ের পুনঃ প্রবর্তনই আবার রঙ্গমঞ্চের নষ্ট কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিবে। অভিনয়ে নূতন পুরাতন নাই। স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী অভিনয়ই প্রকৃষ্ট কলাবিদ্যার পরিচায়ক।

পরিশেষে অভিনেত্রী সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলিব। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে অনেক উচ্চশিক্ষিতা বা জাতীয়তা গুণসম্পন্না মহিলার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আবার গিরিশ পরিষদের অন্যতম অভিনেতারূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর সহিত মিশিবারও অবসর হইয়াছে। শিক্ষিতা ও সৎবংশসম্ভূতা মহিলাদের সম্বন্ধে তো কথাই নাই, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলাদের আচরণ, গাম্ভীর্য্য ও সংস্কৃতির ত্রুটি না পাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে লেখকের ধারণা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কোনও কলেজে শিক্ষালাভ হইলেই নিরহঙ্কার, বিনয় ও চরিত্র-গৌরব স্বতঃই আসিবে, তাহা বলা চলে না। আর্টের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা যাহারই হইবে—তিনি যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, কলাদেবীর দ্বার তাহার নিকট কখনও রুদ্ধ থাকা অভিপ্রেত নয়। তবে তাহাকে সংযত হইতে হইবে, বিনয় ও নিরহঙ্কার শিখিতে হইবে এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন থাকিতে হইবে। ভরসা করি অভিনেতা অভিনেত্রীর উচ্চ আদর্শ কেহই বিস্মৃত না হইয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর হইবেন।

কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নটের পথ কুসুমাবৃত নহে। গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে ধ্যানস্থ না থাকিয়া কোন চরিত্রের অভিনয় করিতে প্রস্তুত হইতেন না। গুলির আঘাতে লোকে কিরূপে মরে তাহা দেখিবার জন্য স্যার হেনরি আর্ভিংকে চিত্রল সমরক্ষেত্রে আসিতে হইয়াছিল। ম্যাথেসিন ল্যাং টিফিনের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভিনেয় চরিত্রের ধ্যানেই থাকিতেন, অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হইতে হইত। একদিন ল্যাংএর বিশিষ্ট বন্ধু নাম করিয়া দেখা করিতে চাহিলে, পোর্টার বলিয়া দেন "দেখা পাইবেন না, তিনি আর এখন ম্যাথেসিন ল্যাং নহেন, তিনি এখন কিং লীয়র।" দানিবাবু দক্ষযজ্ঞের শিব বা শঙ্করাচার্য্যের শঙ্কর অভিনয়ের পূর্ব্বে একশত ঘটি জল মহাদেবের মাথায় ঢালিতেন। বলিতেন, তাঁকে না সন্তুষ্ট করিলে

তাঁহার চরিত্র অভিনয় করিব কিরূপে ? যে দিন যে অভিনয় করিতেন, সকাল বেলা হইতে সেই ভাবেই বিভোর থাকিতেন। চৈতন্য অভিনয় করিবার পূর্ব্বে বিনোদিনী হবিষ্য করিতেন। ইঁহারা সকলেই চরিত্রের ভাবে অণুপ্রাণিত হইতে চাহিতেন।

পূর্ব্বে শিক্ষকও ছিলেন খুব উচ্চস্তরের। তখন কিরূপভাবে শিক্ষাদান চলিত, সুপ্রসিদ্ধা বিনোদিনীর কথায় পাঠক পাঠিকাকে একটু আভাষ দিই। বিনোদিনী লিখিয়াছেন—

"গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পাঠগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন, তাহার পর পাঠ মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বসু (ভুনী বসু) আরও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি—সেকসপিয়ার, মিলটন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম।.........বিলাতি বড় বড় একট্রেস আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজী থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাড়ী আসিলে গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি ?" আমার মনে যেখানে যেমন বোধ হইত তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আবার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। গিরিশ বাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সদুপদেশ গুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি, আমি যেন সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত......।

"আমার অন্য কথা বা গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস সিডনস্ থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন্ সমালোচক কোন্ স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন্ অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস্ বিবাহে বনের মধ্যে,

গাধীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেনটারী কিরূপ সাজসজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন রূপের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বিষয়—গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বড় বড় 'অথরের' কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্র বসু বা অমৃত মিত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও আজ চুণীলাল বা অপরেশচন্দ্রের মত শিক্ষক [illegible]; এমন কি দানীবাবু কি কেহ [illegible] করজন বা আছেন? শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের শিক্ষাদানে অনুরাগের বিশেষ খ্যাতির কথা শুনিয়াছি। বর্ত্তমানে কে কে আছেন পরিজ্ঞাত নহি, তবে যাহারা শিক্ষাদান করেন, তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের—'বিনোদিনীর আত্মকথার' ভূমিকায় লিখিত—নিম্নলিখিত উপদেশের কথা অবহিত হইলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া মনে করি—

"কোন ভূমিকায় রসোৎকর্ষ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকা কিরূপে গঠন করিব, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে অঙ্গে কি পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা অন্যান্য ভূমিকার সহিত মিলিত হইবে তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্র করিবার পর সেই আভাষ আনা আবশ্যক। অভিনয়কালীন ঘাত প্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং সেই [illegible] হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনচাঞ্চল্য ঘটিবে—কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে—সেই স্থানেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে।"

পরিশেষে বক্তব্য এই—

আমাদের দেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে অনেক এমেচার নাট্য সম্প্রদায় আছে। তাহাদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন কেবল নিছক আমোদে পর্য্যবসিত না করিয়া লোকশিক্ষাকল্পে যেন তাহাদের সমস্ত সুযোগ ও উৎসাহ ব্যয়িত হয়। আমাদের দেশের যাত্রা, রামায়ণ গান, কৃষ্ণলীলা, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার প্রধান অনুষ্ঠানগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, তৎস্থলে থিয়েটারের প্রতি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অত্র জাতীয়তামূলক নাটক অভিনয় করিতে সাহস না থাকিলেও 'বলিদান' 'রাণাপ্রতাপ' 'বুদ্ধ' 'ধ্রুব' জনা প্রভৃতি শিক্ষামূলক নাটকের অভিনয় করিলেও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা হইতে পারে।

যুবকগণের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে দেশের সংস্কৃতিমূলক একটা বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

যদি দেশবাসী রঙ্গমঞ্চের কার্য্য এবং ইহার প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাবহিত হইয়া রঙ্গমঞ্চকে লোকশিক্ষার একটা বিরাট শিক্ষায়তনে পরিণত করিতে পারে, তবেই বর্ত্তমান লেখকের দুশ্চিন্তা অপসারিত হইবে, আক্ষেপ দূর হইবে এবং শ্রম সার্থক হইবে। দেশবাসী কি এই মহৎকার্য্যে সহায় হইয়া নটগুরু গিরিশের সাধনা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বপ্ন সফল করিবেন না?

একাদশ অধ্যায়

রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধনসম্পদে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার চির প্রসিদ্ধ। নাট্যকলার অনুরাগ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এখানেও ইহাদের তাহা লক্ষিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ইংরাজ পরিচালিত চৌরঙ্গী থিয়েটারে ইংরাজি নাটকের অভিনয় হইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইহার ভয়ানক অর্থাভাব ঘটে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই ইহার রক্ষাকল্পে অর্থ দান করেন। বাঙ্গলায় যে অভিনয় বিদ্যার প্রতি অত্যধিক অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহারও মূলে এই চৌরঙ্গী থিয়েটারই।

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ বিশেষ নাট্যামোদী ছিলেন। গণেন্দ্র নাথের চেষ্টায়ই বাঙ্গলার আদি নাট্যকার রামনারায়ণের "নবনাটক" অভিনীত হয় (১৮৬৬)। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ সমধিক নাট্যানুরাগী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয় নাট্যসমালোচক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করিতেন। তাঁহার পুরুবিক্রম, সরোজিনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জাতীয় নাটক। তাঁহার নাটকাবলী এবং প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অমূল্য প্রবন্ধরাজি আমাদের অন্যতম সম্পদ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিনয় কৃতিত্ব সম্বন্ধেই কিছু কিছু উল্লেখ করিব।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী নাটকে একটী ছোট ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অতঃপরে তিনি স্বরচিত নাটক ব্যতীত অন্ত কাহারও নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। ইহার এক বৎসর পরে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে বাল্মীকি এবং হাস্তরস প্রধান অভিনেতা অক্ষয় মজুমদার ('নবনাটকে'র গবেশ) অন্ততম ডাকাত সাজিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যরথী ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের পরে অভ্যাগতগণকে প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। এ সম্বন্ধে ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসের "আর্য্যদর্শন" নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছে—

"গত ১৬ ফাল্গুণ ১২৮৭ শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা নিবাসী মহর্ষি প্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে "বিদজ্জন সমাগম" উপলক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভা নামে একখানি অভিনব নাট্যগীতির অভিনয় হইয়াছিল। হেমেন্দ্র ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতী মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কবিতাটী তদুপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—

"সরলা বালিকা হ'য়ে, প্রাণভয়ে পলাইয়ে
কাঁদিয়া উঠিল ওই—
একি ঘোর বন! এনু কোথায়
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না—

"সঙ্গীতটী বেহাগ রাগিনীযোগে গীত হইয়াছে।"

'বাল্মীকি প্রতিভা'র বালিকা প্রতিভাই পরে দেবী চৌধুরীরূপে স্যার আশুতোষের গৃহালঙ্কৃত করেন। ইনি সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন।

১৮৮২—২৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে স্বরচিত "কাল মৃগয়া" নাটকে অন্ধমুনির ভূমিকা গ্রহণ করেন। কবির "মায়ার খেলা" *

---

* মায়ার খেলা অনেকবার অভিনীত হয়। ১৯২৯ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে এম্পায়ার থিয়েটারে ইহার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ইহার অধিনায়িকা ছিলেন এবং প্রতিমা দেবী (মিসেস রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মিসেস এস, বি, দত্ত এবং শ্রীমতী অমিয়া রায় ইহাতে ভূমিকা গ্রহণ করেন। মিসেস দত্ত হন, অমর অমিয়া রায় প্রমদা, সতী দেবী শান্তা আর নীলিমা গুপ্তা হন অশোকা। রেবা রায় ও চিত্রার নৃত্য খুব উপভোগ্য হয়। ১৯৩২ সনে ইংরাজীতেও ইহার অভিনয় হয়। প্রযোজক—দীনেন্দ্র ঠাকুর।

১৯৪৩, ১৬, ১৭, ১৮ জুনেও 'গীত বীতানের' ছাত্রীগণের সহায়তায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে 'ছায়া'তে অভিনীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব', বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। পরিত্রাণ (১১৩ পৃঃ) ইহারই অন্যতম সংস্করণ।

১৯১১—৭ই যে "রাজা" অভিনীত হয় এবং কবি স্বয়ং ঠাকুর্দার ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর একটী ভূমিকাও করেন, কিন্তু তাহা নেপথ্যে। রাণী যখন জিজ্ঞাসু হন "এ ঘরে কি একদিন আলো জ্বলবেনা?" রাজা-রূপী রবীন্দ্রনাথ অন্তরাল হইতে তাহার উত্তর দেন।

১৯১৪ এপ্রিল—শান্তি নিকেতনে দীনবন্ধু এণ্ড্রুর অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে 'অচলায়তন' অভিনীত হয়, কবি তাহাতে আচার্য্য অদীনপুণ্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পিয়ারসন সাহেবও একটী ভূমিকা লইয়াছিলেন। মহাপঞ্চকের রহস্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন জগদানন্দ রায় এবং ক্ষিতি মোহন সেন সাজেন ঠাকুর্দ্দা। চাষাদের গানটী বড় হৃদয়গ্রাহী হয়—

"চাষ করি আনন্দে আমরা
চাষ করি আনন্দে"

১৯১৪ সানের গুড্ফ্রাইডের সময় জোড়াসাঁকোতে "ফাল্গুনী" অভিনীত হয়। আলখাল্লা পরিয়া বীণাহস্তে অন্ধ বাউলের বেশে কবি যখন গান ধরিতেন—

"ধীরে বঁধু ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে
জানিনে পথ নাই যে আলো
ভিতর বাহির কালোয় কালোয় গো—"

সকলে কবির সেই বেশভূষায় ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যাইত। জগদানন্দ রায় হন দাদা, ক্ষিতি মোহন সেন চন্দ্রহাস, প্রভাত মুখার্জ্জি সর্দার, শরৎ রায় মাঝি, কালিদাস বসু কোটাল, সন্তোষ মিত্র কালু, অবনীন্দ্র নাথ শ্রুতিভূষণ (সভাপণ্ডিত), ঐ চেলা মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত, রাজা গগনেন্দ্র নাথ।

অভিনয়ের পূর্ব্বে কবিশেখর রূপে কবি সূত্রধরের কার্য্য করেন। বালক সমরেশ (Sylhet Chronicle এর editor শচীন্দ্র সিংহের পুত্র) দোলায় চড়িয়া গান করিতে করিতে সকলকে মুগ্ধ করে। গানটী এই

"ওগো দখিন হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"

১৯১৬ সনের কলিকাতায় কবি 'ফাল্গুনী' ও 'বৈরাগ্য সাধন' অভিনীত করিয়া বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য খরচ বাদে ৮০০০৲ টাকা সংগ্রহ করেন। কবি ও অজিত চক্রবর্ত্তীর গান খুব ভাল হয়।

১৯১৭—জুলাই মাসে 'ডাকঘর' অভিনীত হয়। প্রথমে শান্তি নিকেতনে এবং পরে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে বহুবার ইহার পুনরভিনয় হয়।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস হয় এবং আনি বেশান্ত সভানেত্রী হন। রবীন্দ্রনাথের এই কংগ্রেসের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কারণ সুরেন্দ্রনাথের দলের সহিত মতভেদ হওয়ায়, অগ্রগামী দল তাঁহাকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত করেন পরে গোলমাল মিটিয়া যায়। কিন্তু ডাকঘর অভিনয় দেখিবার জন্য লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মালব্যজী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁহারা অভিনয় দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ হন প্রহরী ও ফকির, অবনীন্দ্রনাথ কবিরাজ ও মোড়ল, গগনেন্দ্র নাথ মাধব, দিনেন্দ্র নাথ ফকিরের অনুচর, সন্তোষ মিত্র দইওয়ালা, বালক আশামুকুল অমল, এবং অবনীন্দ্র নাথের কনিষ্ঠা মেয়ে অমলের খেলার সঙ্গিনী সুধা।

১৯১৮—মার্চ্চ "গুরু" অভিনীত হয়।

১৯২২, ১৫ সেপ্টেম্বর—আলফ্রেড থিয়েটারে "শারদোৎসব" অভিনীত হয়। পরদিন ম্যাডান থিয়েটারে আবার ইহা পুনরভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ হন সন্ন্যাসী, দিনেন্দ্র ঠাকুর ঠাকুর্দ্দা, জগদানন্দ রায় লক্ষ্মীশ্বর।

এই বৎসরে কবি বহুস্থানে (রামমোহন লাইব্রেরীতে, ম্যাডান ও আলফ্রেড থিয়েটারে) "বর্ষামঙ্গল" আবৃত্তি করেন।

১৯২৩, ২৫ আগষ্ট—ফার্ষ্ট এম্পায়ারে 'বিসর্জ্জন' অভিনীত হয় এবং কবি জয়সিংহের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আর এমন সুন্দর মেক্‌-আপ্‌ হয় (পাকা দাড়ি কলপ দিয়া কাঁচা করা হয়) যে কবিকে চিনিতেই পারা যায় নাই—না পোষাকে, না কথাবার্ত্তায়। সাজসজ্জার প্রভৃতির ভার ছিল অবনীন্দ্রনাথের উপর। এই অভিনয় সম্বন্ধে বেঙ্গলী কাগজে (২৬ আগষ্ট ১৯২৩) নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হয় —

"The house was packed to its utmost capacity and the audience which included the pick of the society saw the play through with great interest. Rabindranath's appearance in the role of Joysingh was the special feature of the attraction of the evening. The amount of pathos, human element and originality which the poet imparted into the acting was really a treat and could have hardly been surpassed in its excellance........"

দিনেন্দ্রঠাকুর হন রঘুপতি, মঞ্জুশ্রী ঠাকুর অপর্ণা, ও ন চ্যাটার্জ্জি নক্ষত্র রায়, সংজ্ঞা দেবী (মিসেস্ সুরেন ঠাকুর) রাণী গুণবতী, রাজা গোবিন্দ মাণিক্য রবীন্দ্রনাথ, নয়ন রায় ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় এবং চাঁদপাল অশোক চ্যাটার্জ্জি। সাহানা দেবী সঙ্গীতে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

১৯২৬, ৮ মে—কবির পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তি নিকেতনে "নটীর পূজা" অভিনীত হয়। ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে কবির রচিত "পূজারিণী" অবলম্বনে 'নটীর পূজা' রচিত। কবি লিখিয়াছিলেন—

> দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
>
> লইয়া অর্ঘ্য ডালি।
>
> "হে পুরবাসিনী", সবে ডাকি কয়,
>
> "হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"
>
> শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়
>
> কেহ দেয় তারে গালি।

এই পূজারিণীই 'নটীর পূজার' নায়িকা—শ্রীমতী।

এই নাটকের পুনরভিনয় হয় জোড়াসাঁকোতে ১৯২৭ এর জানুয়ারীতে মাঘোৎসবের সময়। কবি স্বয়ং হন ভিক্ষু উপালী, শ্রীমতী গৌরী দেবী (নন্দলাল বসুর কন্যা) শ্রীমতী, মীনু রাণী লোকেশ্বরী, চিত্রা হন বাসবী, লতিকা রত্নাবলী এবং অমিতা রঙ্গিনী।

কবি এই ভূমিকায় অনেক পালি শ্লোক আবৃত্তি করেন, আর উপালীবেশে তাঁহার মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

> "পূর্ব্ব গগন ভাগে
>
> দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
>
> তরুণারুণ রাগে।
>
> শুভ্র শুভ মুহূর্ত্ত আজি
>
> সার্থক কররে
>
> অমৃত ভররে
>
> অমিত পুণ্যভাগী
>
> কে জাগে, কে জাগে।"

১৯২৭ সেপ্টেম্বর—'নটরাজ' শান্তি নিকেতনে অভিনীত হয়।

১৯২৯ জানুয়ারী ৮—'সুন্দর' জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়।

১৯২৯, ২৯ এপ্রিল—'ভৈরবের বলি' এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহা 'রাজা ও রাণী'রই অভিনব সংস্করণ। বিক্রমদেব—ক্ষিতিশ চট্টো-

পাধ্যায়, সুমিত্রা—মঞ্জুশ্রী দেবী (ঐ শ্রী. সুরেন ঠাকুরের কন্যা) দেবদত্ত—কুনাল সেন, নারায়ণী—মিসেস সেন, ইলা—অপর্ণা ঠাকুর, শঙ্কর—জনমেজয় ঠাকুর।

১৯২৯ সেপ্টেম্বর ২৬, ২৭, ২৮—ক্যানেডা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে "তপতী" অভিনীত হয়।

বিক্রমদেব—রবীন্দ্রনাথ, ঐ বৈমাত্রেয় ভাই নরেশ—অজিন ঠাকুর, দেবদত্ত—দিনেন্দ্র ঠাকুর, মঞ্জরী—চিত্রা দেবী, সুমিত্রা—অমিতা দেবী (অজিত চক্রবর্তীর কন্যা), গৌরী—নীহারকণা মিত্র, বিপাসা—সুমিতা দেবী, বৃদ্ধ—সন্তোষ মিত্র, রত্নেশ্বর—অনাথ বসু, কালিন্দী—নিরুপমা দেবী। ভিতর হইতে রমা দেবী (শ্রীশ মজুমদারের কন্যা) ও অমিতা সেনের (ক্ষিতীমোহন সেনের কন্যা) গান হয়।

"প্রলয় নাচন, নাচলে যখন
আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে"

গানটির সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিও হইয়াছিল সুন্দর ও অপূর্ব্ব।

এতদ্ব্যতীত 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ', 'বসন্তোৎসব' প্রভৃতির আবৃত্তি হয়।

আরও উল্লেখযোগ্য যে দুইটী প্রসিদ্ধ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ১৯৩৬, ১১ মার্চ্চ নিউ এম্পায়ারে এবং 'চণ্ডালিকা' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে ১৯৩৩ সনে কবি "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য রচনা করেন। এবং ঐ বৎসরেই ১২ সেপ্টেম্বর ম্যাডান থিয়েটারে তিনি স্বয়ং নাটকখানি পড়িয়া শুনান, কারণ যথেষ্ট ভাবদ্বন্দ্ব থাকায় তখন উহা রূপায়িত করা হয় নাই।

১৯৩৮ সালে কবি নাটকখানিকে সুরবন্ধনে বাঁধেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর সহায়তায় নৃত্যসংযোগে উহার রূপদান করেন—১৯৩৮, ১৯ মার্চ্চ ছায়াতে, আর ১৯৩৯, ৪ ফেব্রুয়ারী শ্রী-তে। কবি নিজেই আবৃত্তি করেন।

এক চণ্ডাল বালিকা বৌদ্ধ শিষ্য আনন্দকে জল দিবার সময় ভালবাসিয়া ফেলে এবং মাতার সহায়তায় আনন্দকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া গৃহে আনে। আনন্দ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে হৃদয়ের আবেদন জ্ঞাপন করিয়া শক্তি ফিরিয়া পান এবং নিষ্পাপ দেহে বালিকার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। এই বৌদ্ধ লোককথা কেন্দ্র করিয়া 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য রচিত।

গত ১৮ এপ্রিল তারিখেও (১৯৪৫) শান্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক নিউ এম্পায়ারে এই নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতীয় নাট্যমঞ্চ সর্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কবির নির্দ্দেশে নির্ম্মিত 'বিচিত্রা ভবন' তাঁহার নাট্যকলায় সবিশেষ অনুরাগের পরিচায়ক। সম্প্রতি এখানে বিশ্বভারতী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে অনেকবার অভিনয় হইয়াছে এবং ১৫০।২০০ লোকের সমাবেশ হয়। ইহার দক্ষিণের একটী ঘরেই পূর্ব্বে নৃত্য শিক্ষা হইত। বাড়ীর মেয়েরাও তাহাতে যোগদান করিতেন।

পরিশিষ্ট

ইতিমধ্যে রংমহলে একটী প্রীতিকর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। গত ২৩ মে রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' অভিনব নাট্যরূপ কবি বাণীকুমার রচিত "সন্তানের" কনক জয়ন্তী উপলক্ষে পারিতোষিক রজনীর উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দেশমাতৃকার সুসন্তান, এই জাতীয়তামূলক অনুষ্ঠানের যোগ্য পুরোহিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শিল্পীবৃন্দকে পুরস্কার বিতরণ করেন ও একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে আনন্দমঠের বাস্তব অবস্থা বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী (যাঁহার দেশনায় 'সন্তানের' প্রকাশ), মঙ্গলাচরণ আবৃত্তি করেন ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে একটী স্বরচিত ও সুলিখিত প্রশস্তিপাঠে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। বর্ত্তমান লেখক সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গদাধর মল্লিক, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, সুধীর মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সস্ত্রীক ডাঃ এ, পি, দাশ গুপ্ত, আশুতোষ লাহিড়ী ও মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ।

'সন্তানের' অভিনয় সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে এত অধিক আলোচনা লেখকের কর্ণে পৌঁছিয়াছে যে, প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে নির্ব্বাক থাকা অন্যায়। তাই সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। নাট্যরূপ খুব ভাল হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও ভাব সুরক্ষিত হইয়াছে। বাণীকুমারের উদ্যম সার্থক হইয়াছে। সুন্দর, নটী এবং প্রত্যেকের অবতারণায় নাট্যরূপ আরও সরস হইয়াছে। প্রত্যেকের

সন্তোষ দাস) বাচন ভঙ্গি এবং আবৃত্তি অনিন্দনীয়। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের উপর লোকের এতই শ্রদ্ধা যে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া * ভক্তিভরে উহা শ্রবণ করেন। [illegible]ক মহারাষ্ট্র নেতা 'বন্দে মাতরম্' গায়ক মৃণাল ঘোষকে ৪০ ভরি সোণার একটী পদক পুরস্কার দিয়াছেন। মৃণালবাবু কিছু নগদ টাকাও পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অন্যান্য গানগুলিও ভাল হইয়াছে।

যে-যুগে চুটকি অভিনয়, প্যাচ ও তরলতার প্রাবল্যে দর্শকের নিকট ভাব-গভীর অভিব্যক্তি পরিবেশন করা বিড়ম্বনা, সেই সময়ে অনুষ্ঠাতাগণ যে সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর সমাবেশ না করিয়াও এইরূপ জাতীয়তামূলক একখানি নাটক সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দুঃসাহসিকতা হইলেও তাহাদিগকে অভিনন্দিত না করিয়া পারিনা। এবম্বিধ নাটক যত অধিক রচিত ও অভিনীত হইবে, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য ততই প্রসার লাভ করিবে ও সার্থক হইবে।

অভিনেতাগণের মধ্যে অহীন্দ্র বাবুর সত্যানন্দ চরিত্রোপযোগী হইয়াছে। কোনরূপ প্যাচ প্রদর্শিত বা আর্টের অপব্যবহার হয় নাই। তিনি এই ভূমিকার রূপদান কল্পে এমন গম্ভীর, সুসংযত ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন যে, এই কঠিন ভূমিকাটি অন্য কোন যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হইতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের দৃশ্যে আবৃত্তিটি আরও ভাবগভীর ও প্রাণস্পর্শী হইলে দর্শকগণ 'সন্তানের' যথার্থ রসাস্বাদনে সমর্থ হইতেন। তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক ও প্রকৃত কলাসম্মত অভিনয় আমাদিগকে যথার্থ তৃপ্তি দান করিয়াছে। মেক আপও ভাল হইয়াছে।

অন্যান্য ভূমিকার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে জীবানন্দ, ভবানন্দ উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্র সিংহ জমিদারের বেশে মানাইলেও, অভিনয় নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনাও অস্বাভাবিক। নিমাই স্বাভাবিক। শান্তির ভূমিকার মর্য্যাদা সর্বত্র রক্ষিত না হইলেও, অভিনয় বেশ উপভোগ্য। তাহার গান বিশেষতঃ 'কেশব ধৃত মীন শরীর'—মধুর ও প্রাণস্পর্শী। ইংরাজ-ভূমিকাগুলি অচল। চিকিৎসক চলনসৈ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বজনসমাদৃত 'বন্দেমাতরম' গানটীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন সেন গুপ্ত মহাশয়ের সমালোচনার সহিত বর্ত্তমান লেখক এক মত। 'দীপালী' সম্পাদকেরও এই মত

---

* ইতিপূর্ব্বে এই দৃশ্য থিয়েটারে আরও দুই তিনবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি স্টারে দেবীচৌধুরাণীর সময় (পৃঃ ১৫৯) প্রথম, ও পরে মিনার্ভায় (১৬৩ পৃঃ)

ক্রুটী স্বীকার

(১) ১১৮ পৃষ্ঠায় ২৬ লাইনে অহীন্দ্রবাবু ডাঃ সদাশিব করেন।

(২) ১৪৮ পৃষ্ঠায় "of culturally superior merit" মাইকেল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ঐ পৃষ্ঠায় ভোজুর স্থানে জেজুর হইবে।

(৩) ১৫৯ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনে দুই তলায় অভিনয় হয়—দুর্গেশনন্দিনীর সময়, দেবীচৌধুরাণীর সময় নয়।

(৪) ১৩ পৃষ্ঠার ৩ লাইনে পরবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে।

(৫) পাঠকগণ সহায়তা করিলে অন্যান্য বিষয়ের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারিবে। সহযোগিতা প্রার্থনীয়। ১২৪।৫ বি, রসা রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পত্র পাইলে লেখক বাধিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (দ্বিতীয় খণ্ড) শীঘ্রই বাহির হইবেঃ—

বিষয় সূচি—

(১) বাংলা নাটকের বিস্তৃত আলোচনা

(২) অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচয় (সচিত্র)

(৩) ভরত-নাট্যশাস্ত্র এবং প্রাচীন নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

(৪) [illegible] রঙ্গমঞ্চ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর প্রতিভা কার্য্যালয়ের সৌজন্যে শ্রীমান হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিক্রমপুর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড হইতে এই পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় ছবিখানি গৃহীত।